BANGLA POST Year: 23 ◆ Issue: 1083 ◆ Friday 15 May - Thursday 21 May 2026

FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

তোপের মুখে কিয়ার স্টারমার

--১৬ পৃষ্ঠায়

ব্রিটিশ-বাংলাদেশীদের জয়জয়কার

মেয়র লুৎফুর রহমান

॥ এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

ব্রিটেনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির ভূমিধ্বস পরাজয় এবং রিফর্মের উত্থানের পর সরকারের ঘরে বাহিরে শুরু হয়েছে টানাপোড়েন। ওদিকে, ভাল ফল করে এগিয়ে আছে নাইজেল ফারাজের জনবাদী ডানপন্থি দল রিফর্ম ইউকে।

এদিকে পূর্ব লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস এ-চতুর্থ বারের মতো মেয়র নির্বাচিত হয়ে চমক দেখিয়েছেন এ্যাসপায়ার পার্টির লুৎফুর রহমান এবং নিউহামের নতুন নির্বাহী মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ফরহাদ হোসেন। তিনি যুক্তরাজ্যের মূলধারার বড় রাজনৈতিক দল থেকে নির্বাচিত প্রথম বাংলাদেশি নির্বাহী মেয়র হিসেবে ইতিহাস গড়েছেন। ফরহাদ লেবার পার্টির হয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন। এছাড়াও পূর্ব লন্ডনের বাংলাদেশি অধ্যুষিত চার বরো (স্থানীয় কর্তৃপক্ষ) টাওয়ার হ্যামলেটস, নিউহ্যাম, রেডব্রিজ ও বার্কিং এন্ড ড্যাগেনহামে ৮০ জন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ইংল্যান্ডের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। এবারের নির্বাচনে রিফর্ম ইউকে এবং গ্রিনস পার্টির নাটকীয় উত্থান এবং লেবার ও কনজারভেটিভ উভয় দলের ব্যাপক ধ্বস এখন বিশ্বব্যাপী আলোচনার বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। এবারের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে লেবার পার্টি সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয়েছে, তারা ১,৪৯৬ জন কাউন্সিলর এবং ৩৮টি কাউন্সিল হারিয়েছে, অন্যদিকে কনজারভেটিভরাও পিছিয়ে পড়েছে, তারা ৫৬৩ জন কাউন্সিলর এবং ছয়টি কাউন্সিল হারিয়েছে। লিবারেল ডেমোক্র্যাটরা সামান্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, তাদের পাল্লায় ১৫৫ জন কাউন্সিলর যোগ হয়েছে এবং একটি অতিরিক্ত কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। তবে, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি হলো রিফর্ম ইউকে-র নাটকীয় সাফল্য। দলটি ১৪৫১ জন কাউন্সিলর পেয়েছে। ফলে তাদের মোট কাউন্সিলরের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৪৫৩জন পাশাপাশি তারা ১৪টি কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। যা আগে তাদের দখলে ছিল না। গ্রিনস পার্টিও আকাশচুম্বি ফলাফল করেছে। তারা ৪৪১ জন কাউন্সিলরকে বিজয়ী করেছে। এদিকে, ৬৪টি কাউন্সিল বর্তমানে কোনো সার্বিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে নেই, যা আগের ফলাফলের চেয়ে ২৩টি বেশি।

এদিকে মেয়র নির্বাচনের ক্ষেত্রে, কনজারভেটিভরা ক্রয়েডন ধরে রেখেছে, অন্যদিকে গ্রিন পার্টি হ্যাকনি ও লুইশাম দখল করেছে। লেবার ও অ্যাস্পায়ার যথাক্রমে নিউহ্যাম ও টাওয়ার হ্যামলেটস ধরে রেখেছে এবং লিবারেল ডেমোক্র্যাটরা ওয়াটফোর্ড ধরে রেখেছে।

লেবার পার্টি মধ্য ও উত্তর ইংল্যান্ডে --১৬ পৃষ্ঠায়

মেয়র ফরহাদ হোসেন

উৎসবের উচ্ছ্বাস আর গভীর আবেগে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকের বর্ষবরণ

লন্ডন: ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকে (DUAUK) অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসবমুখর পরিবেশে 'বর্ষবরণ ১৪৩৩ - বৈশাখী মেলা ও ভর্তা উৎসব' আয়োজনের মাধ্যমে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করেছে। বর্ণিল আয়োজনে বাঙালির ঐতিহ্য ধারণ করে নাচ, গান, আবৃত্তি, ফ্যাশন শো, আনন্দ উল্লাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মিলনমেলায় অনুষ্ঠানটি এক প্রাণবন্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। গত ৯ই মে শনিবার পূর্ব লন্ডনের 'লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমিতে' বর্ষবরনের আয়োজন করা হয়েছিল।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সংগঠনের সভাপতি সিরাজুল বাছিত চৌধুরী, পুরো অনুষ্ঠান পরিচালনা ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ কামরুল হাসান। সিনিয়র সহ-সভাপতি ও অনুষ্ঠান সমন্বয়কারী মেসবাহ উদ্দিন ইকো সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ জাফরসহ একটি নিবেদিতপ্রাণ টিম। চমৎকারভাবে সাস্কৃতিক পর্ব সঞ্চালনা করেন সাংস্কৃতিক সম্পাদক এরিনা সিদ্দিকী সুপ্রভা।

সাধারণ সম্পাদক এম কিউ হাসান তাঁর বক্তব্য প্রদানকালে বলেন, বাংলা নববর্ষ আমাদের জাতীয় জীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। ব্যবসায়িক

হালখাতা, বৈশাখী মেলা, পান্তা-ইলিশ, আর লোকজ গান-বাজনার মধ্য দিয়ে এই দিনটি হয়ে ওঠে এক আনন্দঘন উৎসব। পহেলা বৈশাখ আমাদেরকে শেকড়ের সাথে যুক্ত করে, আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বাঙালির সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা। এই উৎসব তাই শুধু উদযাপন নয়, এটি আমাদের পরিচয়ের এক গর্বিত প্রকাশ। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কালজয়ী গান 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো' গান সমবেতভাবে পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

অনুষ্ঠানে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির নানা পরিবেশনা উপস্থাপন করা হয়। যা বাংলা নববর্ষের আবহকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। সদস্যদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাস্কৃতিক অনুষ্ঠান মুগ্ধ হয়ে সকলে উপভোগ করেছেন। মুহুর্মুহু করতালির মাধ্যমে উপস্থিত সকলে আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

অনুষ্ঠানে গান, নাচ, সমবেত ছড়া, প্রেম-বিরহ-রোমান্টিক কবিতা পরিবেশন,ফ্যাশনশো, ঐতিহ্যবাহী ধামাইল নৃত্য, অতিথি আপ্যায়ন এবং খাবার পরিবেশনে যারা অংশগ্রহন করেছেন এবং যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে, প্রশংসীয় উদ্যোগে একটি সফল অনুষ্ঠান হয়েছে তাঁরা হলেন: রীপা সুলতানা রাকীব, সৈয়দ জুবায়ের, তারেক সৈয়দ, নীলা নিকি খান, মেহেরুন আহমেদ মালা, এরিনা সিদ্দিকী, সৈয়াদা তামান্না, সৈয়দা ফারহানা সুবর্ণা, হাবিব, সৈয়দা লাভলী চৌধুরী, দেওয়ান গৌস সুলতান, ইসমাইল হোসেন, মতিন চৌধুরী, সাবিতা শামসাদ, এম কিউ হাসান, মাহফুজা রহমান, মারুফ চৌধুরী, মেসবাহ উদ্দিন ইকো, নিলুফা ইয়াসমীন হাসান, সৈয়দ হামিদুল হক, সৈয়দ জাফর, এমদাদ তালুকদার, মিজানুর রহমান, ডা. হাসনীন চৌধুরী, বিভা মোশাররফ, মাহমুদা চৌধুরী, খালেদা জামান পূর্ণি, আসমা আক্তার, নুসরাত জাহান, শাকির আহমেদ, খাদিজা আহমেদ বন্যা, কংকন কান্তি ঘোষ, শিরিন উল্লাহ প্রমুখ।

গানের সাথে একক নৃত্য পরিবেশন করে শিশু শিল্পী শ্রেয়সী রাজভি ইসলাম।

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় আরও সংগীত পরিবেশন করে Ocopot Bangla Band UK।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের সদস্য ও তাঁদের পরিবারের পক্ষ থেকে আনা ঘরে তৈরি ঐতিহ্যবাহী খাবার পরিবেশন করা হয়। মুড়ি চানাচুর, চটপটি, পিঠা, পুলি, পায়েস, শুঁটকিসহ বিভিন্ন ধরনের ভর্তা, সরিষা ইলিশ, বিরিয়ানী, সাদা ভাত, খিচুড়ি, ডাল কোন খাবারের কমতি ছিলনা। ঘরে তৈরি সুস্বাদু খাবার সকলে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করেছেন।

বিশেষ সম্মাননা পর্ব - 'মাস্টার শেফ' খেতাব: অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল "মাস্টার শেফ" সম্মাননা প্রদান। ঘরে তৈরি খাবার প্রস্তুতকারী ৩৩ জন সদস্য এবং পরিবারকে সংগঠনের লোগো সংবলিত পদক প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। এই পর্বটি পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ কামরুল হাসান এবং সমন্বয় করেন মেসবাহ উদ্দিন ইকো। উপস্থিত সবাই পর্বটি অত্যন্ত উপভোগ করেন।

উপদেষ্টা সম্মাননা:

উপদেষ্টাদের সংগঠনের জন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মঞ্চে ডেকে ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। তাঁরা হলেন হাবিব রহমান (অনুপস্থিত), এস বি ফারুক, মুহাম্মাদ আব্দুর রাকীব, আবু মুসা হাসান, নাজির উদ্দিন চৌধুরী বাবর এবং সোহুল আহমেদ মকু।

নতুন সদস্যদের স্বাগত:

মঞ্চে স্বাগত জানানো হয় নতুন নিবন্ধিত সদস্যদের। তাঁরা হলেন: রফিকুল ইসলাম (কম্পিউটার সায়েন্স), বিভা মোশাররফ (আইন), খালেদা জামান পূর্ণি (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), চৌধুরী রেজওয়ানা বাশার (মৃত্তিকা বিজ্ঞান) এবং ড. অধ্যাপক মশফিক উদ্দিন (ফাইন্যান্স), লিডস ইউনিভার্সিটি।

স্পন্সর সম্মাননা:

বর্ষবরণ অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য 'বৈশাখী' নামে একটি স্মরনীকা প্রকাশ করা হয়। বর্ষবরণ ১৪৩৩ উপলক্ষে প্রকাশিত বর্ণিল স্মরণিকাটি স্পন্সরদের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হয়। বিশেষভাবে মাহফুজা রহমান স্মরণিকাটির মোড়ক উন্মোচন করেন এবং অন্যান্য স্পন্সরবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন। স্মরণিকা প্রকাশনার স্পন্সরদের মঞ্চে আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্মাননা প্রদান করা হয়। তাঁরা হলেন: মাহফুজা রহমান, Advocacy for Green - সৈয়দ ইকবাল ও সৈয়দা তামান্না, LURIS VINCE Solicitors - নজির উদ্দিন চৌধুরী, Liberty Law Solicitors - সোহুল আহমেদ মকু এবং MQ Hassan Solicitors - এম কিউ হাসান।

সংগঠনের সাবেক নেতৃবৃন্দকে অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে সম্মাননা জানানো হয়। সাবেক সভাপতিদের স্বীকৃতিস্বরূপ মঞ্চে ডেকে ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। তাঁরা হলেন ব্যারিস্টার আনিসুর রহমান (অনুপস্থিত), দেওয়ান গৌস সুলতান, মারুফ চৌধুরী এবং প্রশান্ত পুরকায়স্থ BEM (অনুপস্থিত)। সাবেক সাধারণ সম্পাদকদেরও স্বীকৃতিস্বরূপ মঞ্চে ডেকে ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। তাঁরা হলেন: মারুফ চৌধুরী, মুহাম্মাদ আব্দুর রাকীব, ইসমাইল হোসেন এবং মেসবাহ উদ্দিন ইকো।

সাবেক কোষাধ্যক্ষদের স্বীকৃতিস্বরূপ মঞ্চে ডেকে ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। তাঁরা হলেন এম এ কালাম এবং সৈয়দ হামিদুল হক। এছাড়াও "Slum in Mega City" শীর্ষক গবেষণার মাধ্যমে পিএইচডি সম্পন্ন করায় সংগঠনের সদস্য ড. মুসফিকা আশরাফ-কে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে কমিউনির অনেক গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সভাপতি সিরাজুল বাছিত চৌধুরীর পক্ষে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মেজবাহ উদ্দিন ইকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সকল সদস্য, পরিবার, অতিথি, শিল্পী, স্বেচ্ছাসেবক, স্পন্সর ও সংগঠকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠানটির সফল সমাপ্তির জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। নববর্ষের কেক কেটে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

অনুষ্ঠান শেষে কারোই বাড়ি ফেরার তাড়া ছিলনা। নববর্ষ উদযাপনের এতো চমৎকার অনুষ্ঠানের রেশ দীর্ঘদিন মনে থাকবে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

হজের আগে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের উদ্যোগ

আসন্ন পবিত্র হজকে সামনে রেখে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের কর্মকর্তারা গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে কাজ করছেন। প্রতি বছর বিশ্বের লাখো মুসল্লি মক্কায় সমবেত হন, যা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গণসমাবেশ। এই ভিড়পূর্ণ পরিবেশে সংক্রামক রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি থাকে, তাই ভ্রমণের আগে যথাযথ স্বাস্থ্য প্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কাউন্সিল জানায়, যারা এ বছর হজ পালনের পরিকল্পনা করছেন, তাদের জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, প্রয়োজনীয় টিকা গ্রহণ এবং ব্যক্তিগত সুস্থতা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। বিশেষ করে মেনিনজাইটিস টিকা হজযাত্রীদের জন্য

বাধ্যতামূলক, যা যাত্রার অন্তত ১০ দিন আগে গ্রহণ করতে হয় এবং এটি গুরুতর সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা দেয়।

এছাড়াও বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিচ্ছেন:

❐ যাত্রার আগে জিপি বা স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করা

❐ গরম আবহাওয়া ও দীর্ঘ সময় হাঁটার জন্য শারীরিকভাবে প্রস্তুত থাকা

❐ নিয়মিত পানি পান ও হিটস্ট্রোক থেকে সুরক্ষা নেওয়া

❐ হাত ধোয়া এবং ভালো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা

বড় ধরনের জমায়েতে কারণে ইনফ্লুয়েঞ্জা, কোভিড-১৯সহ বিভিন্ন শ্বাসতন্ত্রের রোগ ছড়ানোর ঝুঁকি থাকে। তাই প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত টিকা গ্রহণ এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিশ্চিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ তথ্যসেশন

হজযাত্রীদের সহায়তায় একটি তথ্যভিত্তিক সেশন আয়োজন করা হয়েছে:

❐ স্থান: ব্রিক লেন মসজিদ

❐ দিন: শুক্রবার, ১৫ মে

এই সেশনে অংশগ্রহণকারীরা হজের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা, টিকা, ভ্রমণ নিরাপত্তা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের পক্ষ থেকে সবাইকে এই গুরুত্বপূর্ণ সেশনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে, যাতে তারা নিরাপদ ও সুস্থভাবে তাদের পবিত্র হজ পালন করতে পারেন।

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: https://orlo.uk/zOcoc

বেথনাল গ্রিনে সাশ্রয়ী আবাসন প্রকল্পে বড় অগ্রগতি: এমএএইচপি-এর প্রথম প্ল্যানিং এপ্লিকেশন জমা

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের উচ্চাভিলাষি আবাসন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মেয়রের অ্যাক্সেলারেটেড হাউজিং প্রোগ্রাম (এমএএইচপি)-এর অধীনে প্রথম পরিকল্পনা আবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে জমা দেওয়া হয়েছে। বেথনাল গ্রিন এলাকার একটি সাবেক ভিক্টোরিয়ান স্কুল সাইটকে ঘিরে এই প্রস্তাবনা তৈরি করা হয়েছে, যা কাউন্সিলের পক্ষ থেকে দ্রুতগতিতে প্রকৃত সাশ্রয়ী বাসস্থান নির্মাণের লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

স্থানীয় নির্বাচনের আগেই এই আবেদন জমা দেওয়া হয়, যা প্রমাণ করে যে এই কর্মসূচি কেবল পরিকল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং বাস্তবায়নের দিকেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। ৭ মে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় মেয়রের নেতৃত্বে এই উদ্যোগ আরও ধারাবাহিকতা পাবে এবং পরিকল্পনা থেকে নির্মাণ পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের এক্সিকিউটিভ মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "এই প্রথম প্ল্যানিং এপ্লিকেশন জমা দেওয়ার মাধ্যমে কাউন্সিলের লক্ষ্য বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ সম্পন্ন হয়েছে।" তিনি উল্লেখ করেন, "কাউন্সিলের নিজস্ব জমিতে দ্রুতগতিতে প্রকৃত সাশ্রয়ী আবাসন নির্মাণের জন্যই এই প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছিল এবং বেথনাল গ্রিনের এই প্রকল্পটি নতুন বাসস্থান ও কমিউনিটি সুবিধা একসঙ্গে কীভাবে প্রদান করা সম্ভব, তার একটি দৃষ্টান্ত।"

এই প্রকল্পটি ম্যাথিউ লয়েড আর্কিটেক্টস-এর নেতৃত্বে, মেইজ কনসাল্ট এবং স্পিয়ার ২৫-এর সহযোগিতায় তৈরি করা হয়েছে এবং এটি এমএএইচপি-এর অধীনে প্রথম প্রকল্প যা পরিকল্পনার স্তরে পৌঁছেছে। পুরো কর্মসূচির মাধ্যমে টাওয়ার হ্যামলেটস জুড়ে কাউন্সিলের মালিকানাধীন অন্তত ৩৭টি সাইটে প্রায় ৩,৩০০ নতুন বাড়ি-ঘর দ্রুত নির্মাণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগটি লন্ডন এবং টাওয়ার হ্যামলেটসের তীব্র আবাসন সংকট মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

বেথনাল গ্রিন প্রকল্পে মোট ৪৪টি নতুন ফ্ল্যাট বা বাসস্থান নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে, যার মধ্যে ৬০ শতাংশেরও বেশি হবে সাশ্রয়ী ভাড়ার। পরিবারভিত্তিক (ফ্যামিলি সাইজ ফ্ল্যাট) এবং প্রতিবন্ধী-বান্ধব সহজপ্রবেশযোগ্য (এক্সেসিবল) ঘরের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী একই এলাকায় বসবাস চালিয়ে যেতে পারেন। উন্নয়নটি দুইটি ভবনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। একটি অংশে ঐতিহ্যবাহী ভিক্টোরিয়ান স্কুল ভবনকে সংরক্ষণ করে সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হবে, যেখানে ২০টি আবাসন তৈরি করা হবে। অন্যদিকে, একটি নতুন পাঁচতলা ভবনে ২৪টি সোশ্যাল রেন্ট বাসা তৈরি করা হবে, পাশাপাশি থাকবে এক হাজার বর্গমিটারেরও বেশি কমিউনিটি স্পেস। প্রকল্পটির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে একটি নতুন আইডিয়া স্টোর এবং রেসিডেন্টস' হাব, যা স্থানীয় জনগণের জন্য শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং কাউন্সিলের বিভিন্ন সেবায় সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে। এর পাশাপাশি একটি ওয়ান স্টপ শপও গড়ে তোলা হবে, যার মাধ্যমে বাসিন্দারা এক জায়গা থেকেই প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

ভবনের নিচতলায় বহুমুখী ব্যবহারযোগ্য শেখার স্থান রাখা হয়েছে, যা ভবিষ্যতের কমিউনিটি প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা যাবে, আর পড়াশোনা, মিটিং এবং কমিউনিটি কার্যক্রমের জন্য উপরের স্তরগুলোতে ছোট ছোট কক্ষ থাকবে।

নকশাগতভাবে প্রকল্পটি পুরনো ঐতিহাসিক স্থাপনা এবং আধুনিক স্থাপত্যের সমন্বয়ে তৈরি, যেখানে আলো-বাতাস এবং মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য আঙিনাভিত্তিক (কোর্টইয়ার্ড) বিন্যাস রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে আশপাশের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভবনের উচ্চতা ও কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে আবাসন সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি এলাকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য বজায় থাকে।

ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইনের মাধ্যমে পরিবেশগত উন্নয়ন এবং জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধির ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যা এই সাইটকে একটি সবুজ ও বাসযোগ্য কমিউনিটি সম্পদে রূপান্তর করবে।

এই প্রকল্পটি এখন পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য বিবেচনাধীন রয়েছে এবং ২০২৬ সালের গ্রীষ্মে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসার সম্ভাবনা রয়েছে। বেথনাল গ্রিনের এই উদ্যোগটি এমএএইচপি কর্মসূচির বাস্তব অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে ভবিষ্যতের প্রকল্পগুলোর পথপ্রদর্শক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মেডিসিন অধ্যয়নে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের দক্ষতা অর্জনের দিনব্যাপী বিশেষ শিক্ষা মূলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

খালেদ মাসুদ রনিঃ লন্ডনে মেডিসিন অধ্যয়নে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য দিনব্যাপী বিশেষ শিক্ষা মূলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেডিস্পুনের আয়োজনে গত রবিবার ইস্ট লন্ডনের কমার্শিয়াল রোডের এক্সে টিউটর এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালার মাধ্যমে স্বপ্নের ডাক্তার হওয়ার পথে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিলো MEDISPOON LAUNCHPAD । গতকালের প্রশিক্ষনে অংশ নেন ইয়ার-৯ থেকে ইয়ার- ১২ এর শতাধিক শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। যাদের সবার লক্ষ্য একটাই, ভবিষ্যতে ডাক্তার হওয়া। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলা এই ফ্রি ইভেন্টে মেডিকেল স্কুলে ভর্তির বিভিন্ন ধাপ নিয়ে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

MEDISPOON হলো যুক্তরাজ্যভিত্তিক একটি বিশেষজ্ঞ UCAT প্রস্তুতি প্ল্যাটফর্ম, যা NHS ডাক্তার ও অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদদের মাধ্যমে পরিচালিত। বিশেষভাবে যুক্তরাজ্যের মেডিকেল স্কুলে আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের জন্য। প্ল্যাটফর্মটিতে রয়েছে ৫০ হাজারেরও বেশি অনুশীলনী প্রশ্ন, ৩৫০টির বেশি ভিডিও লেসন, মক পরীক্ষা, ইন্টারভিউ প্রস্তুতি এবং অ্যানালিটিঙ ড্যাশবোর্ড এবং সমন্বিত ইন্টারভিউ প্রস্তুতি, সবকিছু একটি সংযুক্তপ্ল্যাটফর্মে। কিন্' মেডিস্পুনকে সবচেয়ে আলাদা করে তোলে এরমিশন। মেডিস্পুনের প্রতিষ্ঠাতা আনিস জামানের সভাপতিত্বে ও মেডিস্পুনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ইমন আহমেদের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন, ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের ক্লিনিক্যাল লেকচারার ডা. মনজুর শওকত, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডা. ক্রিস ইমাফিডন এবং প্রফেসর জোনাথন ওমানি। ইভেন্ট অংশগ্রহণকারী মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মিনারা সুলতানা প্রমূখ।

মেডিস্পুনের প্রতিষ্ঠাতা আনিস জামান বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি, ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হওয়া উচিত পরিশ্রমআর নিষ্ঠার উপর ভিত্তি করে, পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য বা কোনস্কুলে পড়েছ তার উপর নয়। MEDISPOON সেই বিশ্বাস থেকেই জন্মনিয়েছে।"

এই বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা যায় মেডিস্পুনের প্রতিটি সিদ্ধান্তে। ফ্রিস্কুল মিলস (FSM) শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্ল্যাটফর্মঅ্যাক্সে। এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে, মেডিকেল স্কুলে ভর্তির পরসম্পূর্ণ সাবস্ক্রিপশন ফি ফেরত - যুক্তরাজ্যে এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়াএকমাত্র UCAT প্ল্যাটফর্ম এটি।

দিনটি ছিল পুরোপুরি প্যাকড। ৫০ জন ইয়ার ১২-এর শিক্ষার্থী, ৮০জন ইয়ার ৯ থেকে ১১-এর শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকেরা মিলেএকটি প্রাণবন্ত পরিবেশ তৈরি করেছিলেন।

ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের ক্লিনিক্যাল লেকচারার ডা. মনজুরশওকত শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরলেন মেডিকেল স্কুলে ভর্তিরবাস্তব চিত্র। অ-লেভেলে A*A*A*-এর লক্ষ্যমাত্রা, UCAT স্কোরেরগুরুত্ব, গগও ইন্টারভিউ প্রস্তুতি এবং কার্যকর ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্সেরপথ - সবকিছু নিয়ে তিনি দিলেন সরাসরি ও বাস্তবভিত্তিক পরামর্শ।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডা. ক্রিস ইমাফিডন এবংপ্রফেসর জোনাথন ওমানির উপস্তিতি ইভেন্টটিকে এক অনন্য মাত্রাদিয়েছিল। কিংস কলেজ লন্ডন, ইম্পেরিয়াল এবং UCL-এর বর্তমানমেডিকেল শিক্ষার্থীরা গগও মক ইন্টারভিউ পরিচালনা করলেন এবংপার্সোনাল স্টেটমেন্ট পর্যালোচনা করলেন। তারা নিজেরা যে পথপেরিয়ে এসেছেন, সেই পথের আলো ছড়িয়ে দিলেন পরের প্রজন্মেরকাছে।

ইভেন্ট শেষে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মুখে ছিল সন্তুষ্টির ছাপ।

মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান বললেন, "UCAT এবং মেডিকেল ক্ষেত্রসম্পর্কে অনেক দরকারি তথ্য ও সাহায্য পেয়েছি। অত্যন্ত সহায়কছিল।"

মিনারা সুলতানা বললেন, "ইয়ার ১২-এর শিক্ষার্থীদের মেডিকেলস্কুলে আবেদনের প্রস্তুতির জন্য অনেক ব্যবহারিক সম্পদসহ অত্যন্তসুসংগঠিত একটি ইভেন্ট।"

দীপান্বিতা হক জানালেন, "মেডিসিনে আবেদনের পুরো যাত্রা সম্পর্কেঅত্যন্ত তথ্যবহুল ছিল।"

ইভেন্টে MEDISPOON তিনটি বড় ঘোষণা দেয় যা উপস্তি সকলকেউৎসাহিত করে।

মেডিস্পুনের লাইফটাইম মেন্টরড প্ল্যান, যার স্বাভাবিক মূল্য £৭৯৫, সেটি মাত্র £২৯৯-তে ১০০ জন শিক্ষার্থীর জন্য অফার করা হয়। এই১০০টি স্পট দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ নেওয়া হয়ে যায়। এছাড়াওআনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয় MEDISPOON রেফারেল প্রোগ্রাম - যেখানে কোনো শিক্ষার্থী বন্ধুকে রেফার করলে উভয়পক্ষই বিশেষসুবিধা পাবেন। এবং সকল উপস্'িত অংশগ্রহণকারী পানমেডিস্পুনের সকল প্ল্যানে ৫০% বিশেষ ছাড়।

দিন শেষে যখন শিক্ষার্থীরা বাড়ি ফিরছিল, তখন তাদের হাতে ছিলঅংশগ্রহণের সার্টিফিকেট, মনে ছিল নতুন আত্মবিশ্বাস এবং চোখেছিল আরও স্পষ্ট স্বপ্ন।

মেডিস্পুনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ইমন আহামেদ বলেন, "আজকের এই ইভেন্ট আমাদের কাছে শুধু একটি দিন নয়। এটিপ্রমাণ করে যে সঠিক সুযোগ পেলে আমাদের কমিউনিটির প্রতিটিশিক্ষার্থী ডাক্তার হওয়ার যোগ্য। MEDISPOON সেই সুযোগ তৈরিকরতে প্রতিদিন কাজ করে যা"ছ।"

MEDISPOON LAUNCHPAD ছিল কেবল একটি শুরু। যুক্তরাজ্যেরবাংলাদেশি ও দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির পরবর্তী প্রজন্মের ডাক্তারেরাআজ এক ধাপ এগিয়ে গেছেন তাদের স্বপ্নের দিকে।

NHS

রিপিট প্রেসক্রিপশন?

রিপিট প্রেসক্রিপশনের অর্ডার দেওয়ার সময়
দেখে নিন আপনার কাছে কতটুকু ওষুধ বাকি আছে।

শুধু যতটুকু দরকার
ততটুকুই অর্ডার করুন

অব্যবহৃত ওষুধে NHS-এর প্রতি বছর প্রায় £300 মিলিয়ন খরচ হয়।

লন্ডনে মানবিক সংস্থা হিন্দু এইড ইউকের বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত

মতিয়ার চৌধুরী লন্ডনঃ শনিবার ৯মে ২০২৬ হিন্দু এইড ইউকে'র বার্ষিক সাধারন সভা লন্ডনের হায়দ্রাবাদ প্যারাডাইসে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ট্রাস্টি, সমন্বয়কারী, স্বেচ্ছাসেবক, সমর্থক এবং কমিউনিটির সদস্যরা বিগত বছরে সংস্থার, অর্জন,অবদান ইত্যাদি পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি আলোচনা করতে একত্রিত হন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী অনুপম সাহা, সভার আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রমের শুরুতে প্রধান সমন্বয়কারী ডঃ সুকান্ত মৈত্র উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন। ডঃ সুকান্ত সংস্থাটির মূলনীতি, "মানবতার সেবাই ঈশ্বরের সেবা,"-এর ওপর আলোকপাত করেন এবং উপস্থিত সকল ও স্বেচ্ছাসেবকদের তাঁদের নিরন্তর নিষ্ঠা ও সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বাবু অনুপম সাহা সংস্থাটির অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন এবং এর স্বেচ্ছাসেবী-চালিত কাঠামো ও স্বার্থের সংঘাত ছাড়াই কমিউনিটির সেবা করার প্রতিশ্রুতির ওপর জোর দেন। সাবেক প্রধান সমন্বয়কারী জনাব মিহির সরকার কোভিড-১৯ সময়কালে হিন্দু এইড ইউকে-র সূচনালগ্ন নিয়ে আলোচনা করেন এবং তখন থেকে সংস্থাটি কীভাবে তার মানবিক ও কমিউনিটি-ভিত্তিক কার্যক্রম প্রসারিত করে চলেছে, তার রূপরেখা তুলে ধরেন।বাবু অনুপম সাহা কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে, সংস্থাটি ২০২৫ সাল জুড়ে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরা হয়, যার মধ্যে রয়েছে:

- সহযোগী সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় সামাজিক তহবিল সংগ্রহ ও কল্যাণমূলক অনুষ্ঠান
- ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলোর জন্য ত্রাণ সহায়তা
- শিশুদের জন্য শিক্ষা ও খাদ্য সহায়তা প্রকল্প
- শীতকালীন তহবিল সংগ্রহ কার্যক্রম
- জরুরি মানবিক সহায়তা উদ্যোগ
- নারীদের কল্যাণ ও স্বাস্থ্যবিধি সহায়তা কর্মসূচি

সংস্থার কোষাধ্যক্ষ শ্রী সোজয় সাহা

পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধির চিত্র তুলে ধরে বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। শ্রী অজিত সাহা সংস্থার বেশ কিছু ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের রূপরেখা তুলে ধরেন, যার মধ্যে রয়েছে সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তি ও পরিবারকে সহায়তা প্রদান, সংকট ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা, বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তিকরণকে উৎসাহিত করা এবং বৃহত্তর সামাজিক সংগঠনগুলোর সাথে সহযোগিতা জোরদার করা।

তিনি তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠান এবং দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক সহায়তা উদ্যোগের গুরুত্ব সম্পর্কেও কথা বলেন। মিস সুচিস্মিতা মৈত্র তরুনদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং একটি যুব-কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। মিঃ সুজিত সেন বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একত্রিত করতে এবং সামাজিক উদ্যোগে যুবকদের জোরালো অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের গুরুত্ব সম্পর্কে তার পরামর্শ তুলে ধনে।

শ্রী শান্তনু দাস গুপ্ত ভারতে স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহ এবং বিনামূল্যে স্কুলের খাবারসহ সফল বৈদেশিক প্রকল্পগুলোর কথা বর্ণনা করেন। শ্রী কমল সাহা কমিউনিটি অংশীদারদের সহযোগিতায় আয়োজিত সাম্প্রতিক ৫কে রাইজ অ্যান্ড রান সুস্থতা অনুষ্ঠানের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন, যেখানে প্রায় ১০০ জন অংশগ্রহণকারী অংশ নিয়েছিলেন। তিনি সামাজিক সম্পৃক্ততা জোরদার করার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কার্যক্রমের গুরুত্ব তুলে ধরেন। শ্রী সৈকত দত্ত হিন্দু এইড ইউকে দ্বারা লালিত সামাজিক চেতনার প্রশংসা করেন এবং সুস্থতা ও সামাজিক সংযোগকে উৎসাহিত করে এমন আরও উদ্যোগ গ্রহণের জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। শ্রী অধীর দাস শিক্ষামূলক ও প্রচারমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে তরুণদের সমর্থন এবং সামাজিক সচেতনতা ও সম্পৃক্ততা জোরদার করার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। ব্যারিস্টার শুভগত দে সংগঠনটির অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সম্মানজনক পরিবেশের প্রশংসা করেন এবং সকলের ধারণা ও অবদানকে সমানভাবে মূল্যায়ন করার প্রতি এর অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করেন। তিনি আইনি নির্দেশনা ও ওকালতির কাজের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। শ্রী রঞ্জিত সাহা সদস্যদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ও তহবিল সংগ্রহের প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রচার, সামাজিক সম্পৃক্ততা এবং জনসমর্থন বাড়িয়ে সংগঠনটির পরিধি প্রসারিত করতে সাহায্য করার জন্য উৎসাহিত করেন। বাবু শ্যামল দত্ত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং আরও বেশি মানুষকে সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করতে উৎসাহিত করার গুরুত্ব তুলে ধরেন। জনাব রয়্যাল মিত্র ঐক্য ও সম্মিলিত অংশগ্রহণের গুরুত্বের ওপর জোর দেন। এবং বৃহত্তর সামাজিক নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করা। শ্রী অভিজিৎ দেব সহ বেশ কয়েকজন অংশগ্রহণকারী,

মিঃ বিশন মজুমদার, মিঃ ঝোটন শীল, মিঃ উত্তম দে, মিঃ প্রসেনজিৎ কে পল, মিঃ পঙ্কজ ঘোষ, মিঃ অম্লান রক্ষিত মিঃ দিলীপ হালদার, মিঃ পাপ্পু সাহা, মিঃ পিল্টন দে, মিঃ প্রভাংশু মজুমদার, মিঃ মানিক সাহা, মিঃ অমিতাভ বণিক এবং শ্রী রূপম সাহা সংস্থাটির কাজের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যৎ সামাজিক ও দাতব্য উদ্যোগে আরও সম্পৃক্ত হওয়ার ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহের কথা প্রকাশ করেছেন।সভায় জনাব অজিত সাহা নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি এবং নতুন ট্রাস্টি বোর্ড এর নাম ঘোষণা করেন। সকল স্বেচ্ছাসেবক, দাতা, সদস্য এবং সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বার্ষিক সাধারণ সভাটি সমাপ্ত হয় , যাঁরা হিন্দু এইড ইউকে'র বৃদ্ধি ও প্রভাবে এবং সেবা, সহানুভূতি ও সম্মিলিত কর্মের মাধ্যমে কমিউনিটিকে সহায়তা করার লক্ষ্যে ক্রমাগত অবদান রেখে যাচ্ছেন।

আমরা সবাই মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য পদক্ষেপ নিতে পারি

মে মাসের প্রথম দুই সপ্তাহজুড়ে টাওয়ার হ্যামলেটস-এ মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। ৪ থেকে ১০ মে পর্যন্ত উদযাপিত হচ্ছে মাতৃত্বকালীন মানসিক স্বাস্থ্য সপ্তাহ (ম্যাটার্নাল মেন্টাল হেলথ উইক), আর ১১ থেকে ১৭ মে পর্যন্ত চলছে মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা সপ্তাহ (মেন্টাল হেলথ এওয়ারনেস উইক)।

এ বছরের মূল বার্তা হলো 'এ্যাকশন' বা পদক্ষেপ নেওয়া - এর মানে নিজের জন্য, অন্যের জন্য এবং সবার জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে ছোট ছোট হলেও ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া।

এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে "হেলদি টাওয়ার হ্যামলেটস" ক্যাম্পেইন চালু করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, এমন পাঁচটি প্রতিরোধযোগ্য ঝুঁকির বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা, যেগুলো দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে জড়িত। এর মধ্যে অন্যতম হলো মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি। ক্যাম্পেইনটি শুধু তথ্য দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি মানুষকে বাস্তব পরিবর্তনের

দিকে উৎসাহিত করছে, যেন তারা নিজেদের জীবনধারায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে।

এই ক্যাম্পেইনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো স্থানীয় মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা তুলে ধরা। এর মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সমাজে যে লজ্জা বা ভুল ধারণা আছে, তা কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এই ক্যাম্পেইনের মুখ হিসেবে আছেন স্থানীয় বাসিন্দা মমতাজ। সন্তান জন্মের পর তিনি মানসিকভাবে কঠিন সময় পার করেছিলেন। তিনি জানান, সেই সময় তিনি জিপির মাধ্যমে থেরাপি গ্রহণ করেন, যা তাকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, নিজের যত্ন নেওয়ার অংশ হিসেবে তিনি একটি ফিটনেস ক্লাসে যোগ দেন এবং এখন নিয়মিতভাবে প্রতি সপ্তাহে সেখানে অংশ নেন।

মমতাজের গল্প অনেকের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করছে। এটি দেখায় যে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলা এবং সাহায্য চাওয়া দুর্বলতা নয়, বরং এটি একটি সাহসী সিদ্ধান্ত।

এই দুই সপ্তাহের কার্যক্রম মানুষকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে মানসিক স্বাস্থ্য সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ছোট ছোট পদক্ষেপ, যেমন কারও সাথে কথা বলা, সাহায্য চাওয়া বা নিজের জন্য সময় বের করা, বড় পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে।

ভিডিওটি দেখতে হলে ভিজিট করুনঃ www.youtube.com/watch?v=PuNqsOsoIXE

মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকলে শুধু ব্যক্তি নয়, পুরো পরিবার এবং সমাজও আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

ওশান এস্টেট বাসিন্দাদের জন্য উচ্চশিক্ষায় ৩,০০০ পাউন্ড পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা

টাওয়ার হ্যামলেটস্ বারার ওশান এস্টেট এলাকার বাসিন্দাদের জন্য উচ্চশিক্ষায় সহায়তা করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি হয়েছে।

২০২৬/২০২৭ শিক্ষাবর্ষে যারা বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি, হায়ার ন্যাশনাল ডিপ্লোমা (এইচএনডি) বা পোস্টগ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তি হয়েছেন বা শিগগিরই শুরু করবেন, তারা এই বুরসারি বা আর্থিক অনুদানের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষার্থীরা সর্বোচ্চ ৩,০০০ পাউন্ড পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন, যা তাদের পড়াশোনার খরচ, বইপত্র, যাতায়াত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটাতে সাহায্য করবে।

আবেদন করার জন্য কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। আবেদনকারীদের অবশ্যই টাওয়ার হ্যামলেটসে গত তিন বছর ধরে বসবাস করতে হবে এবং আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ পর্যন্ত ওশান এস্টেট এলাকায় বসবাস অব্যাহত রাখতে হবে। এছাড়া ২০২৬/২০২৭

শিক্ষাবর্ষে উচ্চশিক্ষা কোর্সে ভর্তি থাকা বা ভর্তি হওয়ার পরিকল্পনা থাকতে হবে। আবেদনকারীদের যুক্তরাজ্যে সাধারণভাবে বসবাসকারী হতে হবে এবং এখানে স্থায়ীভাবে থাকার অধিকার থাকতে হবে। এই শর্তগুলো নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্থানীয় শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

এই বৃত্তি কার্যক্রমে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তাদের, যারা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কুইন মেরি ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন - এ পড়াশোনা করতে চান বা সেখানে ভর্তি আছেন। এটি স্থানীয় শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বড় সুযোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে, কারণ এটি উচ্চমানের শিক্ষা গ্রহণের পথে আর্থিক বাধা কিছুটা হলেও কমিয়ে দেয়।

ওশান এস্টেট এলাকায় বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের জন্য এই বার্সারি শুধু আর্থিক সহায়তা নয়, বরং একটি উৎসাহও বটে। অনেক সময় উচ্চশিক্ষার খরচ পরিবারগুলোর জন্য চাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, আর এই ধরনের সহায়তা শিক্ষার্থীদের তাদের লক্ষ্য অর্জনে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে।

আবেদন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এবং শেষ তারিখ অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সময়মতো তথ্য দেখে আবেদন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা এই সুযোগটি কাজে লাগাতে পারেন। ভিজিট করুনঃ www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/education_and_learning/school_finance_and_support/student_finance/Ocean_Estate_Bursary_Scheme.aspx

কাউন্সিল ভাড়াটে ও লিজহোল্ডারদের জন্য বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের সুযোগ

টাওয়ার হ্যামলেটস-এর কাউন্সিল ভাড়াটে এবং লিজহোল্ডারদের জন্য ২০২৬ সালে আবারও শুরু হচ্ছে রেসিডেন্ট ট্রেনিং প্রোগ্রাম। এই উদ্যোগের মাধ্যমে বাসিন্দারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন। এর মূল উদ্দেশ্য হলো দৈনন্দিন জীবনকে আরও সহজ করা, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি করা এবং স্থানীয় কমিউনিটিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহিত করা।

এই প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে হাউজিং অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা, ভবন নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা, কমিউনিটি নেতৃত্বের দক্ষতা, কমিউনিটি ভবন ও স্থানীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন। কিছু কোর্স এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেগুলো সম্পন্ন করলে অংশগ্রহণকারীরা জাতীয়ভাবে স্বীকৃত সার্টিফিকেট অর্জন করতে পারবেন, যা ভবিষ্যতের শিক্ষা বা কর্মজীবনের জন্য সহায়ক হতে পারে।

এছাড়া যারা ইতিমধ্যে রেসিডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত আছেন বা ভবিষ্যতে যুক্ত হওয়ার কথা ভাবছেন, তাদের জন্য আলাদা একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এসব সেশনে শেখানো হবে কীভাবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মিটিং পরিচালনা করা যায়, কীভাবে আর্থিক বিষয়গুলো সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করতে হয়, কীভাবে স্থানীয় কমিউনিটি ইভেন্ট আয়োজন করা যায় এবং ভাড়াটে হিসেবে নিজের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে আরও কার্যকরভাবে কাজ করা যায়। একই সঙ্গে কীভাবে বাড়ির মালিক বা হাউজিং ব্যবস্থাপনার কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়, সে বিষয়েও দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে।

এই উদ্যোগটি শুধু ব্যক্তিগত দক্ষতা বাড়ানোর জন্য নয়, বরং একটি শক্তিশালী ও সচেতন কমিউনিটি গড়ে তোলার লক্ষ্যেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বাসিন্দারা নিজেদের জীবনমান উন্নত করতে পারবেন এবং স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আরও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অংশ নিতে পারবেন।

এই প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য Resident.engagement@towerhamlets.gov.uk এই ইমেইলে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের মার্কেটে ফিরছে ইয়াং ট্রেডার্স স্কিম, তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য বড় সুযোগ

টাওয়ার হ্যামলেটসের তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য আবারও ফিরে এসেছে “ইয়াং ট্রেডার্স মার্কেট” স্কিম, যা ১৬ থেকে ৩০ বছর বয়সী তরুণদের ব্যবসার আইডিয়াকে বাস্তব রূপ দেওয়ার একটি দারুণ সুযোগ তৈরি করছে। যাদের নিজের কোনো ব্যবসার ধারণা আছে বা ইতিমধ্যে ছোট পরিসরে ব্যবসা করছেন, তারা খুব সহজেই এই উদ্যোগে অংশ নিয়ে বাস্তব মার্কেট পরিবেশে নিজের পণ্য বিক্রি করতে পারবেন।

মাত্র ১০ পাউন্ড ফি দিয়ে অংশগ্রহণকারীরা টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্দিষ্ট মার্কেটে স্টল নিয়ে ট্রেড বা ব্যবসা করার সুযোগ পাবেন। এটি নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য কম ঝুঁকির একটি প্ল্যাটফর্ম, যেখানে তারা সরাসরি ক্রেতাদের সামনে তাদের পণ্য উপস্থাপন করতে পারবেন এবং ব্যবসার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন।

এই স্কিমের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা হাতে তৈরি পণ্য, পোশাক, খাবার বা যেকোনো বৈধ পণ্য বিক্রি করতে পারবেন। তাদের জন্য একটি নির্ধারিত স্টল দেওয়া হবে এবং ব্যবসা শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনাও প্রদান করা হবে, যেমন কীভাবে স্টল সাজাতে হবে, কীভাবে ক্রেতাদের আকর্ষণ করতে হবে এবং কীভাবে বিক্রয় বাড়ানো যায়।

কিছু কিছু মার্কেটে স্টল সেটআপের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও সরবরাহ করা হতে পারে। তবে যাদের নিজস্ব স্টল বা সেটআপ আছে, তারা সেটিও ব্যবহার করতে পারবেন। যারা গরম খাবার বিক্রি করতে চান, তাদের অবশ্যই ফুড হাইজিন সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং বৈধ ফুড হাইজিন রেটিং সম্পন্ন হতে হবে।

এই উদ্যোগ তরুণদের জন্য শুধু ব্যবসা শুরু করার সুযোগই নয়, বরং আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার একটি

প্ল্যাটফর্ম হিসেবেও কাজ করে। বাস্তব পরিবেশে বিক্রি করার মাধ্যমে তারা শিখতে পারবেন কীভাবে গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়, কীভাবে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হয় এবং কীভাবে একটি ছোট ব্যবসাকে ধীরে ধীরে বড় করে তোলা যায়।

স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি এই স্কিম নতুন প্রজন্মের উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করছে, যাতে তারা নিজেদের আইডিয়াকে বাস্তব ব্যবসায় রূপ দিতে পারে। তবে স্থান সীমিত থাকায় আগ্রহীদের দ্রুত অংশ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

সব মিলিয়ে, ইয়াং ট্রেডার্স স্কিম টাওয়ার হ্যামলেটসের তরুণদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ, যেখানে কম খরচে এবং নিরাপদ পরিবেশে ব্যবসা শুরু করার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব।

ইয়াং ট্রেডার্স স্কিম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/business/markets/markets_in_tower_hamlets.aspx

ওয়েলস পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ইঞ্জিনিয়ার হারুন-অর-রশিদ

যুক্তরাজ্যের মূলধারার রাজনীতিতে ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের জয়জয়কার থাকলেও ওয়েলস পার্লামেন্টে (সেনেড কামরি) এখনও কোনো বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সদস্য নির্বাচিত হতে পারেননি।

ব্রিটিশ বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার মোঃ হারুন-অর-রশিদ আসন্ন Senedd election 2026-G Welsh Liberal Democrats-এর মনোনীত প্রার্থী হিসেবে এমপি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সিলেটের ওসমানীনগরের তাজপুর ইউনিয়নে মোল্লাপাড়া গ্রামে জন্ম হারু - অর - রশীদের । ধুলোমাখা গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে ওঠা তাঁর। পড়াশোনা ও কর্মজীবনের উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্যে আসেন। শুরুতে সংগ্রাম ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে ব্যবসা, কমিউনিটি কাজ ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি।

রাজনৈতিক উত্তারিধাকার নিয়েই পথচলা শুরু, ছোটবেলা থেকেই পড়ালেখার পাশাপাশি ছাত্ররাজনীতিতে জড়িত ছিলেন তিনই। নেতৃত্ব তাঁর স্বভাবজাত, স্কুল ক্যাপ্টেন থেকে শুরু, কলেজ ছাত্র সংসদে ভিপি, জিএস নির্বাচন করেছেন হারুন। সমানুষের জন্য কাজ করার অদম্য সেই প্রয়াস, প্রবাসে ও ধারণ করে চলেছেন, দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিটির সঙ্গে যুক্ত থেকে অনুধাবন করেছেন অনেক সমস্যার স্থায়ী সমাধান নীতিনির্ধারণের পর্যায়ে থেকেই সম্ভব। আর সেই কারণেই নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে ভূমিকা রাখতে সংসদ নির্বাচন কে বেছে নিয়েছেন।

মূলত তিনটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি নির্বাচনী সাওয়ার হয়েছেন, মানসম্মত শিক্ষা, সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা এবং শক্তিশালী স্থানীয় অর্থনীতি। এছাড়া ছোট ব্যবসা, অভিবাসী কমিউনিটি এবং তরুণদের উন্নয়ন নিয়েও কাজ করতে চান হারুন

তিনি বলেন, আমাদের কমিউনিটি অনেক অবদান রাখছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে থাকে। আমি চাই তাদের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত হোক-শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তায়। নতুন প্রজন্মকে দক্ষ ও আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।আমি বিভিন্ন সংগঠন, চ্যারিটি ও সামাজিক উদ্যোগের সঙ্গে কাজ করেছি। এই অভিজ্ঞতা আমাকে মানুষের প্রয়োজন বুঝতে সাহায্য

করেছে এবং বাস্তবসম্মত সমাধান ভাবতে শিখিয়েছে।

পাশাপাশি সাংবাদিকতা আমাকে মানুষের কথা শুনতে ও সত্য তুলে ধরতে শিখিয়েছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এটি আমার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবভিত্তিক করেছে।

আর তরুণদের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। তারা যেন সচেতনভাবে ভোট দেয় এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ার দায়িত্ব নেয়। আমি তাদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করতে চাই।

আমি চাই একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে তুলতে, যেখানে সবাই সমান সুযোগ পাবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

কমি৭নিটির উদ্দেশ্য বলেন, আমি আপনাদেরই একজন। আপনাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়েই আমি এগিয়ে যেতে চাই। আপনাদের সমর্থন পেলে আমি আপনাদের কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করবো।

উল্লেখ্য এবার ওয়েলস পার্লামেন্ট (সেনেডের)আসন” সংখ্যা ৬০ থেকে বাড়িয়ে ৯৬ করা হয়েছে এবং নতুন নির্বাচনী পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে,

১৯৯৯ সালে ওয়েলস পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত কোনো বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্যক্তি ‘মেম্বার অব দ্য সেনেড’ (এমএস) হিসেবে নির্বাচিত হননি।স্বল্প জাতিগত বৈচিত্র্য: বিদায়ী ষষ্ঠ সেনেডে (২০২১-২০২৬) ৬০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৩ জন (৫%) ছিলেন সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর। এর মধ্যে ভন গেথিং (সাবেক ফার্স্ট মিনিস্টার), নাতাশা আসগর এবং আলতাফ হুসাইন অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তাদের কেউই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নন।

২০২৬-এর প্রার্থী তালিকা: আসন্ন নির্বাচনে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর তালিকায় কিছু বাংলাদেশি নাম লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে কার্ডিফ ও সোয়ানসি অঞ্চলের তালিকায় হারুন-অর - রশিদ ও দিলওয়ার আলী-র মতো প্রার্থীরা নির্বাচন করছেন।

ওয়েলসে বাংলাদেশিরা পিছিয়ে থাকলেও ব্রিটেনের অন্য অংশে চিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন: ব্রিটিশ পার্লামেন্ট: রুশনারা আলী, টিউলিপ সিদ্দিক, রূপা হক ও আফসানা বেগমের মতো চারজন দাপুটে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নারী ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দীর্ঘ দিন ধরে প্রতিনিধিত্ব করছেন।

২০২১ সালে ফয়সল চৌধুরী প্রথম ব্রিটিশ-বাংলাদেশি হিসেবে স্কটিশ পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়ে ইতিহাস গড়েন।

২০২৬ সালের এই নির্বাচনে সেনেডের আসন সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য সুযোগ বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে ওয়েলসের বাংলাদেশি কমিউনিটি নেতাদের মতে, শুধুমাত্র প্রার্থী হওয়াই যথেষ্ট নয়; রাজনৈতিক দলগুলোকে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যোগ্য প্রার্থীদের তালিকার উপরের দিকে স্থান দিতে হবে যাতে তাদের নির্বাচিত হওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা তৈরি হয়।

আগামী ৭ মে-র নির্বাচনই বলে দেবে, ওয়েলস পার্লামেন্টের দরজায় শেষ পর্যন্ত কোনো বাংলাদেশির নামফলক উঠবে কি না।

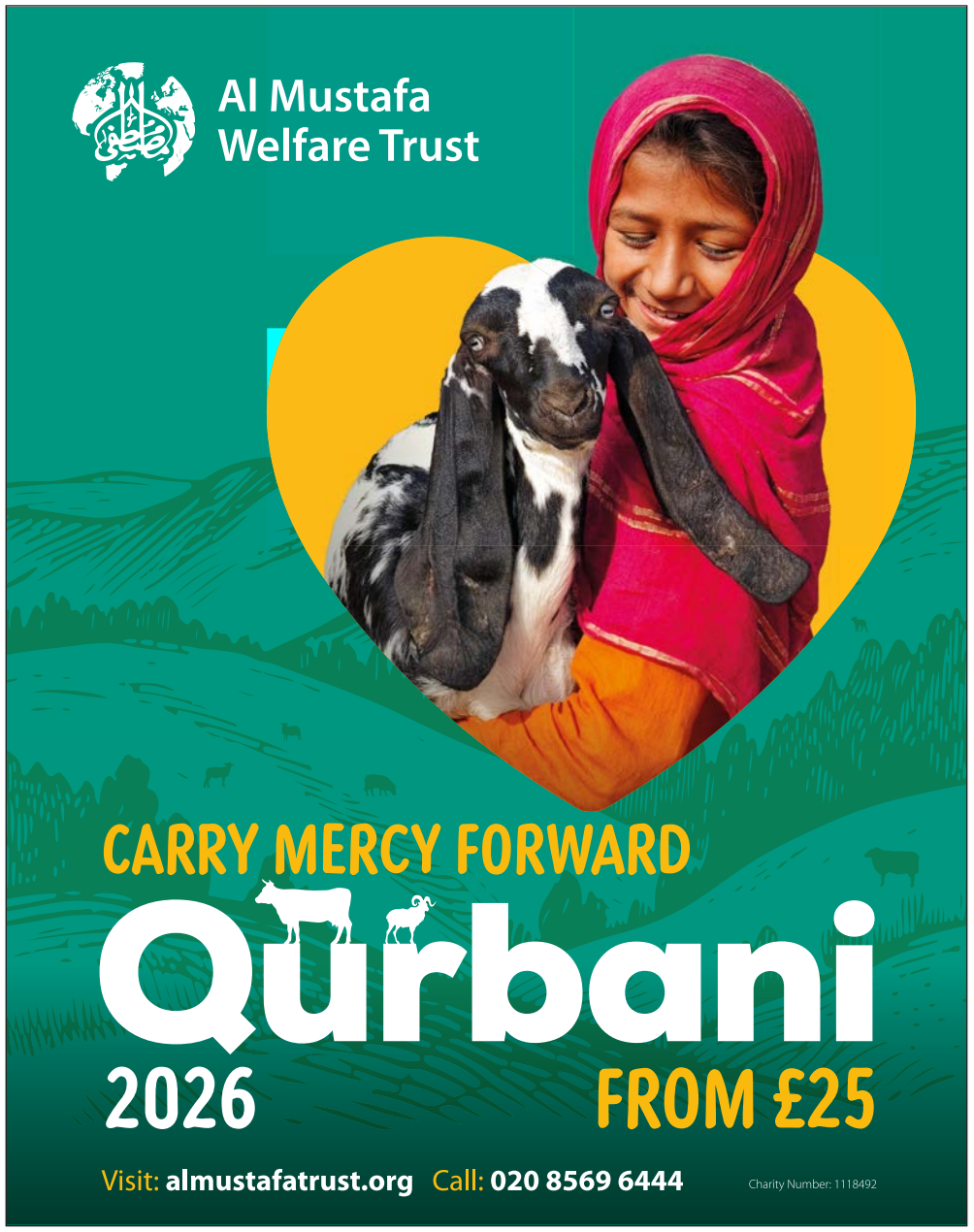

সিলেটের অন্যতম সুনামধন্য ও বিশ্বস্ত হজ্জ এজেন্সি আল ইহসান ট্রেভেলসের উদ্যোগে লন্ডনে হজ্ব সেমিনার অনুষ্ঠিত

খালেদ মাসুদ রনিঃ সিলেটের অন্যতম সুনামধন্য ও বিশ্বস্ত হজ্জ এজেন্সি আল ইহসান ট্রেভেলসের লন্ডনে হজ্ব সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুক্তরাজ্য থেকে আল ইহসান হজ্ব এজেন্সির মাধ্যমে ২০২৬ সালে যারা হজ্জে যাচ্ছেন তাদেরকে নিয়ে গত সোমবার ইস্ট লন্ডনের মাইদা গ্রীল কন্সফারেন্স হলে বিকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৮ পর্যন্ত এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আল-ইহসান ট্রেভেলসের চেয়ারম্যান মাওলানা সহল আল রাজী। সিলেট জেরজেরি পাড়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা মাহমুদ সোয়াইবের সভাপতিত্বেতে অনুষ্ঠিত সেমিনারে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন বৃটেনের শীর্ষ আলেমে দ্বীন শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুর রহমান মনোহরপুরী ও বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মাওলানা শায়খ আব্দুর রহমান মাদানী, মাওলানা সামছুদোহা, আল-ইহসান ট্রেভেলসের ডাইরেক্টর সৈয়দ ইমদাদ, শায়খ মাওলানা ফয়েজ আহমদ, আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, মুফতী ছালেহ আহমদ প্রমূখ।

লন্ডনে সেমিনারের পূর্বে আল ইহসান ট্রেভেলসের উদ্যোগে যুক্তরাজ্যের বামিংহাম ও স্কানথর্প শহরে হজ্ব সেমিনার অনুষ্টিত হয়। সেমিনারে ব্রিটেন ও বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেমগন হজ্বের বিভিন্ন মাশলা-মাশায়েল ও নসিয়ত পেশ করেন।

অনুষ্টানে আলেমগন বলেন, মুসলিমদের জন্য হজ্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত, তাই হজ্জে যাবার পূর্বে আমাদের প্রাথমিকভাবে হজ্জের ফারায়েজ, ওয়াজিবাত ও সুন্নাহ তরিকায় জানা খুবই জরুরী। যার ফলে এধরণের সেমিনার আয়োজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা বলেন , আল-ইহসান হজ্ব এজেন্সি বিশ্বস্ততার সাথে দীর্ঘদিন থেকে হজ্ব যাত্রীদের সেবা দিয়ে আসছে। আগতরা এজেন্সির নেতৃবৃন্দকে এ আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান।

স্বাগত বক্তব্যে মাওলানা সহল আর রাজী বলেন, বাংলাদেশের পাশাপাশিল যুক্তরাজ্য,যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিপুল সংখ্যক ব্রিটিশ-বাংলাদেশী আমাদের হজ্ব এজেন্সির মাধ্যমে হজ্জ পালন করবেন। বিপুল পরিমান হাজীগন আমাদের সেবা গ্রহণ করার জন্য ধন্য। ভবিষ্যতে যারা হজ্বে যাবেন তাদের সেবা নিতে পারলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো।

বিয়ানীবাজারে বিশ্বমানের ফিজিওথেরাপি ও রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী

২৯শে এপ্রিল ২০২৬খ্রী, বুধবার, বিয়ানীবাজার ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল ফাউন্ডেশন-এর নব নির্মিত ভবন 'সায়রা খানম উইং-এ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হলো 'বিশ্বমানের ফিজিওথেরাপি ও রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার'। এই নতুন সংযোজনের মাধ্যমে হাসপাতালটি অত্যাধুনিক ফিজিওথেরাপি সেবাকে স্থানীয় জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করলো। এই উপলক্ষ্যে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে বিকেল ৩ ঘটিকায় হাসপাতালের মেডিকেল এডভাইজার সাবেক সিভিল সার্জন ডাঃ ফয়েজ আহমেদ'র সভাপতিত্বে এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট এমরান আহমেদ চৌধুরী এমপি (সিলেট-৬), বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওটোল্যারিঙ্গোলজি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডাঃ কামরুল হাসান তরফদার।

এই সময় প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্য বলেন যে, প্রবাসী অধ্যুষিত বিয়ানীবাজারে আন্তর্জাতিক মানের এই চিকিৎসা সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে এতদাঞ্চলের বেশ কয়েক উপজেলার মানুষ সেবা উন্নত সেবা গ্রহন করতে পারবেন। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় ফিজিওথেরাপি ও রিহ্যাবিলিটেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্র। নতুন এই ইউনিটের জন্য তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং প্রবাসীগণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিয়ানীবাজার ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল ফাউন্ডেশনের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস ব্যক্ত করেন।

বিশেষ অতিথি অ্যাডভোকেট এমরান আহমেদ চৌধুরী এমপি তাঁর বক্তব্যে বলেন, দল-মত নির্বিশেষে সকলের স্বতস্ফূর্ত অংশ গ্রহন ও আন্তরিক সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠান তাঁর মানসম্মত সেবা প্রদানে আরো জোরালো ভুমিকা রাখবে। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির জন্য সকলকে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান ব্যক্ত করেন।

এই সময় সম্মানিত অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন, বিয়ানীবাজার উপজেলা নির্বাহি অফিসার উম্মে হাবিবা মজুমদার, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওমর ফারুক, যুক্তরাজ্য প্রবাসী ও বিশিষ্ট চ্যারিটি ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব মফিজ খান, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক নাদিম লস্কর, শামীম আহমদ, আবু নাসের পিন্টু, সারোয়ার হোসেন, সিদ্দিকুর রহমান, আব্দুল কুদ্দুস, সাহেদ আহমেদ, মিজানুর রহমান রুমেল, নাজমুল হোসেন, বাবেল তাফাদার, হাসান মাহমুদ, রুহেল আহমদ, বিয়ানীবাজার জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি সিনিয়র সাংবাদিক আহমেদ ফায়সাল প্রমূখ।

হাসপাতালের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন, হাসপাতালের সিইও এন্ড এমডি মোহাম্মদ সাব উদ্দিন, কান্ট্রি ডাইরেক্টর তোফায়েল খান, ট্রাস্ট্রি লুতফুর রহমান, লাইফ মেম্বার সুলতান আহমদে তাফাদার, কোর্ডিনেটর জাকির হোসেন খানসহ হাসপাতালের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

এই সময় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিগণের মাধ্যমে দূরারোগ্য রোগী ও ক্যান্সার রোগীগনকে আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা পেশ করেন মিজ তাসলিমা আক্তার কেয়া এবং ফিজিওথেরাপি ও রিহ্যাবিলাইটেশন সেবা কার্যক্রম নিয়ে এস এম সায়দুর রহমান-পিটি তথ্যভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করেন।

লন্ডনে প্রযুক্তি টিম ও আই লেভেল ড্রাইভিং এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত

লন্ডন অফিসঃ লন্ডনে প্রযুক্তি টিম ও আই লেভেল ড্রাইভিং এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত সোমবার রাত ৮ টায় রংফোডের আই লেভেল ড্রাইভিং এর হল রোমে যার এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারকের ফলে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত শিক্ষার্থীদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও আধুনিক ড্রাইভিং লার্নিং জার্নি নিশ্চিত করতে যৌথভাবে কাজ করবে এ দুটি প্রতিষ্টান। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন আই লেভেল ড্রাইভিং স্কুল লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মো: আসাদুজ্জামান খান এবং প্রযুক্তি টিম এর ফাউন্ডার ও সিও হাসান জুবায়ের। এসময় উপস্থিত ছিলেন ব্র্যান্ডস ল্যান্সার মার্কেটিং টিমের কর্ণধার ইফতেখার সিদ্দিকী।

জানা গেছে, প্রযুক্তি টিম অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় ড্রাইভিং থিওরি, ডিজিটাল ও লাইফ-স্কিল ট্রেনিং প্রদান করবে। যাতে বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষার্থীরা সহজে তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে। অন্যদিকে আই লেভেল ড্রাইভিং স্কুল উঠঝঅ-অনুমোদিত প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে আধুনিক অটোমেটিক গাড়িতে প্র্যাকটিক্যাল ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে লন্ডনে উচ্চমানের প্রশিক্ষণ, প্রায় ৯২% পাস

রেট এবং ৪.৯ গড় রেটিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আস্থা অর্জন করেছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, এই যৌথ উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের জন্য "Theory থেকে Practical পর্যন্ত সম্পূর্ণ শেখার অভিজ্ঞতা" তৈরি করা। এই মডেলের মাধ্যমে প্রযুক্তি টিম শিক্ষার্থীদের থিওরি শেখাবে এবং আই লেভেল ড্রাইভিং তাদের প্র্যাকটিক্যাল প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। ফলে শিক্ষার্থীরা একটি সহজ, কার্যকর এবং আত্মবিশ্বাসপূর্ণ শেখার পথ পাবে।

আই লেভেল ড্রাইভিং স্কুলের লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মো: আসাদুজ্জামান খান বলেন, আমরা চাই শিক্ষার্থীরা সহজ ও স্ট্রেস-ফ্রি উপায়ে ড্রাইভিং শিখুক। প্রযুক্তি টিম এর সাথে এই অংশীদারিত্ব আমাদের সেই লক্ষ্যকে আরও শক্তিশালী করবে।

অন্যদিকে প্রযুক্তি টিম এর ফাউন্ডার ও সিও হাসান জুবায়ের বলেন, আমরা যুক্তরাজ্যে একমাত্র প্রতিষ্ঠান যারা বাংলা ভাষায় ড্রাইভিং থিওরি লেসন প্রদান করছি, সঙ্গে রয়েছে মানি-ব্যাক গ্যারান্টি। আই লেভেল ড্রাইভিং স্কুলের লিমিটেডের এর সাথে সাথে কাজ করে আমরা বাংলা কমিউনিটির জন্য আরও উন্নত, সহজ এবং নির্ভরযোগ্য সেবা দিতে পারবো। একটি সম্পূর্ণ লার্নিং সলিউশন তৈরি করাই আমাদের লক্ষ্য। আর এই সহযোগিতা সেই যাত্রায় একটি বড় পদক্ষেপ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়ে জানা যায়, উভয় প্রতিষ্ঠান এই উদ্যোগকে আরও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছে এবং নতুন কোর্স, প্রযুক্তি ও সেবা যুক্ত করে শিক্ষার্থীদের জন্য আরও উন্নত সুযোগ তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবা :

যে নিয়ামত আমরা কখনোই অবহেলা করতে পারি না

শায়খ জামাল আবদিনাসির

আজ আমি এমন একটি মহান নিয়ামতের কথা ভাবতে চাই, যেটার সঙ্গে আমরা এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে অনেক সময় এর মূল্যই অনুভব করি না।এই নিয়ামত আমাদের ধন-সম্পদ, বুদ্ধি, পরিবার বা নিজের চেষ্টার কারণে আসেনি। এটি এসেছে শুধু এই কারণে যে, আল্লাহ আমাদের অন্তরে এটি দান করেছেন।সেই নিয়ামত হলো ইসলাম। একবার রাসূলুল্লাহ (সা:) তাঁর সাহাবিদের একটি দলকে একসঙ্গে বসে থাকতে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কেন এখানে একত্রিত হয়েছ? তারা বললেন, "আমরা আল্লাহর প্রশংসা করতে এবং আমাদেরকে ইসলাম ধর্ম দেওয়ার জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে একত্রিত হয়েছি।

রাসূল (সাঃ) তাদের শপথ করে বলতে বললেন যে, এটাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তারা শপথ করলেন । তখন তিনি বললেন, তিনি সন্দেহের কারণে জিজ্ঞেস করেননি; বরং জিবরীল (আঃ) এসে তাঁকে জানিয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করছেন। সুবহানাল্লাহ! শুধু ইসলাম পাওয়ার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করার একটি মজলিস এত প্রিয় হয়ে যায় যে, আল্লাহ ফেরেশতাদের সামনে তাদের কথা উল্লেখ করেন।

তাই আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, আপনাদেরও প্রশ্ন করি । সর্বশেষ কবে আমি বা আমরা সত্যিকারভাবে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিয়েছি আমাকে মুসলিম বানানোর জন্য?

আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে, তারপর তিনি তোমাদের হৃদয়গুলোকে মিলিয়ে দিলেন, ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গেলে। সূরা আলে ইমরান।

মসজিদের দিকে তাকান। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন পরিবার ও সংস্কৃতির মানুষ এক কাতারে দাঁড়ায়। কী আমাদের এক ছাদের নিচে এনেছে? রক্তের সম্পর্ক নয়। ব্যবসা নয়। সংস্কৃতি নয়। ইসলাম আমাদের এক করেছে। আল্লাহ আমাদের হৃদয়গুলোকে মিলিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে (সাঃ) উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনি যদি পৃথিবীর সবকিছু ব্যয় করতেন, তবুও তাদের অন্তর এক করতে পারতেন না। কিন্তু আল্লাহ তাদের অন্তর মিলিয়ে দিয়েছেন। সূরা আনফাল।

এটি এমন একটি জিনিস যা টাকা দিয়ে কেনা যায় না। সোনা, রূপা, হীরা কিংবা পৃথিবীর সব সম্পদ দিয়েও কারও অন্তরে ঈমান প্রবেশ করানো সম্ভব নয়। হিদায়াত শুধু আল্লাহর হাতে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক মানুষকে হেদায়াত দিতাম । সূরা সাজদাহ। তিনি আরো বলেন, আপনার রব ইচ্ছা করলে পৃথিবীর সবাই একসঙ্গে ঈমান আনত। সূরা ইউনুস। এরপর আল্লাহ আরও স্পষ্ট করে বলেন, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ ঈমান আনতে পারে না। সূরা ইউনুস। তাই কখনো মনে করবেন না যে ইসলাম শুধু বংশগতভাবে পেয়েছেন। এটা ভাববেন না, আমি মুসলিম কারণ আমার বাবা-মা মুসলিম।

নাহ। আপনি মুসলিম কারণ আল্লাহ আপনার হৃদয়ে ইসলাম প্রবেশ করতে দিয়েছেন।

এ জন্য আমাদেরকে সর্বদা বিনয়ী থাকতে হবে । কৃতজ্ঞ হতে হবে। আমাদের অন্তরে ভয় জাগানো উচিত, যদি আমরা এই নিয়ামত হারিয়ে ফেলি! কারণ অনেক মানুষ ইসলাম পেয়েছিল, পরে পথ হারিয়েছে ।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, ঈমান পুরনো কাপড়ের মতো ক্ষয় হয়ে যায় । নতুন কাপড় প্রথমে সুন্দর থাকে। কিন্তু যত্ন না নিলে রং ফিকে হয়ে যায়, বোতাম খুলে যায়, কাপড় দুর্বল হয়ে পড়ে। ঈমানও এমনই। আমি যদি এটাকে রক্ষা না করি, যদি না জানি কোন কাজ ঈমান বাড়ায় আর কোন কাজ কমায়, তাহলে একদিন হয়তো নিজেকে আল্লাহ থেকে দূরে দেখতে পাব।

তাহলে এই নিয়ামত কীভাবে রক্ষা করব? প্রথমত, অন্তরে স্বীকার করতে হবে যে, হেদায়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে। আমার নামাজ, আমার ইসলাম, আমার "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলার তাওফিক সবই আল্লাহর দান।

দ্বিতীয়ত, মুখে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে। বলুন: আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাকে মুসলিম বানিয়েছেন । নিজের দ্বীন নিয়ে কখনো লজ্জা করবেন না। এটাই আল্লাহর দেওয়া সবচেয়ে বড় সম্মান।

তৃতীয়ত, এই নিয়ামতকে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যবহার করতে হবে । যখন আমি কাজ ফেলে জুমআর জন্য আসি, যখন সালাতে দাঁড়াই, যখন "আল্লাহু আকবার" বলে দুনিয়াকে পেছনে ফেলে দিই- তখন আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। কারণ প্রকৃত কৃতজ্ঞতা হলো ইবাদত।

রাসূল (সাঃ) এত দীর্ঘ সময় নামাজ পড়তেন যে তাঁর পা ফুলে যেত । তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি (সাঃ) বলতেন, আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? এটাই একজন মুমিনের মানসিকতা । এর পাশাপাশি সবসময় আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে যেন তিনি আমাদের ইসলাম অটুট রাখেন ।

ইবরাহিম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) দোয়া করেছিলেন, হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার অনুগত মুসলিম বানিয়ে দিন । সূরা বাকারা । ইউসুফ (আঃ) বলেছিলেন, আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন। সূরা ইউসুফ।

আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সাঃ)কে নির্দেশ দিয়েছেন ঘোষণা করতে যে, তাঁর জীবন ও মৃত্যু আল্লাহর জন্য এবং তিনি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আনআম, ৬:১৬২-১৬৩)। আর আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক করে বলেন, তোমরা মুসলিম না হয়ে কখনো মৃত্যুবরণ করো না। সূরা আলে ইমরান। আমরা কেউই আমাদের নিজের মৃত্যুর সময় নিয়ন্ত্রণ করি না। কিন্তু আমরা কী চাইব, কী চেষ্টা করব এবং কতটা কৃতজ্ঞ হব- তা আমাদের হাতে।

তাই আসুন, ইসলামের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি । আমাদের ঈমানকে রক্ষা করি।

গর্বের সঙ্গে ইসলামের কথা বলি । আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ইবাদতে ব্যবহার করি।

এবং বারবার আল্লাহর কাছে দোয়া করি - যেন তিনি আমাদের মুসলিম হিসেবে বাঁচান, মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দেন, মুসলিম হিসেবে পুনরুত্থিত করেন এবং মুসলিম হিসেবেই জান্নাতে প্রবেশ করান।

হে আল্লাহ, আপনি যেভাবে আমাদের অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম দান করেছেন, আমাদের গুনাহের কারণে তা আমাদের হৃদয় থেকে কেড়ে নেবেন না। হে আল্লাহ, আমাদের ঈমানকে হেফাজত করুন, আমাদের অন্তরে তা নতুন করে জাগ্রত করুন, আমাদেরকে সত্যের ওপর ঐক্যবদ্ধ রাখুন এবং আমাদের শেষ কথা যেন হয় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আমীন।

শায়খ জামাল আবদিনাসির : ইস্ট লন্ডন মসজিদের অতিথি খাতিব । ৮ মে, শুক্রবার ২০২৬

RCCM
Charity Reg. No. 1140526

Redcoat Community Centre & Mosque
256 Stepney Way, London E1 3DW
T: 0207 790 8577
E: redcoatcommunitycentre@googlemail.com

Recruitment Advert

Position: Second Imam (Muazzin) **Location:** Redcoat Community Centre & Mosque(RCCM), Stepney

Employment Type: Full -Time **Salary:** Negotiable

Applicants must be fluent in both Bengali and Arabic. Fluency in English will be considered an advantage
RCCM is seeking to appoint a dedicated and knowledgeable Second Imam to join our team. This is an excellent opportunity to contribute to a vibrant and growing community.

Application process: Interested candidates are invited to send their **CV** to redcoatcommunitycentre@googlemail.com by 10th May 2026.

Please note that the job's key responsibilities will be shared at a later stage with shortlisted candidates only. For further details please contact: 02077908577 or 07853248067

Al Mustafa Welfare Trust
Charity Number: 1118492

আপনি যদি আপনার নিজের এলাকায় একটি ক্যাম্পের জন্য দান করতে চান তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

If you wish to donate for a camp in your chosen area please contact us

Call: +44 (0)20 8569 6444
Visit: www.almustafatrust.org

100% ZAKAT POLICY
Registered with FUNDRAISING REGULATOR

তিন দশক পেরিয়ে গেলেও চালু হয়নি হরিপুর তেল ক্ষেত্র ?

সিলেট অফিস : মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে আমদানি কমে যাওয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে দেশে তেল-গ্যাস সংকট দেখা দিয়েছে। তাই এমন পরিস্থিতিতে জ্বালানি তেল নিয়ে টেকসই সমাধানের পথ খুঁজছেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা। প্রশ্ন উঠেছে, অজানা কারণে উত্তোলন বন্ধ হওয়া সিলেটের হরিপুর তেল ক্ষেত্র কি চালু হবে? উত্তোলন বন্ধ হওয়ার পর তিন দশক পেরিয়ে গেলেও হরিপুরের তেল নিয়ে কার্যকর কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি পেট্রোবাংলা। পেট্রোবাংলার এমন উদাসীনতাকে রহস্যজনক বলছেন বিশেষজ্ঞর।

তথ্য বলছে, দেশের প্রথম তেল ক্ষেত্রটি আবিষ্কার হয় ১৯৮৬ সালে সিলেটের হরিপুরে। পরের বছরই এ ক্ষেত্র থেকে বাণিজ্যিকভাবে তেল উত্তোলন শুরু করে পেট্রোবাংলা। টানা সাত বছর তেল ক্ষেত্রটি থেকে ৫ লাখ ৪২ হাজার ব্যারেলের মতো তেল (ক্রুড অয়েল) উত্তোলন করা হয়। একপর্যায়ে উৎপাদন কমতে কমতে ১৯৯৪ সালে উত্তোলন বন্ধ হয়ে যায়।

যদিও তেল ক্ষেত্রটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পেছনে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক না হওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঠিক কী কারণে হরিপুরে (সিলেট-৭) তেল উত্তোলন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তা এখনো অজানা বলে মনে করেন ভূতত্ত্ববিদ এবং পেট্রোবাংলা ও জ্বালানি খাতের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় কাজ করা অনেক সাবেক কর্মকর্তা। হরিপুর তেল ক্ষেত্রে উত্তোলন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পেছনে কারিগরি সমস্যা, ওয়েলহেড প্রেসার কমে যাওয়া এবং অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করেছেন ভূতত্ত্ববিদরা। আর পেট্রোবাংলার কর্মকর্তাদের দাবি, কূপে পানির প্রবাহ বেড়ে যাওয়ায় বাণিজ্যিক উৎপাদন লাভজনক

থাকেনি।

অন্যদিকে তিন দশক পেরিয়ে গেলেও হরিপুরে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে পুরনো ও পরিত্যক্ত কূপ থেকে বিপুল পরিমাণ গ্যাসের মজুদ আবিষ্কার ও উত্তোলন করা হচ্ছে। জ্বালানি খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, যদিও অজানা কারণে হরিপুরে তেল উত্তোলনের ক্ষেত্রে কোনো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়নি।

সিলেটের হরিপুর স্ট্রাকচারে সিলেট-১০ কূপ খনন করে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে তেল পাওয়ার কথা জানায় পেট্রোবাংলা। ওই সময় জানানো হয় সিলেট গ্যাস ক্ষেত্রের নতুন কূপে ১ হাজার ৩৯৭ থেকে ১ হাজার ৪৪৫ মিটার গভীরতায় তেলের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে দৈনিক ৩৫ ব্যারেল করে তেলের প্রবাহের কথাও জানিয়েছিলেন তৎকালীন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী। হরিপুরের পর এটিই বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্বীকৃত তেল ক্ষেত্র।

এ আবিষ্কারের প্রায় আড়াই বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো সিলেট-১০ কূপ থেকে তেল উত্তোলনে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি পেট্রোবাংলা। যদিও পেট্রোবাংলা বলছে, সিলেট-১০ কূপ থেকে তেল উত্তোলনের জন্য কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। জমিসংক্রান্ত জটিলতা শেষ হলেই পাইপলাইনের কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।

পেট্রোবাংলার তথ্য বলছে, হরিপুরের তেল ক্ষেত্রে প্রাথমিক জরিপ অনুযায়ী মোট এক কোটি ব্যারেল (১০ মিলিয়ন) তেলের সম্ভাব্য মজুদ পাওয়া যায়। কিন্তু সেখান থেকে ৭ বছরে মাত্র ৫ লাখ ব্যারেল ক্রুড অয়েল উত্তোলন করা হয়। সেই হিসেবে এখনো অন্তত ৯৫ শতাংশ তেল সেখানে জমা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেডের (এসজিএফএল) তথ্য অনুযায়ী, সে সময় হরিপুর তেল ক্ষেত্র থেকে দৈনিক ৩০০-৪০০ ব্যারেল পর্যন্ত ক্রুড অয়েল উত্তোলন করা হয়েছে। যদিও পরবর্তী সময়ে তা ১০০ ব্যারেলে নেমে আসায় একপর্যায়ে কূপটি থেকে তেলের উত্তোলন বন্ধ হয়ে যায়।

বর্তমানে পেট্রোবাংলা ৫০ কূপ খনন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০২৮ সালের মধ্যে আরো ১০০ কূপ খনন (নতুন কূপ, ওয়ার্কওভার ও উন্নয়ন কূপ) উদ্যোগ নিয়েছে। তবে গ্যাস কূপের মধ্যে হরিপুরের পরিত্যক্ত তেল কূপের বিষয়টি নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেই। বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রে জোরালো অনুসন্ধান চালানোর বিষয়টি আবারো সামনে এসেছে। সেক্ষেত্রে জ্বালানি বিভাগ তথা পেট্রোবাংলা হরিপুরের তেল ক্ষেত্রটি নতুন করে উন্নয়ন করবে কিনা সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করে কিছু জানা যায়নি।

হরিপুর তেল ক্ষেত্রে উত্তোলন অব্যাহত রাখার জন্য বৈশ্বিক যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার ছিল সেগুলো নেয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন বেশ কয়েকজন ভূতত্ত্ববিদ। বাপেক্সের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মকবুল ই ইলাহী চৌধুরী বলেন, হরিপুর তেল ক্ষেত্রটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে তেল ফুরিয়ে যাওয়া, পাইপলাইনে মোমজাতীয় রাসায়নিক পদার্থ জমা হওয়া ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের কথা বলা হয়। তবে কোনো কূপ পরিত্যক্ত ঘোষণার আগে যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এমনকি কী কারণে সেটি বন্ধ করা হচ্ছে সে বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন থাকে। আমার জানা মতে হরিপুর তেল ক্ষেত্রের বিষয়ে এ রকম কোনো প্রতিবেদন দেয়া হয়নি।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, হরিপুর থেকে গ্যাস ও কনডেনসেট পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের দেশে এক্সপ্লোরেশনের একটা দিক হলো যদি কোনো একটা কূপে পাঁচটা লেয়ারে খনন করা হয়, আর সেখানকার একটা লেয়ারে কমার্শিয়ালি গ্যাস উত্তোলন করার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহলে বাকি চারটি লেয়ারের সম্ভাবনাগুলো নিয়ে আর কাজ করা হয় না। তিনি বলেন, এখন যেহেতু গ্যাস নেই, আমদানি করা হচ্ছে, ফলে যেসব সম্ভাবনাময় লেয়ার চিহ্নিত করা হয়েছে, এখন সেখানে খনন করা হচ্ছে, আর গ্যাসও মিলছে। হরিপুর তেল ক্ষেত্রের যেসব লেয়ারে অনুসন্ধান করার সুযোগ ছিল, ড্রিলিং করা প্রয়োজন ছিল, সেটা হয়নি। গ্যাস-তেল অনুসন্ধানে সুদূরপ্রসারী চিন্তা দরকার। সবসময় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থাকলে আর অর্থনৈতিক লাভ-লোকসানের হিসাব করলে অনুসন্ধানে জোর দেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেডের (এসজিএফএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মো. ফারুক হোসেন বলেন, হরিপুর স্ট্রাকচারে সিলেট-১২ নামে একটি কূপ খনন করার উদ্যোগ নিয়েছে এসজিএফএল। এ কূপ খনন করে তেলের উপস্থিতি পাওয়া গেলে তার ওপর ভিত্তি করে হরিপুর তেল ক্ষেত্র বা সিলেট-৭ কূপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

এ বিষয়ে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান মো. এরফানুল হক বলেন, হরিপুর তেল ক্ষেত্র থেকে তেল উত্তোলন বন্ধ হওয়ার পর সেখান থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে। যদি কখনো গ্যাসের উপস্থিতি কমে যায়, তাহলে নতুন সার্ভেতে হয়তো সেখানে তেল-গ্যাসের বিষয়ে পুনরায় অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

শ্রীমঙ্গলে নিলামে কমেছে চা বিক্রি, কমছে দামও

সিলেট অফিস : দেশের ২য় চা নিলাম কেন্দ্র শ্রীমঙ্গলে চলতি মৌসুমে কমেছে চায়ের বিক্রি। বিক্রি কমার সঙ্গে কমছে চা পাতার দামও। গত ২৯ এপ্রিল শ্রীমঙ্গলের প্রথম নিলামের তথ্য বিশ্লেষণ করে এ চিত্র উঠে এসেছে। গড়ে দেড় থেকে দুই শতাংশ চা বিক্রি হয় এই নিলাম কেন্দ্রে।

তথ্য বলছে, চায়ের রাজধানী শ্রীমঙ্গল আর চায়ের দেশ বলা হয় মৌলভীবাজার জেলাকে। ২০১৭ সালের ৮ ডিসেম্বর শ্রীমঙ্গলে চালু হয় দেশের ২য় চা নিলাম কেন্দ্র। চা নিলাম কেন্দ্র চালু হওয়ার ৯ বছরেও জমেনি এখানকার চা নিলাম কেন্দ্র। অথচ ২০২৩ সালে পঞ্চগড়ে চালু হওয়া দেশের ৩য় চা নিলাম কেন্দ্রে চা পাতা বেচাকেনা শ্রীমঙ্গলের চেয়ে দ্বিগুণ। আর দেশের প্রথম চা নিলাম কেন্দ্র

চট্টগ্রামে দেশের ৯৫ শতাংশ চা বিক্রি হয়। অথচ খোদ চায়ের রাজধানী শ্রীমঙ্গলের চা নিলাম কেন্দ্রটি অজানা কারণে জমে উঠছে না। বাগান মালিকরা চট্টগ্রামকেই বেশি অগ্রাধিকার দেন। চা বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৭ এপ্রিল শুরু হওয়া চট্টগ্রাম নিলামে (প্রথম নিলাম) ১৪ লাখ ৭৬ হাজার ২৪৭ কেজি চা বিক্রি হয়েছে। কেজিপ্রতি চা ২৭৪ টাকায় বিক্রি হয়। ৪ মে দ্বিতীয় নিলামে চা সরবরাহ কমে গেলে মোট বিক্রি হয় ১০ লাখ ১২ হাজার ৫১২ কেজি। তবে সরবরাহ কমায় চায়ের গড় দাম উঠে যায় কেজিপ্রতি ২৮০ টাকা ৫২ পয়সায়। চট্টগ্রামে দাম বাড়লেও অন্য দুটি নিলাম কেন্দ্রে সরবরাহ ও দাম দুটোই নিম্নমুখী বলে জানিয়েছেন চা সংশ্লিষ্টরা।

তথ্যমতে, ২৯ এপ্রিল শ্রীমঙ্গলের প্রথম নিলামে বিক্রি হয় ৪৪ হাজার ১২৯ কেজি চা। কেজিপ্রতি চায়ের গড় দাম ছিল ২৬৭ টাকা। ৫ মে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় নিলামে সরবরাহ কমার সঙ্গে সঙ্গে কেজিপ্রতি গড় দামও কমে যায়। শ্রীমঙ্গলের দ্বিতীয় নিলামে ২৬ হাজার ৯৭০ কেজি চা গড়ে ২৪৩ টাকা ৭৫ পয়সায় বিক্রি করেছেন বাগান মালিকরা। আবার ২৮ এপ্রিল পঞ্চগড়ের প্রথম নিলামে ৫২ হাজার ৩৭৭ কেজি চা গড়ে ২৩১ টাকা ৯৩ পয়সায় লেনদেন হয়েছে। পঞ্চগড়ের দ্বিতীয় নিলামেও চায়ের সরবরাহ ও দাম দুটোই কমে যাওয়ায় শঙ্কা জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

দেশের প্রধান চা নিলাম কেন্দ্র চট্টগ্রাম। দেশে উৎপাদনের পর লেনদেন হওয়া ৯৫ শতাংশেরও বেশি চা এ নিলামে প্রস্তাব করেন বাগান মালিকরা। দ্বিতীয় নিলামে ১২ লাখ ৬ হাজার ৮০০ কেজি চা বিক্রির জন্য প্রস্তাব করা হলেও ৮৪ শতাংশ চা কিনে নিয়েছেন বায়ার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা। তৃতীয় নিলামে ১৬ লাখ ৬১ হাজার ৮০০ কেজি চা বিক্রির প্রস্তাবের ঘোষণা দিয়েছে ব্রোকার্স প্রতিষ্ঠানগুলো, যা আগের বছরের একই নিলামের তুলনায় ২ লাখ ৪৮ হাজার ১৮৪ কেজি বেশি। চলতি বছর এপ্রিলে পর্যাপ্ত আগাম বৃষ্টি ও অনুকূল পরিবেশ থাকায় নিলামে আগের বছরের তুলনায় বাড়তি চা সরবরাহের সুযোগ পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন বাগান মালিকরা।

জানতে চাইলে ন্যাশনাল টি ব্রোকার্সের জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক অঞ্জন দেব বর্মণ বলেন, চট্টগ্রামের চা নিলাম কেন্দ্র শত বছরের বেশি সময় ধরে চা নিলামের সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে দেশে আরো দুটি নিলাম কেন্দ্র চালু হলেও পুরনো কেন্দ্র হিসেবে চট্টগ্রামে ভালো মানের ও সর্বোচ্চ পরিমাণ চা সরবরাহ করে বাগানগুলো। নতুন মৌসুমেও চট্টগ্রামে চায়ের চাপ বেশি, ক্রেতারা বাড়তি দামে হলেও এখানকার চা কিনে নিচ্ছেন। চলতি মৌসুমে আবহাওয়া ভালো থাকায় ভালো মানের চা উৎপাদনের কারণে মৌসুমটা চা খাতের জন্য ভালো যাবে বলে আশা করি।

ব্রোকার্স প্রতিষ্ঠানের তথ্যমতে, প্রথম নিলামে সর্বোচ্চ দামে চা বিক্রি করেছে মধুপুর চা বাগান। এ বাগানের ক্লোনাল ব্রোকেন ক্যাটাগরির ১০ প্যাকেজ জিবিওপি চা (৫০০ কেজি) কেজিপ্রতি ৭০০ টাকা দাম উঠেছে। দ্বিতীয় নিলামেও মধুপুর বাগানের চা ক্লোনাল ব্রোকেন জিবিওপি চা (৫০০ কেজি) ৪৮০ টাকা কেজি দরে কিনে নিয়েছে রাজধানী টি কোম্পানি। এছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় নিলামে জেরিন, মির্জাপুর, গাজীপুর, খৈয়াছড়া, করিমপুর, দাঁড়াগাঁও, বালিচেরা, রুখনা, কাদেরপুর বাগানগুলো সবচেয়ে বেশি দামে চা বিক্রির তালিকায় উঠে এসেছে।

দেশে বার্ষিক চায়ের চাহিদা নয় কোটি কেজিরও বেশি। সর্বশেষ মৌসুমে ৯ কোটি ৪৯ লাখ ২৭ হাজার কেজি চা উৎপাদন করেছে দেশের ১৭২টি বাগান। চলতি মৌসুমে ১০ কোটি ৪০ লাখ কেজি চা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ চা বোর্ড। যদিও ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দুই মাসে ৫ লাখ ৯৭ হাজার কেজি চা উৎপাদন করেছে বাগানগুলো। এপ্রিলে দেশে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হওয়ায় আগামী মাসগুলোয় চা উৎপাদন পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় বাড়বে বলে আশা করছেন চা খাতসংশ্লিষ্টরা।

দেশে ফেরার ৩দিন পর মৃত্যুর কোলে গ্রীস প্রবাসী

বালাগঞ্জ (সিলেট) সংবাদদাতা : সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলার দেওয়ান বাজার ইউনিয়নের নিজ গহরপুর গ্রামের আনছার আলীর বড় ছেলে, গ্রীস প্রবাসী সেলিম আহমদ দেশে ফেরার মাত্র ৩য় দিনে আকস্মিক ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, তিনি রোববার (১০ মে) সন্ধ্যা ৬টা ৩০মিনিটে নিজ বাড়িতে আকস্মিক ইন্তেকাল করেন। এর আগে গত শুক্রবার (০৮ মে) তিনি দেশে এসেছিলেন।

এদিকে গ্রীস প্রবাসী সেলিম আহমদের

আকস্মিক মৃত্যুতে এলাকাবাসীর মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মরহুমের জানাজা আজ সোমবার (১১ মে) বাদ জোহর স্থানীয় আহমদপুর জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে।

ব্যারিস্টার সুমনের জামিন বহাল

সিলেট অফিস : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় রাজধানীর মিরপুর থানায় করা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমনের জামিন বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ। একই সঙ্গে রুল নিষ্পত্তি করতে বলা হয়েছে।

সোমবার (১১ মে) আপিল বিভাগের বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে জামিন আবেদনের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী এম লিটন আহমেদ।

২০২৪ সালের ২১ অক্টোবর রাত দেড়টায় রাজধানীর মিরপুর-৬ থেকে ব্যারিস্টার সুমনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাবেক স্বতন্ত্র এ সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় এবং হবিগঞ্জে বেশ কয়েকটি মামলা হয়। এর মধ্যে হাইকোর্টে মিরপুর থানার মামলায় জামিন চেয়ে আবেদন করা হয়। পরে হাইকোর্ট তাকে জামিন দিয়ে রুল জারি করেন। এ জামিনাদেশ স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষ আপিলে আবেদন করে।

ক্রমেই বেড়ে চলছে সুনামগঞ্জের ফসলহারা কৃষকদের আর্তনাদ

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জে ফসলহারা কৃষকদের আর্তনাদ ক্রমেই বেড়ে চলছে। হাওরে ফসলডুবির পর কৃষকের জীবনে নেমে এসেছে বিপর্যয়। ধারদেনা পরিশোধ, পরিবারের খরচসহ নানা সংকটে কৃষকের অবস্থা এখন নাজেহাল। জানা গেছে, টানা বৃষ্টি ও জলাবদ্ধতায় হাওরের একমাত্র বোরো ফসল তলিয়ে যায়। যেটুকু ধান কাটা হয়েছে তার অর্ধেক অংকুর এসে পঁচে গেছে। গো-খাদ্যের সংকটও প্রকট আকার ধারন করছে। বিশেষ করে বর্গাচাষিরা পড়েছেন চরম বিপাকে। ঋণের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে বাড়িছাড়া অবস্থা তাদের।

কৃষকদের ভাষ্যমতে, বোরো ধান ঘরে উঠবে, মহাজনের ঋণ শোধ হবে, ব্যাংকের কিস্তি মিটবে, সংসারে ফিরবে কিছুটা স্বস্তি। কিন্তু টানা বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে সেই সব হিসেব এখন এলোমেলো। সুনামগঞ্জের হাওরের বিস্তীর্ণ মাঠ পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় এক মৌসুমেই স্বপ্ন হারিয়েছেন হাজারো কৃষক। ফসল হারিয়ে এখন ঋণের ভারে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন তারা।

কৃষি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, জেলার বিভিন্ন হাওরে প্রায় ২০ হাজার হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছেন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা। বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ ও শ্রমিক খরচের জন্য অনেকেই এনজিও, ব্যাংক কিংবা স্থানীয় মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। কিন্তু ফসল ঘরে তোলার আগেই পানিতে তলিয়ে গেছে সেই ধান।

সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার দেখার হাওরের কৃষক আবদুল কাইয়ুম বলেন, এবার ১২ কিয়ার জমিতে ধান করছিলাম। সবকিছু মিলিয়ে প্রায় দুই লাখ টাকা ঋণ নিয়েছি। ধান উঠলে শোধ করতাম। এখন জমির ধানই নাই, কিস্তি দিব কেমনে বুঝতেছি না। শান্তিগঞ্জ উপজেলার সাংহাই হাওরের কৃষাণী আইবুন বেগম বলেন, 'সার, বীজ, শ্রমিক সব ধার কইরা করছি। এখন খলায় যে ধান আনছি, বৃষ্টির কারণে শুকাইতে না পাইরা অনেক ধান নষ্ট হইয়া গেছে। সংসার চালানোই কষ্ট হয়ে গেছে।

হাওরের বিভিন্ন এলাকায় দেখা গেছে, যেসব কৃষক অল্প কিছু ধান কাটতে পেরেছেন, তারাও নতুন সংকটে পড়েছেন। রোদ না থাকায় খলায় শুকাতে না পেরে অংকুর গজিয়ে ধান নষ্ট হয়েছে। অনেকের গোলা ফাঁকা পড়ে আছে। ফলে পরিবারগুলোতে নেমে এসেছে অনিশ্চয়তা।

স্থানীয় কৃষকরা জানান, শুধু মাঠের ক্ষতিই নয়, এই বিপর্যয়ের প্রভাব পড়ছে পুরো পরিবারে। অনেকেই এখন নিত্যদিনের খাবার জোগাড় নিয়েও শঙ্কায় আছেন। সন্তানদের পড়াশোনা, চিকিৎসা ও সংসারের ব্যয় চালানো নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।

সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোহাম্মদ ওমর ফারুক বলেন, হাওরের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে সরকারের দু'জন মন্ত্রী এসে কৃষকদের ৩ মাস মেয়াদী সহায়তার উদ্বোধন করেছেন। পর্যায়ক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত সকল কৃষককে সহায়তায় আওতায় আনা হবে।

সিলেট মহানগর বিএনপি সভাপতির টাকা ছিনতাই : গ্রেফতার- ৯

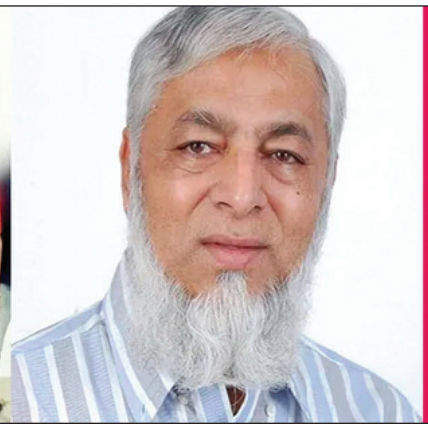

সিলেট অফিস : সিলেট মহানগর বিএনপির শীর্ষ নেতা নাসিম হোসাইনের অর্ধকোটি টাকা ছিনতাইয়ের মামলায় ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এরমধ্যে নাসিম হোসাইনের কর্মীরাও রয়েছেন। তারাও ছিনতাইয়ের সাথে সম্পৃক্ত বলে অভিযোগ পুলিশের। শনিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) মো. মনজুরুল আলম।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- দক্ষিণ সুরমা শেখপাড়ার শাহেদ আহমদ (৪২), কমলগঞ্জের কামাল হোসেন (৩৫), কানাইঘাটের আদনান (৩৮) ও আবু তাহের(২৬), জকিগঞ্জের রুপায়ন বিশ্বাস (৪০), দক্ষিণ সুরমার রোমান আহমদ (৪৪), রাজনগরের সালমান আহমদ (২৮), বিশ্বনাথের গোলাম শহীদ (২৯) এবং কানাইঘাটের জুনায়েদ (২২)। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে শাহেদ আহমদ (৪২) বিকাশের সিলেট অঞ্চলের সুপারভাইজার, আদনান (৩৮), আবু তাহের (২৬) ও রুপায়ন বিশ্বাস (৪০) ডিএসও।

সিলেট মহানগর বিএনপির নির্বাচিত সভাপতি নাসিম হোসাইন মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান বিকাশের সিলেট বিভাগীয় ডিস্ট্রিবিউটর। ব্যাংক বন্ধ থাকায় শুক্রবার সকালে নিজের এই কর্মীদের দিয়ে ফেঞ্চুগঞ্জসহ সেই এলাকার ব্যবসায়ীদের দিতে ৮১ লাখ ৮২ টাকা নিয়ে প্রাইভেটকারে করে পাঠান নাসিম। এরপর দক্ষিণ সুরমার পারাইচকে ছিনতাইকারীরা ৫০ লাখ ৫৭ হাজার টাকা লুটে নেয় বলে অভিযোগ তার।

পুলিশ জানায়, শুক্রবার সকাল পৌনে ১১ টার দিকে লালমাটিয়া এলাকায় পৌঁছালে ৩ জন আরোহীর একটি মোটরসাইকেল বিকাশের টাকা বহনকারী গাড়িটিকে থামার সংকেত দেয়। তখন গাড়ির ড্রাইভার গাড়ির গতি কমালে মোটরসাইকেল আরোহীরা গাড়িটি থামিয়ে গাড়িতে থাকা সকলকে ভয়ভীতি, হুমকি প্রদর্শনসহ একজনকে মারপিট করে ০৫টি ব্যাগে থাকা ৫০ লাখ ৭০ হাজার টাকা নিয়ে যায়। অভিযোগ রয়েছে, গাড়িতে থাকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা পরিস্থিতির ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও গাড়ির গতি কমিয়ে টাকা ডাকাতির সুযোগ সৃষ্টি করেন।

এছাড়া টাকাবাহী গাড়ির নিরাপত্তায় নিয়োজিত স্কর্ট সদস্য রোমান আহমদ (৪৪), সালমান আহমদ (২৮), গোলাম শহীদ (২৯) ও জুনায়েদ (২২) ঘটনার সময় গাড়ির সাথে উপস্থিত ছিলেন না, যা সন্দেহের সৃষ্টি করে।

প্রাথমিক তদন্তের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, অজ্ঞাতনামা ডাকাতদের সাথে আঁতাত করে টাকাবাহী গাড়ির গতিবিধি সম্পর্কে অগ্রিম তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে টাকা ডাকাতির ঘটনায় বিকাশের কর্মীরা জড়িত থাকতে পারেন।এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে মোগলাবাজার থানা পুলিশ ৯ জনকে গ্রেপ্তার করে।

মনজুরুল আলম জানান, গ্রেফতারকৃতদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সিসিক'র সাত স্বাস্থ্যকেন্দ্র এখন মন্ত্রণালয়ের

সিলেট অফিস : সিলেট সিটি কর্পোরেশন (সিসিক) এলাকায় পরিচালিত একটি নগর মাতৃসদন ও ছয়টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে।সিলেট জেলা তথ্য সোমবার (১১ মে) সকালে নগর ভবনে এক সমঝোতা স্মারক (গড়ট) স্বাক্ষরের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রগুলো সিলেট জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরীর উপস্থিতিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সিসিকের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আশিক নূর এবং স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষে সিলেট জেলা সিভিল সার্জন ডা. মো. নাসির উদ্দিন। অনুষ্ঠানে সিসিকের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মো. জাহিদুল ইসলামসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সিসিক প্রশাসক আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী বলেন, "নগরবাসীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সরকারের অগ্রাধিকার। উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'আরবান হেলথ কেয়ার' প্রকল্পের আওতায় এই সাতটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র সিভিল সার্জন কার্যালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সেবার মান আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা আশাবাদী।" প্রশাসক আশ্বস্ত করেন যে, কেন্দ্রগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন হলেও নাগরিক সেবা কার্যক্রম কোনোভাবেই ব্যাহত হবে না। এখন থেকে সিলেট জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয় এই কেন্দ্রগুলোর সার্বিক পরিচালনা ও তদারকির দায়িত্ব পালন করবে।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST
Sulemanpur, Sunamganj
www.shahjalalmadrasa.com
(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.
May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205
You can make donations by PayPal by logging into our website

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 488 7990
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Directors
Kamruz Zaman Shuheb
Gulam Kibria Oyes

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasanul Hoque Uzzal
Sub Editor
Shaleh Ahmed
Head of Marketing
Md Joynal Abedin

Sylhet Bureau Chief
Md Moin Uddin Monju
Dubai Correspondent
Md Sarwar Uddin Rony
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

হামের সংক্রমণ ও মৃত্যু এবং আমাদের করণীয়

হামের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে বর্তমানে বিশেষ টিকাদান কর্মসূচির আওতায় ছয় মাস থেকে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের টিকা দেওয়া হচ্ছে। তবে নিয়মিত টিকাদানের সময়সূচি আগের মতোই রাখা হয়েছে।হামের উপসর্গ ও হামে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা যখন ৪০০ পেরিয়েছে, খবরটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। একই সঙ্গে মৃত্যুর পরিসংখ্যান সঠিকভাবে প্রকাশ না করাটা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের গাফিলতি ও হাম ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতার বহিঃপ্রকাশ।

হামের সংক্রমণ ও মৃত্যু ঠেকাতে ৫ এপ্রিল থেকে হাম-রুবেলা টিকা ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে। চলবে ২০ মে পর্যন্ত। এই টিকা ক্যাম্পেইনে ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী ১ কোটি ৮০ লাখ ১৬ হাজার ৯১৪ জন শিশুকে টিকাদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, লক্ষ্যমাত্রার ৯৯ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। তবে টিকাদান পরিস্থিতি দ্রুত যাচাই পদ্ধতি (আরসিএম) থেকে ইউনিসেফ বলছে, এখনো শহর এলাকায় ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ এবং গ্রাম এলাকায় ১৫ শতাংশ শিশু টিকা পায়নি।ঢাকা ও ঢাকার বাইরে যাচাই করা তথ্যেও এর সত্যতা মিলেছে। বিশেষ করে ঢাকার নিম্নবিত্ত ও ফুটপাতের ভাসমান পরিবারগুলোর শিশুদের একটি অংশ টিকার আওতার বাইরে রয়ে গেছে।প্রায় নির্মূল হওয়া হাম এ বছর যেভাবে দেশব্যাপী সংক্রমণ ও শিশুমৃত্যুর কারণ হয়ে উঠেছে, তা আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থার ভঙ্গুরতার প্রতিচ্ছবি। প্রতিদিন শিশুমৃত্যুর মিছিল পরিবারগুলোর জন্য অন্তহীন ট্র্যাজেডির জন্ম দিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যেই সরকার হামের টিকার সংকট ও শিশুমৃত্যুর ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। হামে কেন এত শিশুর মৃত্যু হলো এবং এ ক্ষেত্রে কারও গাফিলতি ছিল কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে শুধু দায় নির্ধারণ ও দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহি নিশ্চিত করাটাই যথেষ্ট নয়, ভবিষ্যতে যাতে এমন জরুর স্বাস্থ্য সংকট তৈরি না হয়, সেই ব্যবস্থা করাটাও জরুরি।জনস্বাস্থ্যবিদেরা মনে করেন, হামের সংক্রমণ ও মৃত্যু কমাতে কমপক্ষে ৯৫ শতাংশ শিশুকে টিকার আওতায় আনা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে শিশুদের একটি অংশ যদি টিকার বাইরে থেকে যায় তাহলে মে মাসের মধ্যে সংক্রমণ উল্লেখযোগ্য কমানোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করাটা কঠিন হয়ে যেতে পারে। ইতিমধ্যে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি থেকে বাদ পড়া শিশুদের খুঁজে বের করে হামের টিকার আওতায় আনার জন্য স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তবে আমরা মনে করি, নাগরিক সমাজ, এনজিও, শিক্ষকসহ অংশীজনদের অন্তর্ভুক্ত করা গেলে সব শিশুকেই টিকার আওতায় আনা সম্ভব।

অন্তর্বর্তী সরকারের ভুল নীতির কারণে টিকার যে সরবরাহব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল, সেখান থেকে বেরিয়ে সরকার দ্রুততার সঙ্গে হামের টিকা সংগ্রহ এবং টিকা ক্যাম্পেইন শুরু করতে পেরেছে, সেটা নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী পদক্ষেপ। তবে হামের চিকিৎসা ও টিকাদানের ক্ষেত্রে একটা সমন্বিত পরিকল্পনার ঘাটতি এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান। জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে আইসিইউসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামের ঘাটতিতে অনেককেই হামে আক্রান্ত শিশুকে নিয়ে ঢাকায় ছুটতে হচ্ছে। এতে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। জনস্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞদের মতামত বা পরামর্শের চেয়ে বাস্তবতার নিরিখে পদক্ষেপ, এমন নীতিতে চলার কারণে হাম ব্যবস্থাপনায় একটা সমন্বয়হীনতা তৈরি হয়েছে।

আমরা মনে করি, জনস্বাস্থ্যবিদ বে-নজির আহমেদ যথার্থই বলেছেন, টিকার ব্যাপারে প্রচার-প্রচারণায় ঘাটতি রয়েছে। এট সত্যি যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে টিকা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যে অপপ্রচার চলছে, তাতেও অনেকে সন্তানের টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। আবার ৯ মাসের বদলে ৬ মাস বয়সী শিশুদের হামের টিকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হওয়ায় শিশুদের ক্ষতি হবে কি না, তা নিয়ে অনেক মায়ের মধ্যে দ্বিধা কাজ করছে।

হামের সংক্রমণ ও মৃত্যু বন্ধে অবশ্যই সব শিশুকে টিকার আওতায় আনতে হবে। এর জন্য দরকার সমন্বিত উদ্যোগ। অভিভাবকেরা যাতে দ্বিধা কাটিয়ে শিশুদের টিকা দিতে উৎসাহিত হন, সে জন্য প্রচার-প্রচারণা বাড়াতে হবে। সরকারের পাশাপাশি জনগণকে এই ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে। সামাজিক সচেতনতা খুবই জরুরি।

নিয়ম মেনে চললে বদলে যাবে বাংলাদেশ

ড. মোহা. হাছানাত আলী

বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনার নাম, একটি সংগ্রামের ইতিহাস, একটি অদম্য জাতির পরিচয়। এই দেশ বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা পেরিয়ে আজ উন্নয়নের মহাসড়কে দাঁড়িয়ে আছে। তবুও প্রশ্ন জাগে, কেন আমরা এখনো কাঙ্ক্ষিত শৃঙ্খলা, সুশাসন ও ন্যায্যতার জায়গায় পৌঁছাতে পারিনি? সমস্যার তালিকা দীর্ঘ– দুর্নীতি, অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, ট্রাফিক বিশৃঙ্খলা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের বৈষম্য, প্রশাসনিক জটিলতা– সবই যেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু গভীরভাবে ভাবলে দেখা যায়, এই জটিল সমস্যাগুলোর একটি সহজ, অথচ শক্তিশালী সমাধান রয়েছে। শুধু নিয়ম মানলেই বাংলাদেশের সব কিছু বদলে দেয়া সম্ভব। এটি কোনো কল্পনা নয়, কোনো আবেগতাড়িত উচ্চারণ নয়; বরং একটি বাস্তবসম্মত ও পরীক্ষিত সত্য। নিয়ম– সভ্যতার প্রথম শর্ত।

সভ্যতার শুরুই হয়েছিল নিয়ম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। মানুষ যখন বুঝতে শিখল যে, একে অপরের অধিকারকে সম্মান না করলে সহাবস্থান সম্ভব নয়, তখনই নিয়মের জন্ম। আইন, বিধি, শৃঙ্খলা এসব কোনো রাষ্ট্রের অলংকার নয়, বরং অস্তিত্বের ভিত্তি।

বাংলাদেশে আমরা প্রায়ই আইন তৈরি করি, কিন্তু মানি না। সড়কে ট্রাফিক আইন আছে, কিন্তু তা ভাঙা যেন এক ধরনের স্বাভাবিক অভ্যাস। সরকারি অফিসে সময়সূচি আছে, কিন্তু তা মানার বাধ্যবাধকতা অনেক ক্ষেত্রে নেই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নীতিমালা আছে, কিন্তু প্রয়োগে ঘাটতি প্রকট। ফলে নিয়ম বইয়ের পাতায় থাকে, বাস্তব জীবনে নয়।

ঢাকার সড়কে একদিন দাঁড়িয়ে থাকলেই বোঝা যায়– আমাদের সমস্যার বড় একটি অংশের নাম 'নিয়ম না মানা'। লাল বাতি অমান্য করা, ফুটপাত দখল করা, উল্টো পথে গাড়ি চালানো এসব যেন দৈনন্দিন চিত্র। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই সমস্যার সমাধান কি খুব কঠিন? উত্তর হলো, না। যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ট্রাফিক আইন মেনে চলে, তবে কয়েক দিনের মধ্যেই দৃশ্যপট পাল্টে যেতে পারে। উন্নত বিশ্বের শহরগুলোতে কোনো জাদু নেই; আছে কেবল নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা।

দুর্নীতি আসলে নিয়ম ভাঙার আরেক নাম। যেখানে নিয়ম আছে কিন্তু তা ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করা হয়, সেখানেই দুর্নীতির জন্ম। একটি ফাইল দ্রুত এগিয়ে নিতে ঘুষ দেওয়া, টেন্ডারে অনিয়ম করা, ক্ষমতার অপব্যবহার সবই নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। বাংলাদেশে দুর্নীতি একটি বহুল আলোচিত বিষয়। কিন্তু এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র হলো নিয়ম মেনে চলা এবং নিয়ম প্রয়োগ নিশ্চিত করা। যখন নিয়ম ভাঙার সুযোগ থাকবে না, তখন দুর্নীতিও কমে আসবে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নীতিমালার অভাব নেই। কিন্তু প্রয়োগের সংকট প্রকট। কারিকুলাম আছে, মূল্যায়ন পদ্ধতি আছে, শিক্ষক নিয়োগের নিয়ম আছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এসব নিয়ম যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় না।

যদি শিক্ষক সময়মতো ক্লাস নেন, শিক্ষার্থীরা নিয়মিত উপস্থিত থাকে, পরীক্ষায় নকল বন্ধ হয়– তাহলেই শিক্ষার মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। এখানে বড় কোনো সংস্কারের প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন শুধু বিদ্যমান নিয়মগুলোর কঠোর প্রয়োগ। শৃঙ্খলার অভাবে স্বাস্থ্যখাতে মানবিক বিপর্যয় ঘেটেছে। হাসপাতালে দীর্ঘ লাইন, ডাক্তারদের অনুপস্থিতি, রোগীদের ভোগান্তি– এসব সমস্যা প্রায়ই আমরা দেখি। অথচ, স্বাস্থ্যসেবার জন্য নির্ধারিত নিয়মগুলো যদি ঠিকভাবে মানা হয়, তাহলে অনেক সমস্যাই সহজে সমাধান করা সম্ভব। ডাক্তারদের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত থাকা, রোগীদের সিরিয়াল মেনে চলা, ওষুধ সরবরাহে স্বচ্ছতা– এসবই নিয়মের অংশ। কিন্তু যখন

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, আমরা কেন নিয়ম মানি না? এর উত্তর লুকিয়ে আছে আমাদের মানসিকতায়। আমরা অনেক সময় মনে করি, নিয়ম ভাঙা কোনো বড় বিষয় নয়; বরং এটি এক ধরনের বুদ্ধিমত্তা। এই মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে।

নিয়ম মানা হয় না, তখন সেবার মান কমে যায়।

একটি রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের আস্থা অনেকাংশে নির্ভর করে প্রশাসনের ওপর। যদি প্রশাসন নিয়ম মেনে চলে, তবে জনগণের আস্থা বাড়ে; আর যদি নিয়ম ভঙ্গ হয়, তবে আস্থা ভেঙে পড়ে।

বাংলাদেশে অনেক সময় দেখা যায়, আইন সবার জন্য সমানভাবে প্রয়োগ হয় না। এই বৈষম্য দূর করতে হলে প্রয়োজন নিয়মের নিরপেক্ষ প্রয়োগ। নিয়ম মানা শুধু রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নয়; এটি ব্যক্তিগত দায়িত্বও। আমরা যদি নিজ নিজ জায়গা থেকে সচেতন হই, তাহলে সমাজে বড় পরিবর্তন আসতে পারে।

রাস্তা পরিষ্কার রাখা, নির্ধারিত স্থানে ময়লা ফেলা, অন্যের অধিকারকে সম্মান করা এসব ছোট ছোট নিয়ম মানার মধ্যেই বড় পরিবর্তনের বীজ নিহিত থাকে। নিয়ম মানলেই গতি পাবে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি।

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করে নিয়মের ওপর। কর প্রদান, ব্যবসায়িক নীতিমালা অনুসরণ, শ্রম আইন মেনে চলা এসবই অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে। বাংলাদেশে যদি সবাই নিয়মিত কর প্রদান করে এবং ব্যবসায়িক নৈতিকতা বজায় রাখে, তবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আরও দ্রুত হতে পারে।

রাজনীতিতেও নিয়ম মানার সংস্কৃতি প্রয়োজন। রাজনীতি একটি দেশের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে। কিন্তু যদি রাজনৈতিক অঙ্গনে নিয়ম মানার সংস্কৃতি না থাকে, তাহলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা কঠিন হয়ে পড়ে। সংবিধান মেনে চলা, নির্বাচনী বিধি অনুসরণ, সহনশীলতা বজায় রাখা এসবই নিয়মের অংশ। এগুলো মানা হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা সম্ভব। নিয়ম মানতে নাগরিকের মানসিকতার পরিবর্তন জরুরি। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, আমরা কেন নিয়ম মানি না? এর উত্তর লুকিয়ে আছে আমাদের মানসিকতায়। আমরা অনেক সময় মনে করি, নিয়ম ভাঙা কোনো বড় বিষয় নয়; বরং এটি এক ধরনের বুদ্ধিমত্তা। এই মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। নিয়ম মানা দুর্বলতার নয়, বরং শক্তির পরিচয়, এই ধারণা সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা অত্যন্ত উচ্চ। সড়কে শৃঙ্খলা, প্রশাসনে স্বচ্ছতা, শিক্ষায় নৈতিকতা সবকিছুই নিয়মের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। তারা কোনো জাদু দিয়ে উন্নত হয়নি; তারা শুধু নিয়ম মেনে চলেছে। বাংলাদেশও একই পথে এগোতে পারে।

সম্ভাবনার বাংলাদেশে নিয়ম মানলেই পজিটিভ পরিবর্তন সম্ভব। বাংলাদেশের সম্ভাবনা অপরিসীম। তরুণ জনগোষ্ঠী, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি– সবকিছুই আমাদের এগিয়ে যাওয়ার শক্তি।

কিন্তু এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে প্রয়োজন নিয়মের প্রতি অটল শ্রদ্ধা। পরিবর্তনের সূচনা আমাদের হাতেই।

বাংলাদেশ বদলাতে কোনো অলৌকিক শক্তির প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই বড় কোনো বিপ্লবের। প্রয়োজন শুধু একটি ছোট, কিন্তু শক্তিশালী সিদ্ধান্ত, আমরা নিয়ম মানবো। যদি প্রতিটি নাগরিক নিজ নিজ জায়গা থেকে নিয়ম মেনে চলে, তাহলে পরিবর্তন অনিবার্য। সড়ক থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান– সবখানেই শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।

তাই আজ সময় এসেছে নিজেকে প্রশ্ন করার– আমি কি নিয়ম মানছি? যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তবে পরিবর্তনের পথে আমরা এক ধাপ এগিয়ে গেছি। আর যদি 'না' হয়, তবে এখনই সময় নিজেকে বদলানোর। কারণ সত্যটি খুবই সর শুধু নিয়ম মানলেই

ভিসা আবেদনের ব্যাংক স্টেটমেন্টে বাধ্যতামূলক কিউআর কোড থাকতে হবে

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বিদেশে ভিসা আবেদনের ক্ষেত্রে জমা দেওয়া ব্যাংক স্টেটমেন্ট, সলভেন্সি সার্টিফিকেট ও বিনিয়োগসংক্রান্ত নথিতে এখন থেকে বাধ্যতামূলকভাবে কিউআর কোড সংযুক্ত করতে হবে। এসব নথি দ্রুত ও সহজে যাচাই করতে নতুন নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। মঙ্গলবার (১২ মে) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ-১ এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করে।

সার্কুলারে বলা হয়, বিভিন্ন দেশের ভিসা আবেদনের সময় বাংলাদেশি নাগরিকদের দূতাবাস বা ভিসা সেন্টারে বিভিন্ন ব্যাংক নথি জমা দিতে হয়। তবে তাৎক্ষণিক যাচাইয়ের কার্যকর ব্যবস্থা না থাকায় দূতাবাস ও ভিসা সেন্টারগুলো জটিলতায় পড়ছে। এতে ভিসা প্রক্রিয়ায় সময় ও প্রশাসনিক ব্যয় বাড়ছে।

এ পরিস্থিতিতে ব্যাংক স্টেটমেন্টসহ সংশ্লিষ্ট নথি ডিজিটালভাবে দ্রুত যাচাইয়ের ব্যবস্থা চালু করতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, কিউআর কোড স্ক্যান করলে গ্রাহকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেখা যাবে। এর মধ্যে থাকবে অ্যাকাউন্ট নম্বর, হিসাবধারীর নাম, স্টেটমেন্টের শুরুর ও শেষের স্থিতি এবং নথি তৈরির তারিখ। এসব সুবিধা নিশ্চিত করতে ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক আরও জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট তথ্য অন্তত ছয় মাস সংরক্ষণ করতে হবে এবং যাচাইযোগ্য অবস্থায় রাখতে হবে।

সার্কুলারে বলা হয়েছে, নির্দেশনা বাস্তবায়নে ব্যাংকগুলোকে আগামী ৯০ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি সাইবার নিরাপত্তা ও তথ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিধি মেনে চলতে হবে। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর ৪৫ ধারার ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

সৌদি আরবে পৌঁছেছেন বাংলাদেশি ৫২,৩৫০ হজযাত্রী

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : এ বছর পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ্যে আজ পর্যন্ত ১৩৪টি হজ ফ্লাইটে মোট ৫২ হাজার ৩৫০ জন বাংলাদেশি হজযাত্রী সৌদি আরবে পৌঁছেছেন।

বাংলাদেশ হজ অফিসের পরিচালক মো. লোকমান হোসেন জানান, আজ সকাল ১০টা পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে জেদ্দায় মোট ১৩৪টি হজ ফ্লাইট পরিচালিত হয়েছে।

হজ বুলেটিন অনুযায়ী, সৌদিতে গতকাল পর্যন্ত ১৩ জন বাংলাদেশি হজযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে ১০ জন পুরুষ এবং তিনজন নারী রয়েছেন। বাংলাদেশি হজযাত্রীদের মধ্যে ১১ জন মক্কায় এবং দু'জন মদিনায় মারা যান।

বুলেটিনে আরো বলা হয়েছে, সৌদি মেডিকেল টিম গতকাল পর্যন্ত ২৪ হাজার ৯৩৯ জন হজযাত্রীকে চিকিৎসা সেবা দিয়েছে। আর আইটি হেল্পডেস্ক ১৫ হাজার ২০ জনকে সেবা দিয়েছে।

হজ অফিসের পরিচালক জানান, এ বছর বাংলাদেশ থেকে মোট ৭৮ হাজার ৫০০ জনকে হজ পালনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে ৪ হাজার ৫৬৫ জন সরকারি ব্যবস্থাপনায় এবং ৭৩ হাজার ৯৩৫ জন বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালন করবেন।

মোট ৬৬০টি এজেন্সি হজ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে রয়েছে ৩০টি প্রধান এজেন্সি এবং ৬৩০টি সমন্বয়কারী এজেন্সি।

এয়ারলাইনভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ৬৩টি ফ্লাইটে ২৫ হাজার ৪৬ জন, সৌদিয়া এয়ারলাইন্সের ৪৯টি ফ্লাইটে ১৮ হাজার ৮৪৮ জন এবং ফ্লাইনাস এয়ারলাইন্সের ২২টি ফ্লাইটে ৮ হাজার ৪৫৬ জন হজযাত্রী সৌদি আরবে পৌঁছেছেন।

বাকি ২৬ হাজার ২৬ জন হজযাত্রী নির্ধারিত এয়ারলাইন্সের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে সৌদি আরব পৌঁছাবেন বলে জানান পরিচালক।

এর আগে, গত ১৭ এপ্রিল রাত ১১টা ৫৭ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ৪১৮ জন হজযাত্রী নিয়ে প্রথম হজ ফ্লাইট (বিজি৩০০১) জেদ্দার বাদশাহ আব্দুল আজিজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্দেশে ছেড়ে যায়। ফ্লাইটটির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

ঢাকাস্থ সৌদি দূতাবাস এখন পর্যন্ত মোট ৭৮ হাজার ৩৭৬টি ভিসা ইস্যু করেছে। এর মধ্যে রয়েছে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৪ হাজার ৪৫৪টি এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৭৩ হাজার ৯২২টি।

সৌদি আরবে চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ২৬ মে পবিত্র হজ পালিত হওয়ার কথা রয়েছে। হজের আনুষ্ঠানিকতা শেষে আগামী ৩০ মে জেদ্দা থেকে ফিরতি ফ্লাইট শুরু হবে এবং ৩০ জুন পর্যন্ত তা চলবে।

পাবনায় লিচুর বিচি গলায় আটকে শিশুর মৃত্যু

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : পাবনার ভাঙ্গুড়ায় লিচুর বিচি গলায় আটকে হোসাইন নামে সাত মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (১২ মে) দুপুরে উপজেলার অষ্টমনিষা ইউনিয়নের হরিহরপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। হোসাইন ওই গ্রামের মাসুদ হোসেনের ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বাড়ির উঠানে লিচুর বিচি পড়েছিল। শিশু হোসাইন খেলার সময় সকলের অজান্তে লিচুর বিচি মুখে দেয়। এতে লিচুর বিচি তার গলায় আটকে ছটফট করতে থাকে। এ সময় পরিবারের লোকজন বিচি বের করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরে মুমূর্ষ অবস্থায় শিশুটিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত্যু ঘোষণা করেন।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক আরাফাত ইসলাম বলেন, হাসপাতালে নিয়ে আসার পূর্বেই শিশুটির মৃত্যু হয়। ভাঙ্গুড়া থানার অফিসার ইনচার্জ সাফিউল আযম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা রুজু হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ৩ প্রসিকিউটর নিয়োগ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নতুন ৩ জন প্রসিকিউটর নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তারা হলেন মাগফুর রহমান শেখ, ড. মোহাম্মদ অলি মিয়া, ব্যারিস্টার রাফিউল ইসলাম। মঙ্গলবার আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ নতুন ৩ জন প্রসিকিউটরকে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

তাতে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন ১৯৭৩ অনুসারে ট্রাইব্যুনালের মামলা পরিচালনার জন্য এই তিন জনকে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত তাদের নিয়োগ প্রদান করা হলো। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

প্রজ্ঞাপনে, মাগফুর রহমান শেখ কে ডেপুটি অ্যার্টনী জেনারেল পদমর্যাদায়, ড. মোহাম্মদ অলি মিয়া এবং ব্যারিস্টার রাফিউল ইসলাম কে সহকারী অ্যাটর্নী জেনারেল পদমর্যাদায় নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।

সীমান্তে কাঁটাতার; ভারতের সঙ্গে আলোচনা হবে কূটনৈতিক চ্যানেলে : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নিয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে কূটনৈতিক চ্যানেলে আলোচনা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, 'আমাদের কনসার্ন নিরাপত্তা এবং যেন পুশ-ইন না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা।'

সীমান্ত দিয়ে যেন কোনো ধরনের 'পুশ-ইন' না হয়, সে বিষয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে (বিজিবি) সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

মঙ্গলবার (১২ মে) আসন্ন কুরবানি ঈদে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে এক সভা শেষে গণমাধ্যমে এসব কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

কারাগারে আসামির সঙ্গে বাদীর বিয়ে

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ঢাকার কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলার আসামির সঙ্গে বাদীর বিয়ে হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাদের স্বজনের উপস্থিতিতে ধর্মীয় রীতি মেনে এ বিয়ে সম্পন্ন হয়। কারাসূত্র জানায়, বিয়ের কাগজপত্র আদালতে দাখিলের পর জামিন পাবেন মামলার আসামি ও বর তরিকুল ইসলাম (২৬)।

কারা অধিদপ্তরের সহকারী মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন ও গণমাধ্যম) জান্নাত-উল ফরহাদ সমকালকে বলেন, যাত্রাবাড়ী থানার একটি মামলায় কারাগারে রয়েছেন তরিকুল ইসলাম। তার আইনজীবীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত ধর্ষণের অভিযোগে করা মামলার ভুক্তভোগীর সঙ্গে কারাগারে বিয়ের আদেশ দেন। বিয়ে সম্পাদনের শর্তে তার জামিনও মঞ্জুর করেন।

আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী, বর-কনের পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে কাজী ডেকে রেজিষ্ট্রি করে ধর্মীয় রীতিতে বিয়ে সম্পন্ন করা হয়। জ্যেষ্ঠ কারা কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

কারাসূত্র জানায়, তরিকুল দোকানে কাজ করেন। আর কনে (৩৫) স্থানীয় এক দন্ত চিকিৎসকের চেম্বারের সহকারী। দুজনেরই আলাদা সংসার রয়েছে। তারপরও তারা প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে ওই নারী বিয়ের জন্য চাপ দিলে তরিকুল আপত্তি জানান। এ নিয়ে সম্পর্কের অবনতি হলে তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা করেন ওই নারী। পরে ডিএনএ পরীক্ষায় অভিযোগের সত্যতা মেলে। একপর্যায়ে দুই পক্ষ বিয়ে করার মাধ্যমে সমঝোতায় পৌঁছাতে সম্মত হন। তখন আইনজীবী বিষয়টি আদালতকে অবহিত করলে বিচারক তাদের বিয়ের আদেশ দেন। আর বিয়ে সম্পাদনের কাগজপত্র আদালতে দাখিলের শর্তে তরিকুলের জামিনও মঞ্জুর করেন। তবে আদালতের পরবর্তী (জামিন) আদেশ না আসা পর্যন্ত তরিকুলকে কারাগারেই থাকতে হবে।

পাঁচ মিনিটের ব্যায়ামে ঠিক হতে পারে রক্তচাপ

পোস্ট ডেস্ক : দৈনিক মাত্র পাঁচ মিনিট ব্যায়াম করা তেমন কোনো ব্যাপার নয়। বিশেষ করে যদি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ বা কমানোর বিষয় হয়।

সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি অফ কলেজ লন্ডনের 'স্পোর্টস, এক্সরসাইজ অ্যান্ড হেল্‌থ'য়ের করা গবেষণায় এমন তথ্যই মিলেছে।

পর্যবেক্ষণমূলক এই গবেষণার প্রধান ডা. জো ব্লজেট সিএনএন ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, উচ্চমাত্রার শারীরিক কর্মকাণ্ড যেমন- দ্রুত হাঁটা বা সাইকেল চালানোর মতো বিষয় দৈনিক রুটিনে রাখতে পারলে রক্তচাপে উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ে।

প্রায় ১৫ হাজার মানুষকে 'অ্যাক্টিভিটি মনিটরস' পরিয়ে তাদের রক্তচাপ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

'সার্কুলেশন' সাময়িকীতে প্রকাশিত এই গবেষণায় শারীরিক কর্মকাণ্ডকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলো হল- ঘুমানো, অলস স্বভাব, ধীরে হাঁটা, দ্রুত হাঁটা, দাঁড়িয়ে থাকা এবং অধিক মাত্রার বলিষ্ঠ ব্যায়াম। গবেষকরা এসব তথ্য অলস স্বভাবের সঙ্গে কর্মক্ষম থাকার প্রভাবের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেন।

ব্লজেট বলেন, আমরা দেখতে পাই দিনে মাত্র পাঁচ মিনিট ব্যায়ামের সাথে রক্তচাপ কমার সম্পর্ক রয়েছে। আরও ১০ থেকে ২০ মিনিট বেশি সময় ব্যায়ামের সঙ্গে

'ক্লিনিকালি' গুরুত্বপূর্ণভাবে রক্তচাপ পরিবর্তিত হয়। 'ক্লিনিকালি' রক্তচাপ পরিবর্তনের মানে হল- এটা হৃদরোগ এবং স্ট্রোক'য়ের ঝুঁকি কমাতে পারে।

এই তথ্য জানিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেস'য়ের 'সিডার্স-সিনাই মেডিকেল সেন্টার'য়ের 'স্মিড হার্ট ইন্সটিটিউট'য়ের হৃদরোগ বিভাগের গবেষণা-সহ-সভাপতি ও অধ্যাপক ডা. সুসান চেং ইমেইলে সিএনএন'কে বলেন, এই গবেষণা আমাদের বিস্তারিত ভাবে জানায় যে, বেশিরভাগ সময় অলস সময় কাটানো হলেও ছোট পরিবর্তনে কত বড় প্রভাব রাখতে পারে জীবনে।

মাইগ্রেনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি মিলবে যে উপায়ে

পোস্ট ডেস্ক : যাদের মাইগ্রেন রয়েছে তারাই বোঝেন কষ্ট কতটা। সাধারণ মাথার যন্ত্রণার মতো নয়, বরং ১২-১৪ ঘণ্টাও স্থায়ী হয় মাইগ্রেনের যন্ত্রণা। মাথায় যেমন অসহ্য যন্ত্রণা হয়, তেমনই বমি পায়, ঘুম হয় না, গোটা শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে। দুশ্চিন্তা, অনিদ্রা, আবহাওয়া পরিবর্তন, অস্বাস্থ্যকর ডায়েট, একাধিক কারণে মাইগ্রেন কাবু করতে পারে।

স্বাস্থ্যকর ডায়েটই মাইগ্রেনে ভুক্তভোগীদের সাহায্য করতে পারে। তাই মাইগ্রেন থাকলে কী খাবেন, কী

খাবেন না, সে বিষয়ে ধারণা থাকা আবশ্যক।

চিকিৎসকদের মতে, মাইগ্রেন থাকলে সব সময় তাজা খাবার খাওয়া উচিত। সবুজ শাক-সবজি, ফল, দানাশস্য, ডাল, খেতে হবে।

ডায়েটে রাখতে পারেন দই। জীবন থেকে বাদ দিন মিষ্টি, প্রসেসড ফুড।

তবে সব স্বাস্থ্যকর খাবার আবার মাইগ্রেন রোগীর জন্য আদর্শ নয়।

সাইট্রাস যুক্ত ফল এড়িয়ে চলুন।

বাদাম, বিনস বাদ দিন ডায়েট থেকে।

চিজ, সাওয়ার ক্রিম, কটেজ চিজ, বাটারমিল্ক না মুখে তোলাই ভালো।

ডায়েটে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডযুক্ত খেলে যন্ত্রণার তীব্রতা কমে। সূর্যমুখীর বীজ, পনির, ডিম, আমন্ড রাখতে পারেন ডায়েটে।

মোনোসোডিয়াম গুটামেট যুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন।

প্যাকেট জাত খাবার, প্যাকেট জাত সবজি, প্যাকেট জাত মাংস, রেস্তোরাঁর মসলাদার খাবার না খাওয়াই ভালো।

অবশ্যই পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান করুন। পানিশূন্যতা থেকেও মাইগ্রেন দেখা দেয়। যেখানেই যান না কেন, সঙ্গে পানির বোতল রাখুন। ঘন ঘন পানি পান করুন। একটানা পানি পানে আপত্তি থাকলে, হার্বাল টি, গ্রিন টি পান করুন।

বেশি মাত্রায় ক্যাফিন যেন শরীরে না যায়। এমনিতে ক্যাফিনে যন্ত্রণা উপশমের উপাদান থাকলেও বেশি মাত্রায় ক্যাফিন শরীরে গেলে যন্ত্রণা সহ্যের ক্ষমতা বাড়ে। কিন্তু যখন হাতের কাছে ক্যাফিন পাবেন না সেই সময় মাইগ্রেনের যন্ত্রণা শুরু হলে সহ্য করা কঠিন হয়ে যায়। ক্যাফিনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লে তা ছাড়ার সময়ও সমস্যা দেখা দেয়।

খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম করবেন না। সময়ে খাবার খেয়ে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। অনেকক্ষণ পেটে কিছু না গেলেও মাইগ্রেনের যন্ত্রণা শুরু হয়।

নিজের শরীরের সমস্যা নিজেকেই বুঝতে হবে। কোন খাবার খেলে সমস্যা বাড়ছে বোঝার চেষ্টা করুন। প্রয়োজনে ডায়েরি রাখুন। যে দিন মাইগ্রেনের যন্ত্রণা হবে, ঠিক কী খেয়েছিলেন মাথায় রাখতে হবে। প্রতিদিনের তুলনায় অন্য কিছু হলে সেটিকে চিহ্নিত করুন। মাইগ্রেনের যন্ত্রণা লাগাতার ভোগালে অবশ্যই চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

শীতে কাশি- গলা ব্যথা কমাতে কী করবেন

পোস্ট ডেস্ক : ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে। এই সময় অনেকেরই সর্দি- কাশির সমস্যা লেগে থাকে। তাছাড়া কারও কারও শুকনো কাশি, গলা ব্যথাও হয়। এই সময়ে যারা ঘন ঘন ঠান্ডার সমস্যায় ভোগেন তারা কিছু টিপস মেনে চলতে পারেন। এতে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও বাড়বে।

কী করবেন

গোলমরিচ, মধু

এক চামচ মধুর সঙ্গে গোলমরিচ মিশিয়ে খেলে গলা ব্যথা কমে যায়। শুধু তাই নয়, গলায় যদি কোনও ব্যাকটেরিয়া থাকে তাও ধুর হয়য়। কফ হলে কিন্তু দ্রুত কমবে। এমন কি শুকনো কাশির সমস্যা থাকলে তাও দ্রুত কমবে।

কুলিকুচি করুন

গলা ব্যথা দ্রুত কমাতে গরম পানিতে ৪ থেকে ৫ বার রোজ কুলিকুচি করুন। এতে গলা ব্যথা কমে। কাশির সমস্যা থাকলে তা থেকে মুক্তি পাবেন। এমনকি সর্দির সমস্যা থাকলে তাও কিছুটা কমবে।

আদা

ব্যথা কমাতে আদা খুব কার্যকরী। আদায় প্রচুর পরিমাণে আন্টিইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য আছে। যা শরীরের যেকোনও ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। শুকনো কাশি কমাতেও আদা খেতে পারেন। আদা চায়ে দিয়ে খেতে পারেন। কাঁচা আদা চিবিয়ে খাওয়াও স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভালো।

মধু ও লেবুর রস

শুকনো কাশি এবং গলা ব্যথা কমাতে মধু ও লেবু খুব উপকারী। এক চামচ মধুর সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে অন্তত দিনে ৫ থেকে ৬ বার খান। লেবু মধুতে প্রচুর পরিমাণে আন্টিইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য থাকে যা স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভালো।

দুধ ও হলুদ

দুধে হলুদ মিশিয়ে খেলে দ্রুত গলা ব্যথা থেকে মুক্তি পাবেন। হলুদে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। যা শুকনো কাশি ও সর্দি কমাতে সাহায্য করে। তবে গরম দুধের সঙ্গে হলুদ রাতে খেলে সব থেকে বেশি ভালো হয়।

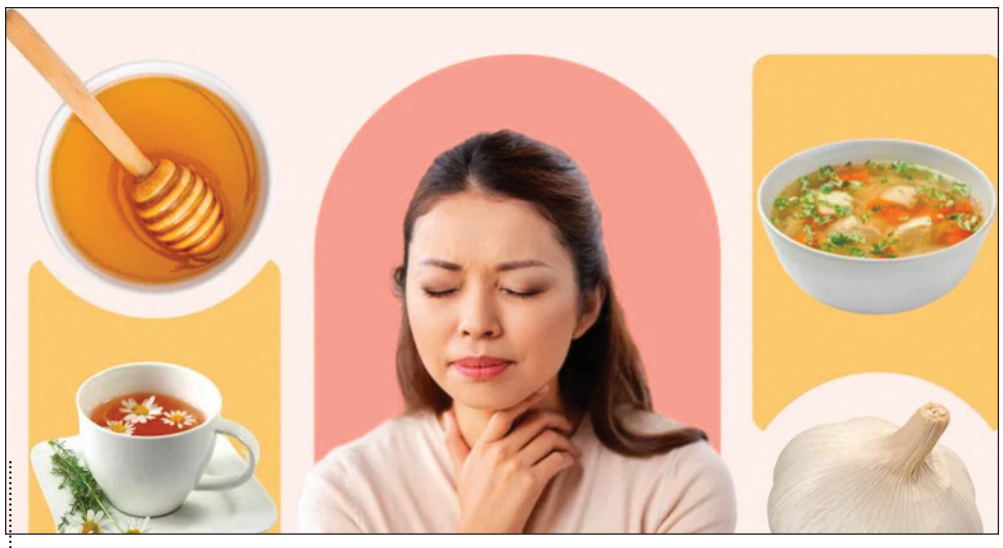

রক্তে কোলেস্টেরল বাড়ছে কিনা বুঝবেন যেভাবে

পোস্ট ডেস্ক : অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসে যে অসুখগুলো সবচেয়ে বেশি হয় তার মধ্যে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যাওয়া অন্যতম। শরীরে কোলেস্টেরল থাকলেই যে বিপদ, এমন কিন্তু নয়। ভালো-খারাপ দুই ধরনের কোলেস্টেরলের মধ্যে ভালো কোলেস্টেরল আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয়। তবে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে তা অবশ্যই চিন্তার বিষয়।

কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয় শরীরের বিপাক হারের ওপরেও। তবে কারণ যা-ই হোক, কোলেস্টেরল বাড়ছে কি না, সেটা সব সময় বোঝা যায় না। তবে কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায়। কোন লক্ষণগুলো দেখে বুঝবেন কোলেস্টেরল বাড়ছে?

১. হাতের তালু দেখেও চিনতে পারেন কোলেস্টেরলের সমস্যা। হাতের তালু কি হলদে হয়ে যাচ্ছে? জন্ডিসেরও একটি লক্ষণ হতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে হাতের তালুর বর্ণ পরিবর্তন হলে চিকিৎসকের কাছে যান।

২. ট্রাইগিসারাইডের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে গেলে, হাত এবং পায়ে ছোট ছোট ফুসকুড়ি বেরোতে পারে। ত্বকের কোনো এমন সমস্যা থাকলে অতি অবশ্যই এই লক্ষণটি নিয়ে সচেতন হন।

৩. শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে অনেক সময়ে চাকা চাকা ফ্যাটভর্তি র‍্যাশ দেখা দেয় ত্বকে। তবে এগুলো সাধারণ র‍্যাশের থেকে বেশ খানিকটা আলাদা। র‍্যাশগুলোতে হলদেটে ভাব থাকে। বিশেষ করে চোখের উপরে দেখা যায় এই ধরনের ফোলা ভাব।

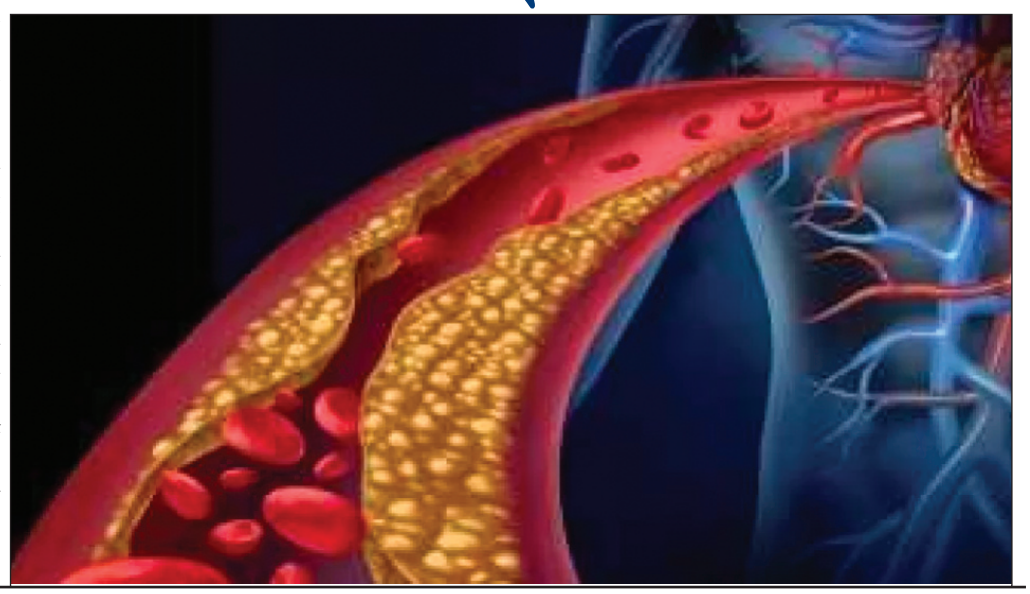

দিরাইয়ে এমপি নাছির চৌধুরীর পত্নীর ৩৮ সেকেন্ডের ভিডিও ভাইরাল

দিরাই (সুনামগঞ্জ) থেকে সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জ ২ দিরাই শাল্লা আসনের সংসদ সদস্য নাছির উদ্দিন চৌধুরীর পত্নী পারভিন আক্তারের ৩৮ সেকেন্ডের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। গত শনিবার ৯(মে) ভিডিওটি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ার পর ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে। বিরূপ মন্তব্য করছেন নেটিজেনরা।

ভিডিওতে নাছির উদ্দিন চৌধুরীর ২য় স্ত্রী পারভীন আকতার শাল্লা উপজেলায় স্থানীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্য করে বলতে শোনা যায়, 'আগামী জুনে আমাদের বাজেট আসবে, সবাই সাবলম্বী হবে, কেউ বেকার থাকবে না। নাছির উদ্দিন চৌধুরী বলছে- আমার ছেলেরা ১৭ বছর কিছুই পায়নি। আগামী জুনে বরাদ্দ আসবে সবাই সাবলম্বী হবে।

তিনি বলেন, কাউকে আমি তিনটা কাজ দেবনা, একটা কাজ দেব- তার সাথে আরও ৪ জন থাকবে। এসময় তার সাথে থাকা হাসি জব্বার নামের নাছির চৌধুরীর এক নারী কর্মী বলেন, তারেক রহমান নিজে নাছির চৌধুরীকে বাবার চেয়েও উপরের সম্মানে রেখেছেন।

ভিডিওটি ভাইরাল হলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে।

ইসলামি বক্তা তাহেরীর স্ট্যাটাসে ক্ষুব্ধ মাধবপুর সাংবাদিক সমাজ

হবিগঞ্জ সংবাদদাতা : হবিগঞ্জ-৪ (মাধবপুর-চুনারুঘাট) আসনের সাংবাদিক সমাজকে নিয়ে আলোচিত ইসলামি বক্তা মুফতী গিয়াস উদ্দিন তাহেরী-এর দেওয়া ফেসবুক স্ট্যাটাসের প্রতিবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় সাংবাদিক নেতারা।

বুধবার (৬ মে) রাতে তাহেরীর ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডি থেকে দেওয়া একটি স্ট্যাটাসকে কেন্দ্র করে সাংবাদিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

স্ট্যাটাসে তিনি লেখেন, 'হবিগঞ্জ-৪, মাধবপুর-চুনারুঘাটের সাংবাদিক ভাইয়েরা কি রাজনৈতিক আধিপত্যবাদীদের রোষানলে পরাধীন? প্রকৃত সাংবাদিক ভাইদের কলমের কালি অর্থের চেয়েও দামি এবং সালামের পর কালাম হবে।'

এমন বক্তব্যকে সাংবাদিক সমাজের প্রতি অসম্মানজনক ও বিভ্রান্তিকর উল্লেখ করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। মাধবপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি মহিউদ্দিন আহাম্মেদ বলেন, 'সাংবাদিকতা একটি স্বাধীন পেশা। মাধবপুর-চুনারুঘাটের সাংবাদিকরা দীর্ঘদিন ধরে সাহসিকতার সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করে আসছেন। কোনো প্রকার রাজনৈতিক চাপ বা আধিপত্যের কাছে সাংবাদিক সমাজ মাথানত করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবে না। আমরা উক্ত মন্তব্যের প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং ভবিষ্যতে সাংবাদিকদের পেশাকে প্রশ্নবিদ্ধ না করার অনুরোধ করছি।'

মাধবপুর উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী বলেন, 'সাংবাদিকদের নিয়ে এমন প্রশ্ন তোলার আগে বাস্তবতা যাচাই করা উচিত ছিল। স্থানীয় সাংবাদিকরা স্বাধীনভাবে জনগণের পক্ষে কাজ করছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন মন্তব্য সাংবাদিক সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করার শামিল। আমরা এমন মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

মাধবপুর রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি এম এ কাদের বলেন, 'সাংবাদিকরা সমাজের দর্পণ। তাদের সম্মানহানি হয়-এমন বক্তব্য অনাকাঙ্ক্ষিত। সাংবাদিকদের কাজ নিয়ে প্রশ্ন তোলার আগে তাদের ত্যাগ ও দায়িত্ববোধের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন ছিল। আমরা তার এমন মন্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি এবং এর তীব্র প্রতিবাদ করছি।'

চুনারুঘাট প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন বাচ্চু বলেন, 'চুনারুঘাট ও মাধবপুরের সাংবাদিকরা সবসময় জনস্বার্থে কাজ করে যাচ্ছেন। সাংবাদিক সমাজকে বিতর্কিতভাবে উপস্থাপন করা দুঃখজনক। গঠনমূলক সমালোচনা গ্রহণযোগ্য হলেও অসম্মানজনক মন্তব্য কাম্য নয়। আমরা এ ধরনের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

তাহেরীর ওই স্ট্যাটাসকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা চলছে। স্থানীয় সাংবাদিকদের অনেকেই স্ট্যাটাসটির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

সুনামগঞ্জে মহাসড়কে টর্চলাইট জ্বালিয়ে সংঘর্ষে এমপিসহ আহত অর্ধশত

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার জাউয়া বাজারে জমি রেজিস্ট্রি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে সুনামগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য কামরুজ্জামান কামরুলসহ অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। শুক্রবার রাতে সুনামগঞ্জ-সিলেট মহাসড়কের জাউয়া বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রায় আড়াই ঘণ্টাব্যাপী চলে এ সংঘর্ষ। এ সময় রাতের অন্ধকারে টর্চলাইট জ্বালিয়ে সংঘর্ষে অংশ নিতে দেখা যায় উভয় পক্ষের লোকজনকে। এতে সুনামগঞ্জ-সিলেট মহাসড়কের উভয় পাশে শত শত যানবাহন আটকা পড়ে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জাউয়া বাজার সংলগ্ন খিদ্রাখাপন গ্রামের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আফরোজ মিয়ার কাছ থেকে প্রায় এক বছর আগে কিছু জমি কিনেছিলেন জাউয়াবাজার কোনাপাড়ার বাসিন্দা মোহাম্মদ আলী। তবে দীর্ঘদিন ধরে তাগিদ দেওয়ার পরও জমির রেজিস্ট্রি সম্পন্ন হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। এ নিয়ে দুই দিন আগে মোহাম্মদ আলী সাবেক চেয়ারম্যান আফরোজ মিয়াকে গালিগালাজ করেন। পরে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে জাউয়া বাজারে আফরোজ মিয়ার লোকজনের সঙ্গে মোহাম্মদ আলীর লোকজনের হাতাহাতি ও মারধরের ঘটনা ঘটে। এর জের ধরে বৃহস্পতিবার বিকেলেও উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি মারধর হয়।

শুক্রবার সন্ধ্যার পরও দুই পক্ষের লোকজন জাউয়া বাজার এলাকায় ফের সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। প্রায় আড়াই ঘণ্টাব্যাপী চলা সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হন।

সংঘর্ষ চলাকালে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সংঘর্ষ স্থলে গেলে আহত হন সুনামগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য কামরুজ্জামান কামরুল।

সংসদ সদস্যের হস্তক্ষেপ ও যৌথবাহিনীর প্রচেষ্টায় দীর্ঘ আড়াই ঘন্টা পর পরিস্থিতে নিয়ন্ত্রনে আসে।

জাউয়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আব্দুল কবির জানান, এক বছর আগে কেনার পরও জমির রেজিস্ট্রি না হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত। দীর্ঘক্ষণ সংঘর্ষে অনেকেই হতাহত রয়েছেন বলে জানা গেছে।

সিলেটের শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতাল চালুর নির্দেশ দিলেন প্রধানমন্ত্রী

সিলেট অফিস : আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রায় শতকোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছিল হাসপাতালটি। কিন্তু যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে ভবনটি নির্মাণ হয়নি। তাই হাসপাতাল ভবন নির্মাণের পর এর দায়িত্ব নিতে যায়নি সরকারের কোন বিভাগ। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সাফ জানিয়ে দেয় গণপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে নির্মিত এ হাসপাতাল সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। মন্ত্রনালয়কে অবগত না করে ও যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে নির্মাণ করায় হাসপাতালটির দায়িত্ব তারা নিবে না। ফলে সিলেটের শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালের পাশে নির্মিত আড়াইশ' শয্যার জেলা হাসপাতালটি পড়ে আছে অব্যবহৃতভাবে।

সিলেটের 'বেওয়ারিশ' এই হাসপাতালটির দিকে এবার নজর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। গত ২ মে সিলেট সফরে এসে তিনি সিলেট জেলা হাসপাতালটি চালুর আশ্বাস দিয়েছিলেন। এবার তিনি হাসপাতালটি চালুর নির্দেশ দিয়েছেন। সিলেট জেলা হাসপাতাল অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকার সংবাদ দেখে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন, প্রতিমন্ত্রী ডা. এম এ মুহিত এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুজ্জামান চৌধুরীসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন।

প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে উপস্থিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের সিলেট জেলা হাসপাতলসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকা ৬টি হাসপাতাল দ্রুত পরিদর্শন করে চালুর নির্দেশ দেন।

একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন, আগামী ২ জুন ২০২৬ তারিখের মধ্যে নির্দেশনা বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির বিষয়ে সার্বিক প্রতিবেদন পেশ করতে

প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি জাহিদুল ইসলাম রনি এ তথ্য জানান।

সুনামগঞ্জে কিশোর-কিশোরী গোপনে বিয়ে করতে গিয়ে পুলিশ হেফাজতে

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বাঘমারা গ্রামের কিশোর হোসেন (১৭)। তার সঙ্গে ফোনে প্রেম হয় সিলেটের ওসমানীনগর উপজেলার দক্ষিণ কালনীচর গ্রামের রুবির (১৬)। দীর্ঘদিন প্রেমের পর তারা সিদ্ধান্ত নেয় বিয়ে করার। সুনামগঞ্জ আদালতে অ্যাফিডেভিট বা নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে বিয়ে করতে বুধবার (৬ মে) আদালতে আসে তারা। কিন্তু তাদের বয়স কম হওয়ায় আদালতের মাধ্যমে বিয়ে পড়াতে বাদ সাধেন আইনজীবী। ছেলে ও মেয়ে দুজনই অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় সদর থানা পুলিশের হেফাজতে পাঠানো হয়। সুনামগঞ্জ সদর মডেল থানার ফেসবুক পেজে ওই কিশোর-কিশোরীর নাম-পরিচয় ও ঠিকানা দিয়ে তাদের অভিভাবকদের খুঁজতে সহায়তার অনুরোধ জানানো হয়। এরপর ফেসুবকে ছড়িয়ে পড়ে।

সুনামগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রতন শেখ বলেন, দুই অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ে আদালতে বিয়ে করতে এসেছিল। বয়স কম হওয়ায় আইনজীবী তাদের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছেন। দুজনের প্রকৃত অভিভাবকদের খোঁজা হচ্ছে। অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাংলাদেশে ১৮ বছরের কম বয়সি মেয়ে এবং ২১ বছরের কম বয়সি ছেলের বিয়ে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন, ২০১৭ অনুযায়ী অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিয়ে দেওয়া বা আয়োজন করার অপরাধে সর্বোচ্চ ২ বছরের কারাদণ্ড ও ১ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

সিলেটে এবার ইসলামী ব্যাংকের ২০ লাখ টাকা ছিনতাই

সিলেট অফিস : সিলেটের গোলাপগঞ্জে মোটরসাইকেল দিয়ে সিএনজি আটকিয়ে ২০ লক্ষ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (১১ মে) দুপুর তিনটার দিকে গোলাপগঞ্জ পৌর এলাকার দাঁড়িপাতন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী সূত্রে জানা যায়, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির গোলাপগঞ্জ শাখা থেকে রাজাগঞ্জ ইসলামী এজেন্ট ব্যাংকের জন্য ২০ লাখ টাকা উত্তোলন করেন ব্যাংকের স্টাফ মোহাম্মদ আলী ও সাফওয়ান আহমদ। এরপর টাকা নিয়ে গোলাপগঞ্জ সিএনজি স্ট্যান্ড থেকে একটি সিএনজি যোগে সিলেট জকিগঞ্জ রোডের দিকে রানাপিং হয়ে রাজাগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। এরপর পৌর এলাকার দাঁড়িপাতন চত্বর এলাকায় পৌঁছালে তিনটি মোটরসাইকেলে করে আসা একদল দুর্বৃত্ত তাদের গতিরোধ করে।বাংলাদেশ সংবাদ

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রথমে একটি মোটরসাইকেল সিএনজির সামনে এসে দাঁড়ায়। পরে আরও দুটি মোটরসাইকেলে থাকা ব্যক্তিরা এসে দেশীয় অস্ত্র প্রদর্শন করে ভয়ভীতি সৃষ্টি করে। একপর্যায়ে ব্যাংক স্টাফ সাফওয়ান আহমদের কাছ থেকে টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায় তারা।

ভুক্তভোগী মোহাম্মদ আলী বলেন, আমরা ব্যাংক থেকে টাকা তুলে রাজাগঞ্জের উদ্দেশে রওনা দেই। দাঁড়িপাতন এলাকায় পৌঁছামাত্র কয়েকজন মোটরসাইকেল আরোহী এসে সিএনজির গতিরোধ করে। তারা অস্ত্র দেখিয়ে ভয়ভীতি সৃষ্টি করে টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়।

এ ব্যাপারে গোলাপগঞ্জ মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ মো. আরিফুল ইসলাম জানান, এ ব্যাপারে একটি অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত চলছে।

সিলেটে সাম্প্রতিক সময়ে ছিনতাইয়ের ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত শুক্রবার সকাল পৌনে ১১ টার দিকে দক্ষিণ সুরমার লালমাটিয়া এলাকায় বিএনপি নেতা নাসিম হোসাইনের ৫০ লাখ টাকা ছিনিয়ে নেয় ছিনতাইকারীরা। এঘটনায় ৯ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও এখনও টাকা উদ্ধার করতে পারেনি।

জামায়াতের নিবন্ধনসহ কয়েকটি মামলায় পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন ফিরিয়ে দিতে আপিল বিভাগের দেয়া পূর্ণাঙ্গ রায়ের কপি প্রকাশ করা হয়েছে। গত বছরের ১লা জুন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন ৪ বিচারপতির আপিল বিভাগের বেঞ্চ রায় ঘোষণা করেন। সোমবার রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপিসহ কয়েকটি মামলায় দেয়া রায়ের পূর্ণাঙ্গ কপি প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ড থেকে খালাস পাওয়া জামায়াতে ইসলামীর নেতা এ টি এম আজহারুল ইসলামের খালাসের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করা হয়েছে।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০২৪ সালের ১লা আগস্ট জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে ৫ই আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। ৮ই আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। এরপর জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ করে জারি করা আগের প্রজ্ঞাপন বাতিল করা হয়।

২০০৮ সালের নভেম্বরে জামায়াতকে নিবন্ধন সনদ দেয় নির্বাচন কমিশন (ইসি)। রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতকে ইসি'র দেয়া নিবন্ধনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ২০০৯ সালে রিট করেন সৈয়দ রেজাউল হক চাঁদপুরীসহ ২৫ ব্যক্তি। চূড়ান্ত শুনানি নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে জামায়াতের নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণা করে ২০১৩ সালের ১লা আগস্ট রায় দেন হাইকোর্টের ৩ সদস্যের বৃহত্তর বেঞ্চ। একইসঙ্গে আদালত এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার সনদ দেন, যা ওই বছরই আপিল হিসেবে রূপান্তরিত হয়। পাশাপাশি হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে নিয়মিত লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন) করে দলটি।

হাইকোর্টের রায় ঘোষণার পরপরই তা স্থগিত চেয়ে জামায়াত আবেদন করে, যা ২০১৩ সালের ৫ই আগস্ট খারিজ করে দেন আপিল বিভাগের তৎকালীন চেম্বার বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী। এরপর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল করে ২০১৮ সালের ৭ই ডিসেম্বর প্রজ্ঞাপন জারি করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। জামায়াতে ইসলামীকে দেয়া নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণা করে দেয়া হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে দলটির করা আপিল ও লিভ টু আপিল ২০২৩ সালের ১৯শে নভেম্বর খারিজ করে আদেশ দেন আপিল বিভাগ। আপিলকারীর পক্ষে সেদিন কোনো আইনজীবী না থাকায় আপিল বিভাগ ওই আদেশ (ডিসমিসড ফর ডিফল্ট) দেন। পরে দেরি মার্জনা করে আপিল ও লিভ টু আপিল পুনরুজ্জীবিত চেয়ে দলটির পক্ষ থেকে পৃথক আবেদন করা হয়। শুনানি নিয়ে ২০২৪ সালের ২২শে অক্টোবর আপিল বিভাগ আবেদন মঞ্জুর (রিস্টোর) করে আদেশ দেন।

এরপর জামায়াতের আপিল ও লিভ টু আপিল শুনানির জন্য আপিল বিভাগের কার্যতালিকায় ওঠে। ২০২৪ সালের ৩রা ডিসেম্বর শুনানি শুরু হয়। আর প্রতীক বরাদ্দের বিষয়ে দলটি একটি আবেদন করে, যা ওই বছর ১২ই মে আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতে ওঠে। সেদিন আদালত আপিল ও লিভ টু আপিলের সঙ্গে শুনানির জন্য আবেদনটি ট্যাগ (একসঙ্গে) করে দেন। আগের ধারাবাহিকতায় শুনানি শেষে ১লা জুন রায় দেন আপিল বিভাগ।

এদিকে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ড থেকে খালাস পাওয়া জামায়াতে ইসলামীর নেতা এ টি এম আজহারুল ইসলামের খালাসের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করা হয়েছে। আজহারুলকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায় এবং মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে এর আগে আপিল বিভাগের দেয়া রায় বাতিল ঘোষণা করা হয়। অন্য কোনো মামলা না থাকলে আজহারুলকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে বলা হয়। মুক্তিযুদ্ধকালের মানবতাবিরোধী অপরাধের কোনো মামলায় রিভিউ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আপিলে এই প্রথম কেউ খালাস পান। উল্লেখ্য, মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ২০১২ সালের ২২শে আগস্ট মগবাজারের বাসা থেকে আজহারুলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

গর্ভের সন্তানের লিঙ্গ প্রকাশ অবৈধ: গর্ভের সন্তান ছেলে না মেয়ে, তা পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারণ ও প্রকাশ করাকে অবৈধ, বৈষম্যমূলক ও অসাংবিধানিক ঘোষণা করে দেয়া হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করা হয়েছে। রায়ে দেশের সব হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের এ-সংক্রান্ত রিপোর্টের তথ্য সংরক্ষণের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে আগামী ছয় মাসের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরির নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর আগে ২০২৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি কাজী জিনাত হকের হাইকোর্ট বেঞ্চ সংক্ষিপ্ত রায় দিয়েছিলেন। ২০২০ সালের ২৬শে জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ইশরাত হাসান গর্ভের শিশুর লিঙ্গ পরিচয় প্রকাশ বন্ধের নির্দেশনা চেয়ে একটি রিট আবেদন করেছিলেন। এডভোকেট ইশরাত হাসান নিজে রিটের পক্ষে শুনানি করেন, তাকে সহযোগিতা করেন এডভোকেট তানজিলা রহমান। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত দাশ গুপ্ত। পর্যবেক্ষণ শেষে রায়ের নির্দেশনায় আদালত বলেন, আগামী ৬ মাসের মধ্যে দেশের সব সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং ক্লিনিকগুলোতে পরিচালিত অনাগত শিশুর ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের তথ্য সংরক্ষণ ও তদারকির জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরি করে তা নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। নির্দেশনাটির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এবং আদালত যেন বিষয়টি ভবিষ্যতে তদারকি করতে পারে, সেজন্য এই রায়কে 'কন্টিনিউয়াস ম্যান্ডামাস' বা চলমান নির্দেশনা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট আদালতে দাখিলেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

চট্টগ্রামে সাংবাদিককে হত্যার হুমকি দিলো সন্ত্রাসী ডেভিড ইমন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : চট্টগ্রামের শীর্ষ সন্ত্রাসী ডেভিড ইমন সাংবাদিক বিপ্লব দে পার্থকে গুলি করে মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হয়েছে। হুমকির ভয়েস রেকর্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার ২৪ ঘণ্টা পার হতেই নিজের ফেসবুক আইডি থেকে ওই সাংবাদিককে নিয়ে পোস্টও দিয়েছেন ইমন। এদিকে, 'বড় সাজ্জাদের ছোট ভাই ডেভিড ইমন' পরিচয়ে মোবাইল ফোনে গালাগাল ও প্রাণনাশের হুমকি দেয়ার অভিযোগে কোতোয়ালি থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন বাংলা টিভি'র চট্টগ্রাম কার্যালয়ের প্রতিবেদক বিপ্লব দে পার্থ।

বিপ্লব দে পার্থ তার জিডিতে উল্লেখ করেন, শনিবার বিকাল ৪টা ৫২ মিনিটে কাজীর দেউড়ী মোড়ে অবস্থানকালে ০১৭১৫৬৮৬৩৮৫ নম্বর থেকে তার হোয়াটসঅ্যাপে কল আসে। কল রিসিভ করলে অপরপ্রান্ত থেকে নিজেকে 'ডেভিড ইমন' পরিচয় দিয়ে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করা হয়। এ সময় '২৪ ঘণ্টার ভেতর গুলি করে হত্যা' করার হুমকি দেয়া হয়। জিডিতে বিপ্লব দে পার্থের ঠিকানা উল্লেখ করা হয়েছে জেএমসেন হল, ২য় তলা, শ্রী শ্রী জন্মাষ্টমী উদ্যাপন পরিষদ কেন্দ্রীয় কার্যালয়, রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম।

হোয়াটসঅ্যাপে দেয়া অডিও বার্তায় ডেভিড ইমন সাংবাদিক বিপ্লবকে বলেন, '...বোলার (ভিমরুল) বাসা বানিয়ে ফেলবো। পুরো শরীরে এমনভাবে গুলি করা হবে, পরিবার গণনাও করতে পারবে না। যা করার, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে করতে হবে। গুলি মানুষ চেনে না।' এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিপ্লব দে পার্থ গণমাধ্যমকে বলেন, 'আমাকে সন্ত্রাসী সাজ্জাদের সহযোগী পরিচয় দিয়ে বিদেশি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে ফোন করেন সন্ত্রাসী ইমন। প্রথমে তিনি ৫০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। টাকা নেই জানালে ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দেন। পরে হোয়াটসঅ্যাপে অডিও বার্তা দিয়েও হুমকি দেয়া হয়।' বিপ্লব দে জন্মাষ্টমী উদ্যাপন পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক। হুমকিদাতা মোবারক হোসেন ওরফে ইমন বিদেশে পলাতক সন্ত্রাসী সাজ্জাদ আলী ওরফে বড় সাজ্জাদের সহযোগী হিসেবে পরিচিত।

বর্তমানে দুবাইয়ে অবস্থান করছেন দাবি করে ডেভিড ইমন ফেসবুকে পোস্ট দেন। এতে তিনি বলেন, পুরো শরীরে এমনভাবে গুলি করা হবে, পরিবার গণনাও করতে পারবে না' এই হেডলাইনের ওই কথাগুলোর সঙ্গে আমার কথার মিল আছে, কিন্তু ৫০ লাখ টাকা চাঁদা দাবির বিষয়টি সম্পূর্ণ মিথ্যা। বিপ্লব দে নিজেকে বাংলা টিভি'র চট্টগ্রাম কার্যালয়ের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হিসেবে পরিচয় দিলেও তার মূল ব্যবসা মাদক। যেহেতু তিনি সাংবাদিক পরিচয়ে আছেন, তাই বেশি কিছু বললাম না।

ডেভিড ইমন আরও বলেন, এখানে চাঁদা দাবির বিষয়ে যে কল রেকর্ডের কথা বলা হচ্ছে, সেটি তাকে হুমকির কোনো রেকর্ড নয়। বিভিন্ন সময় নানা পরিস্থিতিতে উত্তেজিত হয়ে কথা বলার সময় অনেক কিছুই বলেছি; তিনি সেখান থেকেই কথা কাটছাঁট করে বা জোড়াতালি দিয়ে এই অডিও তৈরি করেছেন। তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল। বিভিন্ন সময় নিউজের প্রয়োজনে আমি তাকে টাকাও দিয়েছি। হঠাৎ এমন ভিত্তিহীন অভিযোগ শুনে আমি নিজেও বিস্মিত। আমি নিজের ব্যাপারে বেশি কিছু বলতে চাই না, তবে তিনি কেন এমনটা করছেন- তা আমার জানা আছে।

বিএনপি-জামায়াতের মতামত নিয়েই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি হয়েছিল

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :বিএনপি-জামায়াতসহ রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত নিয়েই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি হয়েছিল বলে জানিয়েছেন সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তিনদিন আগে চুক্তিটি হয়েছিল।

মঙ্গলবার (১২ মে) দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে হাওরে বোরো ধান বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে আলোচনায় এ কথা জানান তিনি।

ফরিদা আখতার বলেন, নির্বাচনের ৩ দিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের বাণিজ্যচুক্তি করা হলেও বিএনপি-জামায়াতসহ বিরোধী দলগুলোর মতামত নিয়েই তা করা হয়েছিল। এ কারণে তারা কেউ এখন এ চুক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলছে না। চুক্তি অনুযায়ী চাইলে চুক্তিটি বাতিল ও সংশোধন করা যাবে।

তিনি বলেন, সবার দাবি তোলা উচিত, এ চুক্তি নিয়ে যেন সংসদে আলোচনা করা হয়। দাবি করা উচিত, চুক্তিটি অবশ্যই সংসদে উত্থাপন করতে হবে। সেখানে আলোচনা করে জনগণের সম্মতি নিয়ে যেন এটা করা হয়।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তিন দিন আগে ৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি অ্যাগ্রিমেন্ট অন রিসিপ্রোক্যাল ট্রেড-এআরটি সই হয়। এ

নিয়ে বর্তমানে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে সচিবালয়ে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার বিষয়ক উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হওয়া বাণিজ্যচুক্তি বাতিল নয়, সরকার সেটি পর্যালোচনা করবে।

তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমি এই ইস্যুতে কথা বলেছি। আমরা সরকারের মধ্যেও এই চুক্তি নিয়ে কিছু পর্যালোচনা করব। এটা খুবই শক্তিশালী চুক্তি এবং এটা বাতিল করে দেওয়ার প্রভাব কী হতে পারে, নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারি।'

চুক্তি বাতিল করার সুযোগ আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, '৬০ দিনের নোটিশ দিয়ে বাতিল করে দেওয়া যাবে। এই চুক্তির মধ্যে আরেকটি শর্ত আছে-দুই দেশ আলোচনার মাধ্যমে চুক্তির বিভিন্ন শর্তে পরিবর্তনও করা যেতে পারে। আমি আমার জায়গা থেকে মনে করি, অন্তত পরের যে অপশনটা, পর্যালোচনা করা-আগে আমাদের সরকারি পর্যালোচনা করা।'

অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন চিত্রনায়ক জায়েদ খান

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : নানা সময় বিভিন্ন কারণে আলোচনায় থাকেন চিত্রনায়ক জায়েদ খান। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থান করলেও দেশটির বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বাঙালি কমিউনিটির অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন তিনি। এবার এমনই এক অনুষ্ঠানে পারফর্ম করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন এই অভিনেতা। ঘটনাটি ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা অঙ্গরাজ্যে।

মঙ্গলবার (১২ মে) একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন জায়েদ খান। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে মোটরসাইকেল চালিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করার সময় দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি।

জানা গেছে, মোটরসাইকেলের সামনে ও পেছনে ফায়ার ওয়াক্স ব্যবহার করা হয়েছিল। সেখান থেকেই আগুন ছিটকে অভিনেতার শরীরে পড়ে যায়।

দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হলেও শরীরের কিছু অংশ পুড়ে যায় তার।

তবে আহত অবস্থাতেই পারফরম্যান্স চালিয়ে যান জায়েদ খান। পরে অনুষ্ঠান শেষে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

বর্তমানে তিনি বিশ্রামে রয়েছেন।

জায়েদ খান বলেন, 'একটুর জন্য প্রাণে বেঁচে গেছি। শরীরে আগুন ধরে গিয়েছিল। সে অবস্থাতেই পারফর্ম করেছি। এ কারণে অবস্থা আরেকটু খারাপ হয়েছে। চিকিৎসা নিয়েছি। ব্যান্ডেজ করে এখন একটু বিশ্রাম করছি।'

অভিনেতা জানান, আরেকটু হলেই বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। তবে দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ায় বড় ক্ষতি থেকে রক্ষা পেয়েছেন তিনি।

বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের মাঠজরিপ শুরু পশ্চিমবঙ্গের

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশ সীমান্তের অরক্ষিত অংশে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু করার ঘোষণা দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তার এ ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সোমবার সীমান্তঘেঁষা বিভিন্ন জেলার প্রশাসন মাঠপর্যায়ে জরিপ কাজ শুরু করেছে। সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের সঙ্গে সমন্বয় করে এই কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। এ খবর দিয়েছে অনলাইন টেলিগ্রাফ।ব্রেকিং নিউজ

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নতুন বিজেপি সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর এই ঘোষণা দেন। রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশ থেকে কথিত অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে এটি ছিল বিজেপির এবারের অন্যতম প্রধান নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলে শুভেন্দু বলেন, সীমান্তে বেড়া নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

তিনি বলেন, আমাদের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই বিএসএফকে জমি হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এখন থেকেই প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে এবং আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে তা সম্পন্ন হবে।

ঘোষণার পরপরই বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অলকানন্দা ভৌয়াল বিএসএফের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে স্বরূপনগর থেকে হিঙ্গলগঞ্জের সমসেরনগর পর্যন্ত সীমান্তের বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকা পরিদর্শন করেন।

বিএসএফ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, স্বরূপনগর থেকে সমসেরনগর পর্যন্ত পুরো সীমান্তের দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৬ কিলোমিটার। এর মধ্যে প্রায় ৪৬ কিলোমিটার ইছামতি নদীর তীরবর্তী নদীবিধৌত এলাকা এবং বাকি ৫০ কিলোমিটার স্থলসীমান্ত। এই স্থলসীমান্তের প্রায় ২০ কিলোমিটার অংশে এখনও কোনো বেড়া নেই।

এক বিএসএফ কর্মকর্তা বলেন, কঠিন নদীপথের অংশ বাদ দিলেও প্রায় ২০ কিলোমিটার স্থলসীমান্ত এখনও অরক্ষিত রয়েছে। এই এলাকাগুলো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং সবসময় কড়া নজরদারিতে রাখা হয়।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বসিরহাটের পুলিশ সুপার সীমান্তের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন এবং পরে বিএসএফ ও পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বেড়া নির্মাণের জন্য জরুরি জমির প্রয়োজন নিয়ে আলোচনা করেন। বসিরহাট পুলিশের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, বিএসএফ কর্মকর্তাদের সঙ্গে জমির প্রকৃত চাহিদা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। জমির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে, যাতে জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করা যায়।

সোমবার নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদাসহ অন্য সীমান্ত জেলাগুলোতেও একই ধরনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। যদিও জেলা প্রশাসন বা বিএসএফ কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে এ বিষয়ে মন্তব্য করেনি। বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তের দৈর্ঘ্য ২ হাজার ২১৬ দশমিক ৭ কিলোমিটার।

বিজেপি দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে আসছে, বিদায়ী তৃণমূল কংগ্রেস সরকার জমি হস্তান্তরে দেরি করায় আন্তর্জাতিক সীমান্তে বেড়া নির্মাণের কাজ ধীরগতির হয়ে পড়ে। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, সীমান্তবাসীর জীবিকা ও জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত উদ্বেগের বিষয়গুলো সমাধান করেই বেড়া নির্মাণ এগিয়ে নেয়া উচিত ছিল। বিএসএফ সূত্র জানিয়েছে, ভারতীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নতুন প্রজন্মের সীমান্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপনের একটি বড় প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রচলিত কাঁটাতারের বেড়ার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় গণপূর্ত বিভাগ নকশা করা ১২ ফুট উঁচু 'আরোহন অযোগ্য' ও 'কাঁটা অযোগ্য' স্টিল জালের বেড়া বসানো হবে।

প্রস্তাবিত 'সিঙ্গেল-রো স্মার্ট ফেন্সিং' ব্যবস্থায় নজরদারি ক্যামেরা, সেন্সর এবং নির্বাচিত অংশে কমপ্রিহেনসিভ ইন্টিগ্রেটেড বর্ডার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা সিআইবিএমএস প্রযুক্তি যুক্ত থাকবে, যাতে তাৎক্ষণিক নজরদারি ও অনুপ্রবেশ শনাক্ত করা যায়। বিএসএফের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অনুপ্রবেশ ও আন্তঃসীমান্ত চোরাচালান ঠেকাতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় বিদ্যমান বেড়াগুলোও নতুন স্মার্ট নকশায় রূপান্তরের পরিকল্পনা রয়েছে।

বিবিসির প্রতিবেদনে লোহমর্ষক বর্ণনা

পাকিস্তানের হামলায় ২৬৯ আফগান নিহত

পোস্ট ডেস্ক : এক বৃষ্টিভেজা সকালে মাসুদা তার ছোট ভাই মিরওয়াইসের কবর জিয়ারত করতে আফগানিস্তানের উত্তর-পশ্চিম কাবুলের একটি পাহাড়ি কবরস্থানে যান। তবে তিনি এখন পর্যন্ত জানেন না তাকে ঠিক কোথায় দাফন করা হয়েছে। দুই মাস আগে পাকিস্তানি বাহিনীর বিমান হামলায় নিহত হয় মাসুদার ভাই।

২০২৬ সালের মার্চে কাবুলের ওমিদ মাদক পুনর্বাসন হাসপাতালে পাকিস্তানি বিমান হামলায় অন্তত ২৬৯ জন নিহত হন। নিহতদের দেশটির পাহাড়ি কবরস্থানে গণহারে দাফন করা হয়।

বিবিসি বলছে, কবরে ঠিক কতজন আছেন তা বলা অসম্ভব। ২৪ বছর বয়সী মিরওয়াইসের মতো অনেকের দেহই শনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব ছিল। পাকিস্তানি হামলায় অনেকের শরীর ছিন্নভিন্ন বা এমনভাবে পুড়ে যায় যে তাদের শনাক্ত করা যায়নি।

আমার ভাইয়ের শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ওর শরীরের প্রায় কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, কথা বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েন ২৭ বছর বয়সী মাসুদা।

ওমিদ মাদক পুনর্বাসন হাসপাতালে পাকিস্তানের ওই হামলা আফগানিস্তানের ইতিহাসে সম্ভবত সর্বকালের সবচেয়ে প্রাণঘাতী হামলা।

মঙ্গলবার জাতিসংঘের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ওই হামলায় নিহত ২৬৯ জনকে শনাক্ত করা গেছে। তবে প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেও স্বীকার করা হয়েছে রিপোর্টে।

পাকিস্তানি বাহিনীর এই হামলাকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে তদন্ত করার দাবি উঠেছে।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলার পরিমাণ বেশ বেড়েছে। এতে নিহতের সংখ্যা কয়েক শ' ছাড়িয়েছে। বেশিরভাগ হতাহতই পাকিস্তানের বিমান হামলায় হয়েছে।

ইসলামাবাদ অভিযোগ করে আসছে, তালেবান সরকার পাকিস্তানে হামলা চালানোর জন্য সন্ত্রাসীদের তাদের ভূখণ্ডে আশ্রয় দিচ্ছে। তবে পাক সরকারের এমন অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে আফগানিস্তান।

আফগানিস্তানে চলতি বছর নিহতদের অধিকাংশই মাদক পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। এটি আফগানিস্তানকে হতবাক করেছে।

ঘটনাস্থলে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া জাতিসংঘ এবং হামলার পরেই ঘটনাস্থলে থাকা বিবিসির আফগান পরিষেবা দলগুলো নিশ্চিত করেছে যে, পাকিস্তানের ওই হামলায় চিকিৎসাধীন বেসামরিক নাগরিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) এটিকে বেআইনি হামলা এবং সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধ বলে অভিহিত করেছে।

তবে পাকিস্তান আফগানিস্তানে বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার বিষয়টি অস্বীকার করেছে। বিবিসিকে দেয়া এক বিবৃতিতে দেশটি বলেছে, কোনো হাসপাতাল, মাদক পুনর্বাসন কেন্দ্র বা বেসামরিক স্থাপনাকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়নি। লক্ষ্যবস্তু ছিল সামরিক ও সন্ত্রাসী অবকাঠামো।

পাকিস্তানের এমন বিবৃতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মাসুদা। তিনি বিবিসিকে বলেন, পাকিস্তান মিথ্যা বলছে। আমি নিজে দেখেছি ওটা কোনো সামরিক শিবির ছিল না। সেখানে এমন ব্যক্তিদের ভর্তি করা হয়েছিল যারা সুস্থ হয়ে নিজেদের পরিবারের কাছে ফিরতে চেয়েছিলেন।

শুধু মাসুদা একা নন, বিবিসি ৩০ জনেরও বেশি ভুক্তভোগীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসা নিয়ে মাদকাসক্তি থেকে সেরে ওঠা ব্যক্তিদের পরিবার ও কেন্দ্রটির কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলেছে বিবিসি। এসব ব্যক্তি পাকিস্তানের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ওই পুনর্বাসন কেন্দ্রে হামলার সময় দায়িত্বে থাকা এক চিকিৎসক বিবিসিকে বলেন, গত ১৬ মার্চ স্থানীয় সময় রাত ৮টা ৫০ নাগাদ কাবুল-জালালাবাদ মহাসড়কের পাশে অবস্থিত স্থাপনাটিতে তিনটি বোমা পড়ে।

তিনি নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে চাননি, কারণ তালেবান সরকারের পক্ষ থেকে কথা বলার কোনো অনুমতি তিনি পাননি।

ওই চিকিৎসক বলেন, একটি বোমা পুনর্বাসন কেন্দ্রে হ্যাঙ্গারের মতো একটি কাঠামোতে আঘাত হানে। সেখানে সাধারণত নতুন ভর্তি হওয়া রোগীদের রাখা হয়। অন্য দুটি বোমা রোগীদের রাখার কন্টেইনার ও কাঠের ব্লক, সেই সঙ্গে খাদ্য গুদাম এবং প্রশাসনিক, নিরাপত্তা ও সহায়ক কর্মীদের কার্যালয়ে আঘাত হানে।

এই হামলা নিয়ে জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়, হতাহতদের ক্ষতির প্রধান কারণ ছিল স্প্লিন্টারের আঘাত ও দগ্ধ হওয়া। এতে আরও বলা হয়েছে যে, আঘাতের তীব্রতার কারণে বা দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ায়বেশ কয়েকটি মৃতদেহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। ওই চিকিৎসক বিবিসিকে আরও বলেছেন, আমি আমার জীবনে এমন ভয়াবহ দৃশ্য কখনো দেখিনি।

ট্রাম্পকে হত্যাচেষ্টা নাকি 'সাজানো নাটক'?

পোস্ট ডেস্ক : গত ২৫ এপ্রিল এক ডিনার পার্টিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যাচেষ্টার ঘটনাকে ঘিরে জনমতে বিভক্তি দেখা গেছে। 'বিস্ময়কর' এক জরিপে দেখা গেছে, প্রায় প্রতি চারজন আমেরিকানের মধ্যে একজন মনে করেন, ট্রাম্পের উপস্থিতিতে গুলির ঘটনাটি ছিল 'সাজানো নাটক'।

অনলাইন সংবাদ যাচাইকারী প্রতিষ্ঠান নিউজগার্ড পরিচালিত এক জরিপে অংশ নেওয়া ২৪ শতাংশ আমেরিকানের ধারণা, ঘটনাটি ছিল 'সাজানো নাটক'। প্রকাশিত জরিপে দেখা যায়, ৪৫ শতাংশ অংশগ্রহণকারী মনে করেন, ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণের ঘটনায় সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

তবে ৩২ শতাংশ এ বিষয়ে কোনো মতামত দেননি।

২৮ এপ্রিল থেকে ৪ মে পর্যন্ত পরিচালিত এই জরিপে অংশ নেন এক হাজার মার্কিন নাগরিক। জরিপটি পরিচালনা করে গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইউগভ। এতে প্রবীণদের তুলনায় তরুণদের মধ্যে ঘটনাটিকে 'সাজানো নাটক' হিসেবে দেখার প্রবণতা বেশি।

দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট বলছে, জরিপ অনুযায়ী, ডেমোক্রেটিক পার্টির সমর্থকদের প্রতি তিনজনের একজন বিশ্বাস করেন যে ট্রাম্পের ওপর হামলার ঘটনাটি পরিকল্পিত নাটক হতে পারে। অন্যদিকে রিপাবলিকান সমর্থকদের প্রতি আটজনের মধ্যে একজন একই মত প্রকাশ করেছেন।

জরিপের ফলাফল নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে নিউজগার্ডের সম্পাদক সোফিয়া রুবিনসন বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত বিস্ময়কর। তবে এই ফলাফলগুলো সরকারের পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যমের প্রতি আমেরিকানদের বিদ্যমান ব্যাপক সংশয়কেই জোরালোভাবে তুলে ধরেছে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক মতাদর্শের যে প্রান্তেরই মানুষ হোক না কেন, ক্রমেই তারা বর্তমান প্রশাসন এবং সংবাদমাধ্যম-উভয়ের প্রতিই আস্থাহীন হয়ে পড়ছেন; অথচ অনলাইনে দেখা যাচাইহীন তথ্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে তারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করছেন না।

অন্যদিকে হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র ডেভিস ইঙ্গল এক বিবৃতিতে বলেন, যদি কেউ মনে করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজেই নিজের ওপর হত্যাচেষ্টার নাটক সাজিয়েছেন, তাহলে তাকে নির্বোধ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

প্রসঙ্গত, গত ২৫ এপ্রিল ওয়াশিংটনের ওয়াশিংটন হিল্টন হোটেলে অনুষ্ঠিত হোয়াইট হাউজ করেসপন্ডেন্টদের ডিনার পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। প্রথম মেয়াদে তিনি কখনো এ অনুষ্ঠানে যোগ দেননি। এটি ছিল তার প্রথম অংশগ্রহণ।

ঘটনার পরপরই সন্দেহভাজন হামলাকারী কোলে টমাস অ্যালেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত সপ্তাহে তার বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্টকে হত্যার ষড়যন্ত্রসহ চারটি গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে।

আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন হিমন্ত শর্মা

পোস্ট ডেস্ক : টানা দ্বিতীয়বার আসামে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মঙ্গলবার (১২ মে) গুয়াহাটিতে আয়োজিত এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপি-এনডিএ শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা উপস্থিতি ছিলেন।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সদ্য দায়িত্ব গ্রহণ করা শুভেন্দু অধিকারীও হাজির হয়েছিলেন। পাশাপাশি দেশটির কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপির শীর্ষ নেতারাও যোগ দিয়েছিলেন ওই অনুষ্ঠানে।

এবারে বিধানসভা নির্বাচনে আসামে এনডিএ দুই-তৃতীয়াংশ আসন নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে।

ক্ষমতাসীন বিজেপি এবার রাজ্যটিতে ৮২টি আসন জিতেছে। এ ছাড়া তার

মিত্র দল অসম গণ পরিষদ (এজিপি) এবং বোডোল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ) প্রত্যেকে ১০টি করে আসন পেয়েছে।

তোপের মুখে কিয়ের স্টারমার

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাজ্যের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির মারাত্মক পরাজয়ের পর থেকে প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার নিজ দলের মন্ত্রী ও এমপিদের তোপের মুখোমুখি হয়েছেন। তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করানোর জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইভেট কুপারসহ অন্তত চারজন শীর্ষ ক্যাবিনেট মন্ত্রী একটি সুশৃঙ্খল ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করতে চাপ দিচ্ছেন। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা থেকে ইতোমধ্যে চারজন জুনিয়র মন্ত্রী পদত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ের স্টারমারকেও পদত্যাগের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এছাড়াও প্রকাশ্যে স্টারমারের পদত্যাগ দাবি করেছেন লেবার পার্টির অন্তত ৮৬ জন এমপি। লেবার পার্টির নিয়ম অনুযায়ী দলীয় প্রধানের নেতৃত্বকে আনুষ্ঠানিকভাবে চ্যালেঞ্জ করতে হলে সংসদীয় দলের অন্তত ২০ শতাংশ অর্থাৎ ৮১ জন এমপির লিখিত সমর্থন প্রয়োজন।

এদিকে তীব্র সমালোচনা ও চাপের মুখেও স্টারমার নিজেকে প্রধানমন্ত্রী পদে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন যে তিনি পদত্যাগ করবেন না এবং দেশকে কোনো বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঠেলে দেবেন না। বরং তিনি সরকারকে পুনর্গঠন করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে ১০০ জনের বেশি এমপি এক বিবৃতি প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। তারা বলেছেন, এখন নেতৃত্বের লড়াইয়ের সময় নয়।

সংকটের মূল কারণ ও বর্তমান পরিস্থিতি :

যুক্তরাজ্যের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে রিফর্ম ইউকে এবং গ্রিন পার্টি উভয় দলই ঐতিহাসিক এবং নজিরবিহীন সাফল্য অর্জন করেছে। মূল দুই দল লেবার ও কনজারভেটিভ পার্টির ভোট ব্যাংক ধসিয়ে দিয়ে তারা এই বড় জয় তুলে নেয়। লেবার পার্টি ইংল্যান্ডজুড়ে প্রায় ১,০০০টি কাউন্সিল আসন হারিয়েছে এবং ওয়েলসে দীর্ঘ ২৭ বছর পর ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে।

নাইজেল ফারাজের নেতৃত্বাধীন ডানপন্থী রিফর্ম ইউকে এই দলটি এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে বড় চমক দেখিয়েছে। দলটির কাউন্সিলর আসন সংখ্যা প্রায় শূন্য থেকে এক লাফে ১,৪৫৩ টিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা মোট ১,৪৫১টি নতুন আসন জয় করেছে। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রিফর্ম ইউকে ইংল্যান্ডের ১৪টি স্থানীয় কাউন্সিলের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে লন্ডনের হ্যাভারিং কাউন্সিল অন্যতম। এছাড়া সান্ডারল্যান্ড, বার্নসলি এবং এসেক্সের মতো লেবার ও কনজারভেটিভদের পুরোনো ঘাঁটিতে তারা জয়লাভ করেছে। ওয়েলস পার্লামেন্ট (সেনেড) নির্বাচনে তারা ৩৪টি আসন জিতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। স্কটল্যান্ডেও ১৭টি আসন জিতে লেবার পার্টির সমান অবস্থান নিশ্চিত করেছে। অন্যদিকে গ্রিন পার্টি পরিবেশবাদী এই দলটিও বামপন্থী ও মধ্যপন্থী ভোটারদের সমর্থন আকর্ষণ করে রেকর্ড পরিমাণ সাফল্য পেয়েছে। গ্রিন পার্টি পুরো যুক্তরাজ্যে ৫৮৭টি আসনে জয়লাভ করেছে। যার মধ্যে ৪১১টি আসনই তারা নতুন করে জিতেছে।

ইতিহাসে প্রথমবারের মতো লন্ডনের ৩টি গুরুত্বপূর্ণ কাউন্সিল হ্যাকনি, লুইশাম এবং ওয়ালথাম ফরেস্ট লেবার পার্টির হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে গ্রিন পার্টি। লন্ডনের বাইরে নরউইচ ও হেস্টিংস কাউন্সিলেও তারা বড় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। লন্ডনের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বারো হ্যাকনিতে জো গ্যারবেট এবং লুইশামে লিয়াম শ্রীবাস্তব গ্রিন পার্টির ইতিহাসে প্রথম নির্বাচিত মেয়র হিসেবে জয়ী হয়েছেন।

স্কটিশ পার্লামেন্টে রেকর্ড ১৫টি আসন পাওয়ার পাশাপাশি ওয়েলস পার্লামেন্টেও প্রথমবারের মতো ২টি আসন জিতে খাতা খুলেছে দলটি।

যুক্তরাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার যদি পদত্যাগ করেন বা তাঁর নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে, তবে লেবার পার্টির নতুন নেতা এবং পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে ৪ জন হেভিওয়েট প্রার্থী সবচেয়ে বেশি আলোচনায় রয়েছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে সম্ভাব্য প্রার্থীরা হলেন:

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ওয়েস স্ট্রিটিং

তিনি বর্তমানে মন্ত্রিসভার সবচেয়ে দক্ষ ও প্রভাবশালী বক্তা হিসেবে পরিচিত। লেবার পার্টির ডান ও মধ্যপন্থী এমপিদের একটি বড় অংশ তাঁকে সমর্থন করছে। তিনি ইতিমধ্যে দলের ২০ শতাংশের বেশি এমপির সমর্থন নিশ্চিত করেছেন বলে গুঞ্জন রয়েছে। স্টারমার দ্রুত পদত্যাগ করলে স্ট্রিটিংয়ের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। দলের বামপন্থী সাধারণ সদস্যরা তাঁর অতিরিক্ত ডানপন্থী বা 'ব্লেয়ারপন্থী' মতাদর্শ পছন্দ নাও করতে পারেন।

গ্রেটার ম্যানচেস্টারের মেয়র অ্যান্ডি বার্নহাম

জনমত জরিপ অনুযায়ী তিনি এই মুহূর্তে যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেবার রাজনীতিবিদ। সাধারণ জনগণ ও দলীয় সদস্যদের মাঝে তাঁর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। তাঁর দীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং উত্তর ইংল্যান্ডের ভোটারদের ওপর তাঁর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

প্রধান বাধা তিনি বর্তমানে ব্রিটিশ সংসদের সদস্য (গচ) নন। লেবার পার্টির নিয়ম অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী হতে হলে তাঁকে প্রথমে কোনো উপ-নির্বাচনে জিতে এমপি হতে হবে। তাঁর সমর্থকরা চাইছেন স্টারমার যেন পদত্যাগের একটি দীর্ঘ সময়সীমা নির্ধারণ করেন যাতে বার্নহাম এমপি হওয়ার সময় পান।

প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী অ্যাঞ্জেলা রেনার

লেবার পার্টির বাম ও নরম-বামপন্থীদের মাঝে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়।

বার্নহাম যদি কোনো কারণে এমপি হয়ে প্রতিযোগিতায় নামতে না পারেন, তবে রেনার নিজেই স্ট্রিটিংয়ের বিরুদ্ধে মূল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াতে পারেন। তিনি প্রকাশ্যে বার্নহামকে সংসদে ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য আবাসন ও কর সংক্রান্ত একটি আইনি বিতর্কের কারণে গত বছর তিনি উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, যা তাঁর ইমেজ কিছুটা ক্ষুণ্ন করেছে।

জ্বালানি মন্ত্রী এড মিলিব্যান্ড - তিনি লেবার পার্টির একজন প্রবীণ নেতা এবং ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত দলের প্রধান ছিলেন।

যদি স্ট্রিটিং এবং বার্নহাম শিবিরের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, তবে 'ঐক্যমত্যের মধ্যবর্তী প্রার্থী' বা অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মিলিব্যান্ডকে বেছে নেওয়া হতে পারে। তিনি অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্ব পালন করে পরবর্তী নির্বাচনের আগে বার্নহামের জন্য পথ ছেড়ে দিতে পারেন।

যুক্তরাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী, ক্ষমতাসীন দলের নেতা পরিবর্তিত হলে সরাসরি সাধারণ নির্বাচন হয় না; বরং নতুন দলীয় নেতাই রাজার আমন্ত্রণে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ব্রিটিশ-বাংলাদেশীদের জয় জয়কার

তাদের ঐতিহ্যবাহী ঘাঁটিগুলোসহ লন্ডনেরও বেশ কিছু এলাকার ভোটে শত শত কাউন্সিল আসন খুইয়েছেন।

অন্যদিকে, রিফর্ম ইউকে ইংল্যান্ডে জিতে নিয়েছে ৩০০'রও বেশি কাউন্সিল আসন। স্কটল্যান্ড এবং ওয়েলশেও তারা ভাল ফল করছে। ভোটের এই চিত্র লেবার পার্টির জন্য শোচনীয়।

এবারের স্থানীয় নির্বাচন ছিল ২০২৯ সালে যুক্তরাজ্যে সাধারণ নির্বাচনের আগে স্টারমার সরকারের জন্য এক বড় ধরনের জনপ্রিয়তার পরীক্ষা।

এই নির্বাচনে গ্রেটার মানচেস্টারের টামসাইড কাউন্সিল এলাকায় প্রায় ৫০ বছরের মধ্যে প্রথম হেরে গেছে লেবার পার্টি। সেখানকার সব আসনই জিতে নিয়েছে রিফর্ম ইউকে পার্টি।

নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায়, চার বরোতেই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রার্থীদের অধিকাংশই মূলধারার বড় রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরে স্বতন্ত্র ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম থেকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছেন। সবচেয়ে বড় সাফল্য এসেছে টাওয়ার হ্যামলেটসে। এই বরোটিতে এসপায়ার পার্টি মনোনীত কাউন্সিলররা বড় জয় পেয়েছেন। ৪৫ সদস্যের কাউন্সিলে দলটি ৩৩টি আসনে জয় পেয়ে রেকর্ড সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। এই ৩৩ জনের সবাই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নির্বাচিত কাউন্সিলরের সংখ্যাও এখানে সবচেয়ে বেশি।

এ ছাড়া এখানে তিনজন লেবার পার্টি থেকে এবং একজন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। একই সঙ্গে টাওয়ার হ্যামলেটসে টানা চতুর্থবারের মতো নির্বাহী মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন লুৎফুর রহমান। তিনি ৩৫ হাজার ৬৭৯ ভোট পেয়ে লেবার পার্টির প্রার্থী সিরাজুল ইসলামকে বড় ব্যবধানে পরাজিত করেন।

২০২৬ সালেরটাওয়ার হ্যামলেটস : ২০২৬ সালের টাওয়ার হ্যামলেটস নির্বাচনে লুৎফুর রহমানের নেতৃত্বাধীন এসপায়ার পার্টি এক ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করেছে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে তারা বরোটিতে তাদের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করেছে।

কাউন্সিলের মোট ৪৫টি আসনের মধ্যে এসপায়ার পার্টি একাই ৩৩টি আসন লাভ করেছে। এর আগে ২০২২ সালের নির্বাচনে তারা ২৪টি আসন পেয়েছিল, অর্থাৎ এবার তারা আরও ৯টি আসন বাড়িয়ে নিয়েছে।

দলের নেতা লুৎফুর রহমান ৩৫,৬৭৯ ভোট (৩৮.৮%) পেয়ে পুনরায় নির্বাহী মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী লেবার পার্টির প্রার্থীর চেয়ে ১৬,২২৫ ভোট বেশি পেয়েছেন।

কে কত টি কাউন্সিলর পদ পেয়েছে

৪৫টি আসনের মধ্যে এসপায়ার ৩৩, লেবার পার্টি ৫, গ্রিন পার্টি ৫, কনজারভেটিভ পার্টি ১, লিবারেল ডেমোক্র্যাটস ১।

উল্লেখ্য ২০২২ সালের ৫ মে অনুষ্ঠিত টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল নির্বাচনে এসপায়ার পার্টি বিশাল জয়লাভ করে কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল।

বরোটিতে লেবার পার্টির সমর্থন নাটকীয়ভাবে কমেছে। তারা ১৯টি আসনের মধ্যে ১৪টিই হারিয়ে মাত্র ৫টি আসনে সংকুচিত হয়ে পড়েছে ।

গ্রিন পার্টির উত্থান

গ্রিন পার্টি তাদের অবস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করেছে, বিশেষ করে বো ইস্ট ও বো ওয়েস্ট ওয়ার্ডের সবকটি আসনে জয়লাভ করে তারা ৫টি আসন লাভ করেছে ।কনজারভেটিভরা আইল্যান্ড গার্ডেনস ওয়ার্ডে তাদের একমাত্র আসনটি ধরে রেখেছে এবং লিবারেল ডেমোক্র্যাটরা শ্যাডওয়েল ওয়ার্ডে একটি আসন পাওয়ার মাধ্যমে কাউন্সিলে পুনরায় প্রতিনিধিত্ব ফিরে পেয়েছে।

লেবার পার্টির বড় বিপর্যয়

টাওয়ার হ্যামলেটসে ২০২৬ সালের নির্বাচনে লেবার পার্টির এই বিপর্যয় দলটির রাজনৈতিক ইতিহাসে নজিরবিহীন এবং সবচেয়ে বড় পরাজয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এর আগে বিভিন্ন সময়ে তারা ধাক্কা খেলেও এবারের মতো এত কম আসনে কখনও সংকুচিত হয়নি।

এ বারের নির্বাচনে লেবার পার্টি মাত্র ৫টি আসন পেলেও ২০২২ সালে ১৯টি আসন পেয়েছিল, যা ছিল তখন পর্যন্ত তাদের ইতিহাসের সর্বনিম্ন আসন সংখ্যা। ২০২৬-এ সেই রেকর্ড ভেঙে তারা আরও ১৪টি আসন হারিয়েছে ।

২০২২ সালের নির্বাচনে লুৎফুর রহমানের এসপায়ার পার্টি ২৪টি আসন জিতে লেবারকে ১৯ আসনে নামিয়ে এনেছিল। তার আগে ২০১৮ সালে লেবার পার্টির দখলে ছিল ৪৫টির মধ্যে ৪২টি আসন। ২০১৮ সালে টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র ছিলেন লেবার পার্টির জন বিগস।

২০১৪ সালেও লেবার পার্টি একবার কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল (তৎকালীন 'টাওয়ার হ্যামলেটস ফার্স্ট'-এর উত্থানের কারণে), তবে তখন তারা ২২টি আসন নিয়ে শক্তিশালী অবস্থানে ছিল । ২০১৪ সালে টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র ছিলেন লুৎফুর রহমান।

তিনি সেই বছর ২২ মে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তাঁর নবগঠিত দল 'টাওয়ার হ্যামলেটস ফার্স্ট' থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

২০১০ সালের ৬ মে অনুষ্ঠিত টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল নির্বাচনে লেবার পার্টি মোট ৪১টি আসন পেয়েছিল। এছাড়া কনজারভেটিভ পার্টি ৮টি আসন,লিবারেল ডেমোক্র্যাটস ১টি আসন ,রেসপেক্ট পার্টি ১টি আসন পেয়েছিল। ২০১০ সালে লেবার পার্টি এর আগের নির্বাচনের তুলনায় ১৫টি আসন বেশি পেয়ে কাউন্সিলে তাদের নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করেছিল।

২০১০ সালের ২১ অক্টোবর টাওয়ার হ্যামলেটসের প্রথম সরাসরি নির্বাচিত নির্বাহী মেয়র ছিলেন লুৎফুর রহমান। সে বছর টাওয়ার হ্যামলেটসে প্রথমবারের মতো সরাসরি মেয়র নির্বাচনের পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল। লুৎফুর রহমান স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মোট ভোটের ৫১.৭৬% (২৩,২৮৩ ভোট) পেয়েছিলেন। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন লেবার পার্টির হেলাল আব্বাস। তিনি ১১,২৫৪ ভোট পেয়েছিলেন।

লুৎফুর রহমান মূলত লেবার পার্টির মনোনীত প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে দল তাকে প্রত্যাহার করে নিলে তিনি স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচন করে জয়ী হন।

উল্লেখ্য যে, ২০১০ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত একটি গণভোটের মাধ্যমে টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দারা সরাসরি মেয়র নির্বাচনের ব্যবস্থার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, সরাসরি নির্বাচিত মেয়র হওয়ার আগে লুৎফুর ২০০৮ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত লেবার পার্টির হয়ে কাউন্সিল লিডার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলে ব্রিটিশ বাংলাদেশী বিজয়ী হলেন যারা : আইল্যান্ড গার্ডেনস ওয়ার্ডে সাদিকুর রহমান (এ্যাসপায়ার পার্টি), ব্লুয়াকওয়াল অ্যান্ড কিউবিট টাউন ওয়ার্ডে মিনারা খাতুন (এ্যাসপায়ার পার্টি), আহমদুর রহমান খান (এ্যাসপায়ার পার্টি) এবং বেলাল উদ্দিন (এ্যাসপায়ার পার্টি), উইভার্স ওয়ার্ডে কবির আহমেদ (এ্যাসপায়ার পার্টি) এবং আমিনা আলী (লেবার), বেথনাল গ্রিন ওয়েস্ট ওয়ার্ডে মুস্তাক আহমেদ (এ্যাসপায়ার পার্টি), আবু তালহা চৌধুরী (এ্যাসপায়ার পার্টি) এবং মিরাজ আমিন রহমান (এ্যাসপায়ার পার্টি), ল্যান্সবারি ওয়ার্ডে ইকবাল হোসাইন (এ্যাসপায়ার পার্টি), ফয়সাল আহমেদ (এ্যাসপায়ার পার্টি), এবং আবুল মনসুর (এ্যাসপায়ার পার্টি), বেথনাল গ্রিন ইস্ট ওয়ার্ডে সাঈদ তারেক আবদুল্লাহ (এ্যাসপায়ার পার্টি), হালিমা ইসলাম (এ্যাসপায়ার পার্টি) এবং আহমদুল কবির (এ্যাসপায়ার পার্টি) , ক্যানারি হোয়ার্ফ ওয়ার্ডে সাঈদ আহমেদ (এ্যাসপায়ার পার্টি) এবং মোহাম্মদ মাইউম মিয়া তালুকদার (এ্যাসপায়ার পার্টি), স্পিটালফিল্ডস অ্যান্ড বাঙলাটাউন ওয়ার্ডে ফয়সাল আহমেদ (এ্যাসপায়ার পার্টি) এবং সুলুক আহমেদ (এ্যাসপায়ার পার্টি), ব্রোমলি সাউথ ওয়ার্ডে বদরুল ইসলাম চৌধুরী (এ্যাসপায়ার পার্টি) এবং শুভ হোসেন (লেবার পার্টি), ব্রোমলি নর্থ ওয়ার্ডে মোহাম্মদ ইলিয়াস (এ্যাসপায়ার পার্টি) এবং আবদুল মান্নান (এ্যাসপায়ার পার্টি), হোয়াইটচ্যাপেল ওয়ার্ডে শাফি আহমেদ (এ্যাসপায়ার পার্টি), আবুল কাশেম হেলাল (এ্যাসপায়ার পার্টি) এবং কামরুল হোসেন (এ্যাসপায়ার পার্টি), সেন্ট ক্যাথারিনস অ্যান্ড ওয়াপিং ওয়ার্ডে আবদাল উল্লাহ (লেবার পার্টি), স্টেপনি গ্রিন ওয়ার্ডে সাবিনা আখতার (এ্যাসপায়ার পার্টি) এবং মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহিদ আলী (এ্যাসপায়ার পার্টি) , সেন্ট ডানস্টানস ওয়ার্ডে শাফিক ইসলাম (এ্যাসপায়ার পার্টি) এবং শেনালি মিয়া (এ্যাসপায়ার পার্টি, শ্যাডওয়েল ওয়ার্ডে মোহাম্মদ হারুন মিয়া (এ্যাসপায়ার পার্টি) এবং রাবিনা খান (লিবারেল ডেমোক্র্যাটস), মাইল এন্ড ওয়ার্ডে রুজি খানম (এ্যাসপায়ার পার্টি), মোহাম্মদ হাসান মাহমুদ (এ্যাসপায়ার পার্টি),

অন্যদিকে নিউহামেও বাংলাদেশি প্রার্থীরা বড় সাফল্য পেয়েছেন। বরোটিতে নির্বাচিত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাউন্সিলরদের মধ্যে ১২ জন নিউহাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি থেকে, ৬ জন লেবার পার্টি থেকে এবং একজন গ্রীন পার্টির হয়ে জয় পেয়েছেন।

একই সঙ্গে রেডব্রিজেও বাংলাদেশি কমিউনিটির শক্তিশালী উপস্থিতি দেখা গেছে। সেখানে নির্বাচিত বাংলাদেশি কাউন্সিলরদের মধ্যে ৯ জন লেবার পার্টি থেকে এবং ৫ জন স্বতন্ত্র ল প্ল্যাটফর্ম থেকে জয় পেয়েছেন। বিশেষ করে ইলফোর্ডকেন্দ্রিক বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বাংলাদেশি প্রার্থীদের প্রভাব আরও বেড়েছে।

অন্যদিকে বার্কিং অ্যান্ড ড্যাগেনহামে নির্বাচিত বাংলাদেশি কাউন্সিলরদের মধ্যে ৮ জন লেবার পার্টির এবং ২ জন গ্রীন পার্টির হয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

পূর্ব লন্ডন ছাড়াও লন্ডনের অন্যান্য বরো ইলিং, ক্রয়ডন, ব্রেন্ট, বামিংহাম, ম্যানচেষ্টার, নিউক্যাসলসহ বিভিন্ন আসনে আরো ৩০ এর অধিক বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত প্রার্থী বিভিন্ন দলের পক্ষ নিয়ে নির্বাচন করে বিজয়ী হয়েছেন। স্থানীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কমিউনিটির রাজনৈতিক ইতিহাসে এটি অন্যতম বড় সাফল্য। এই নির্বাচনে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি থেকে তিন শতাধিক ব্যক্তি প্রার্থী হয়েছিলেন।

অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিকসের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশিরা তাঁদের অভিবাসন যুগের শুরু থেকে পূর্ব লন্ডনে বসবাস শুরু করেন। এই চার বরোতেই উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশি জনসংখ্যা রয়েছে। টাওয়ার হ্যামলেটসে বাংলাদেশিদের অনুপাত প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ। নিউহামে ৪০ থেকে ৫০ হাজার, রেডব্রিজে প্রায় ৩০ হাজার এবং বার্কিং অ্যান্ড ড্যাগেনহামে প্রায় ২০ হাজার বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মানুষের বসবাস রয়েছে।

বার্মিংহামে বাংলাদেশি প্রার্থীদের দাপুটে বিজয় : ব্রিটেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী বার্মিংহামে এবারের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি নতুন করে নিজেদের অবস্থান শক্তভাবে তুলে ধরেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই নির্বাচনে ছয়জন বাংলাদেশি প্রার্থী বিজয়ী হয়ে শহরের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে একটি দৃশ্যমান অগ্রগতির বার্তা দিয়েছেন।

নির্বাচিতদের মধ্যে রয়েছেন, আস্টন ওয়ার্ড থেকে ব্রিটিশ বাংলাদেশি সাংবাদিক আব্দুল মঈন চৌধুরী সুমন এবং বর্তমান কাউন্সিলর মমতাজ হোসেইন। এর মধ্যে সুমন চৌধুরী প্রথমবারের মতো স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচনী অঙ্গনে চমক সৃষ্টি করে বিজয়ের স্বাদ পান।

অন্যদিকে মমতাজ হোসেইন, যিনি পূর্ববর্তী নির্বাচনে প্রথম বাংলাদেশি নারী কাউন্সিলর হিসেবে ইতিহাস গড়েছিলেন, এবার লিবারেল ডেমোক্র্যাটসের হয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো বিজয় নিশ্চিত করেছেন।

লজেলস ওয়ার্ডে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রথমবারের মতো নির্বাচনে অংশ নিয়ে জয়ী হয়েছেন তাজ উদ্দিন। নিউ টাউন ওয়ার্ডে লেবার পার্টির প্রার্থী হিসেবে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন রাশিদা বেগম। গেরেটস গ্রিন ওয়ার্ডে ধারাবাহিক সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে টানা তৃতীয়বারের মতো কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন সাদেক মিয়া সমসু।

একইভাবে টাইসলি ও হাইগেট ওয়ার্ডে গ্রিন পার্টির হয়ে জয়ী হয়েছেন আতিকুর রহমান।

নিউহ্যাম কাউন্সিল : বেকটন : সৈয়দ আহমেদ (লেবার পার্টি), বো-লেইন : মুহাম্মদ তারেক আজিজ (নিউহাম ইনডিপেনডেন্টস পার্টি), ক্যানিং টাউন নর্থ : আলেয়া হোসাইন (লেবার পার্টি), ইস্ট হ্যাম : আবদুল হালিম (নিউহাম ইনডিপেনডেন্টস পার্টি), ইস্ট হ্যাম সাউথ : সানাওয়ার হোসাইন (লেবার পার্টি), গ্রিন স্ট্রিট ইস্ট : সানি চৌধুরী (নিউহ্যাম ইন্ডিপেন্ডেন্টস পার্টি), মোঃ জাকির হোসেন (নিউহ্যাম ইন্ডিপেন্ডেন্টস পার্টি), রহিমা রহমান (লেবার পার্টি), লিটল ইলফোর্ড : ওলি রহমান (নিউহাম ইনডিপেনডেন্টস পাটি), নাসরিন শামীমা (নিউহাম ইনডিপেনডেন্টস পাটি), ম্যানর পার্ক : সালেহা খাতুন (লেবার পার্টি), প্লেইস্টো নর্থ : নিজাম আলী (নিউহাম ইনডিপেনডেন্টস পাটি), জুলফিকার আলী (লেবার পার্টি), প্লেইস্টো দক্ষিণ : এমডি নজরুল ইসলাম (নিউহাম ইনডিপেনডেন্টস পার্টি) তামজীদ হোসেন খান (নিউহাম ইনডিপেনডেন্টস পাটি), ওয়েস্ট হ্যাম : ইব্রাহিম আলম - গ্রিন পার্টি।

এদিকে নিউহাম কাউন্সিলের সভায় নির্বাচিত কাউন্সিলারদের প্রত্যক্ষ ভোটে চেয়ার অব দ্যা কাউন্সিল বা সিভিক মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হন রহিমা। রহিমা রহমান নিউহাম কাউন্সিলের পাঁচবারের নির্বাচিত কাউন্সিলার।

এদিকে নিউক্যাসল কাউন্সিলের গ্রীন পার্টির জয়জয়কার। এখানে এই পার্টি থেকে চারজন ব্রিটিশ বাংলাদেশী বিজয়ী হয়েছেন। তারা হলেন, রওশন উদ্দিন (গ্রিন পার্টি), খালেদ মোশাররফ (গ্রিন পার্টি), হালিমা বেগম (গ্রিন পার্টি), মোহাম্মদ জামাল সরোয়ার (গ্রিন পার্টি)।

ম্যানচেস্টার : ওল্ডহাম থেকে নির্বাচিত হয়েছেন, মুহিবুল্লাহ আবু তালেব এবং ব্রেডফোর্ডে হাসান খান,

বিদ্যুৎ উৎপাদনে নতুন মাইলফলক রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ধাপে ধাপে রিঅ্যাক্টর কোরে মোট ১৬৩টি জ্বালানি অ্যাসেম্বলি স্থাপন করা হয়েছে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কমিশনিং ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে একে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারিগরি ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

রূপপুর প্রকল্পের পরিচালক এবং এটমস্ট্রয়েক্সপোর্ট-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট আলেক্সি ডেইরি জানান, জ্বালানি লোডিংয়ের এই পুরো প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক কোর লোডিং কর্মসূচি, পরিচালনাগত বিধিমালা এবং আন্তর্জাতিক পারমাণবিক নিরাপত্তা মানদণ্ড কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কোনো প্রকার আপস করা হয়নি।

তিনি আরও জানান, পরবর্তী ধাপে রিঅ্যাক্টরের উপরের অংশ স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় 'ইন-কোর ইনস্ট্রুমেন্টেশন সিস্টেম' সংযুক্ত করা হবে। এরপর প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কয়েক ধাপে শত শত অতিরিক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হবে।

এনপিসিবিএল-এর এমডি ড. মো. জাহেদুল হাসান বলেন, খুব শিগগিরই রিঅ্যাক্টরকে ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন স্তরে নেয়া হবে। এরপর ধাপে ধাপে এর ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়াগুলো প্রথম ইউনিটের পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিক উৎপাদনের পথ প্রশস্ত করবে।

দেশে করোনার চেয়েও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে হাম

কোলে ফারজানা-হেলাল দম্পতির সেদিনের বুকফাটা কান্নার ছবি দেখে চোখের পানি আটকাতে পারেনি দেশবাসী। শুধু ফারজানা-হেলাল দম্পতিই নয়; দেশে হামে এ পর্যন্ত ৪৩২ শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

শুধু কি হাম! আগামীতে বাংলাদেশ যেন অপুষ্টির দেশ হওয়ার পথে ধাবিত হচ্ছে। বিগত দিনগুলোতে ভিটামিন-এ ক্যাম্পিং হয়নি, শিশুদের কৃষির ওষুধ খাওয়ানো হয়নি এমনকি মায়েদের গভকালীন ফলিত এসিড দেয়া হয়নি। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে যা হয়েছে তা শুধুই কথামালা আর দোষারোপের চর্চা। অন্তর্বর্তী সরকার হামের টিকা দেয়নি; বর্তমান সরকারের দায়িত্বশীল মন্ত্রী কেবল কথামালা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিদিন হামে কয়েকজন করে শিশু মারা যাচ্ছে; অথচ দায়িত্বশীলদের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। অতীতে বৈশ্বিক মহামারি করোনার সময় প্রথম দিকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীলরা এমনই আচরণ করেছেন। এমনকি কয়েক বছর আগে ডেঙ্গুর মহামারির প্রথম দিকে এমন চিত্রই ছিল। গত দেড় মাসে হামে প্রাণ হারিয়েছে ৪৩২ জন শিশু। তারপর সরকারের টনক নড়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে হামে আর কতশত শিশুর মৃত্যু হলে সরকারের টনক নড়বে?

বাংলাদেশে কার্যত হামের মৃত্যু থামছেই না। বুধবার সারা দেশে হাম ও হামের উপসর্গে আরো ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে ১২৬ জনের হাম শনাক্ত হয়েছে এবং নতুন করে ভর্তি হয়েছে আরো এক হাজার ৬১৫ জন। দৈনিক হিসাবে মহামারি করোনার সময়েও এত মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। স্বাস্থ্য অধিদফতর জানিয়েছে, গত একদিনে হামের উপসর্গ নিয়ে সিলেট বিভাগে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি এই সময়ে ময়মনসিংহ বিভাগে দুইজন ছাড়াও ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে হামের উপসর্গে একজন করে মোট দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। গত ১৫ মার্চ থেকে সরকারি হিসাবে শুধু গত ৫৮ দিনেই সন্দেহভাজন ও নিশ্চিত রোগী ৫৩ হাজার ছাড়িয়েছে। এই সময়ে মোট সাত হাজার ১৫০ জনের হাম শনাক্ত হয়েছে। গত ৪ মে একদিনে রেকর্ড ১৭ জন শিশু মৃত্যুর খবরও স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে স্বাস্থ্য অধিদফতরের এ তথ্যের সঙ্গে বাস্তবে অনেকটা অমিল রয়েছে। কারণ হাম ও হামের উপসর্গে শিশু মৃত্যুর অনেক তথ্য সারাদেশ থেকে অনেক সময় আসে না। আবার অনেক শিশুই কিছু বোঝার আগেই মারা যাচ্ছে। এসব শিশুর তথ্য নেই স্বাস্থ্য অধিদফতরের কাছে। এদিকে বাংলাদেশের হামের প্রাদুর্ভাবকে অনেক আগেই 'উচ্চ ঝুঁকি' সতর্ক করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও), যা এক অর্থে মহামারিই। এক সময়ে বাংলাদেশ থেকে যেই হাম পরিপূর্ণভাবে নির্মূল হয়েছিল সেটি এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো কীভাবে সে প্রশ্নও সামনে আসছে। যদিও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে শিশুদের হামের টিকা দেওয়া হয়নি যথাযথভাবে। ভ্যাকসিনের সংকটে এমন পরিস্থিতিতে পৌঁছেছে। শতভাগ না হোক অন্তত ৮০ শতাংশও শিশুকেও যদি সঠিকভাবে ভ্যাকসিন দেওয়া হতো তাহলে হয়তো পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছত না। তাদের মতে, হামের টিকার তীব্র সংকট ও ক্রয় সংক্রান্ত জটিলতায় দেশে হামের প্রাদুর্ভাব ও শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাদের রিপোর্টে বলেছে, আক্রান্তদের বড় অংশের টিকা নেওয়া ছিল না। আবার কোনো কোনো শিশু প্রথম ডোজ নিলেও দ্বিতীয় ডোজ নেয়নি। যে কারণে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়েছে।

হামে এভাবে প্রতিদিন শিশু মৃত্যুর ঘটনা এবং এই রোগের টিকা নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গাফিলতিকে দুষছেন এ খাতের বিশেষজ্ঞরা। যদিও বর্তমান সময়ে হামের প্রাদুর্ভাব কমাতে এ নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ বিশেষ করে লক্ষণ দেখা দিলে করণীয় বা জনসচেতনতা তৈরিতে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম নেই বললেই চলে। একই সঙ্গে শিশুদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালগুলো প্রস্তুত রাখা বা হাসপাতালগুলোতে বিশেষ তৎপরতা নেই। এমনকি স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে কোনো নির্দেশনাও নেই হাসপাতালগুলোর জন্য।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. মুশতাক হোসেন মনে করছেন, বাংলাদেশের হাম পরিস্থিতি এতটা জটিল আকার ধারণ করার পেছনে টিকা ছিল বড় কারণ। যে কারণে হাসপাতালগুলোর বাইরেও বাড়ি বাড়ি গিয়ে টিকাদান এবং বিমানবন্দর ও স্থল বন্দরগুলোতেও কর্মসূচি চালু করা জরুরি।

গণমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে টিকা কেনার জটিলতা, বিশেষ ক্যাম্পেইন না হওয়ার কারণ, অপারেশন প্ল্যান (ওপি) থেকে সরে আসা এবং হামে রেকর্ড মৃত্যুসহ সামগ্রিক বিষয়ে কথা বলেছেন ডা. সায়েদুর রহমান। ২০২৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে হামের টিকা ক্যাম্পেইন আয়োজন সম্ভব না হওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, আগের দু'টি বিশেষ হাম টিকাদান কর্মসূচি হয়েছিল ২০১৪ ও ২০২০ সালে, অর্থাৎ মাঝে ছয় বছরের ব্যবধান ছিল। পরবর্তী বিশেষ কর্মসূচি ২০২৪ সালে হওয়ার কথা ছিল। তিনি বলেন, ২০২৪ সালের প্রেক্ষাপট ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম ছয় মাস স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত অত্যন্ত জটিল, জরুরি ও সংবেদনশীল অনেক বিষয় মোকাবিলা করতে হয়েছিল। বিশেষ করে জুলাই অভ্যুত্থানে নিহতদের তথ্য যাচাই এবং আহতদের দেশ-বিদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা-ব্যবস্থাপনার সমন্বয় করতে হয়েছে।

পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে ২০২৫ সালের মার্চে বিশেষ হাম কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় এমআর ভ্যাকসিন বরাদ্দ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তপত্র স্বাক্ষর করে ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনার বৈশ্বিক জোট গ্যাভি। তখন ভ্যাকসিনের চালান দুই ধাপে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর এবং ২০২৬ সালের মার্চে দেশে পৌঁছানোর পরিকল্পনা করা হয়। এই পরিকল্পনার বিষয়ে ডা. সায়েদুর রহমান বলেন, সে সময় কোনো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বিশেষ হাম কর্মসূচি জরুরি ভিত্তিতে অবিলম্বে শুরু করার মতো কোনো সতর্কতা, বার্তা, লাল সংকেত বা পরামর্শ ছিল না।

এদিকে ডিপিএম পদ্ধতিতে বাকি ৫০ শতাংশ টিকা কেনার বিষয়ে ২০২৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর ইউনিসেফ লিখিতভাবে ডিপিএম পদ্ধতি অনুসরণের অনুরোধ করে। ৩০ ডিসেম্বর ডিপিএম সুবিধা ব্যাখ্যা করে ইমেইল পাঠায়। পরের বছর ১১ ফেব্রুয়ারি ডিপিএম ও ওটিএম পদ্ধতিতে সময়ের পার্থক্য তুলে ধরে আবারও যোগাযোগ করে সংস্থাটি। এ প্রসঙ্গে ডা. সায়েদুর রহমান বলেন, ইউনিসেফের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ পাওয়ার পর নির্বাচনকেন্দ্রিক ব্যস্ততার ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি নির্বাচিত সরকারের বিবেচনার জন্য রেখে দেওয়া হয়।

সিলেটে ধর্ষণের পর শিশু হত্যা

রাখা হয়। এলাকায় খোঁজাখুঁজি শুরু হলে পরে সেটি সরিয়ে বাড়ির নিচে রাখা হয়। সেখান থেকে দুর্গন্ধ বের হতে শুরু করলে গভীর রাতে পাশের একটি ডোবায় লাশ ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তবে লাশ পানিতে না ডোবায় পাশেই রেখে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। এরপর গত শুক্রবার ফাহিমার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এর দুদিন আগে সে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়েছিল ফাহিমা। কিন্তু অধরা ছিল ফাহিমার পাষণ্ড হত্যাকারী।

এদিকে, শিশু ফাহিমা আক্তারের লাশ উদ্ধারের পর হত্যাকারীদের গ্রেফতার দাবিতে আন্দোলনে নামেন সোনাতলা এলাকাবাসী। এই আন্দোলনকারীদের সাথে মিশে গিয়েছিল অভিযুক্ত জাকির হোসেনও। এমনকি পুলিশ এলাকায় গিয়ে ফাহিমার হত্যাকারীদের খোঁজতে অভিযানে নামলে তাদের সাথে অংশ নেন জাকিরও। পরে তার আচরণ সন্দেহজনক মনে হলে তাকে আটক করে পুলিশ। গ্রেফতারের খবর পেয়ে বিক্ষুব্ধ জনতা জালালাবাদ থানা ঘেরাও করে জাকিরের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ করেন। পরে তার বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেন স্থানীয় লোকজন। গত মঙ্গলবার জাকিরকে আদালতে হাজির করে কারাগারে প্রেরণ করে পুলিশ। এরপর জিজ্ঞাসাবাদে বেরিয়ে আসে রোমহর্ষক তথ্য। এমন তথ্য জানিয়েছে সিলেট মহানগর পুলিশ (এসএমপি)-এর উপ কমিশনার (উত্তর) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।

গত মঙ্গলবার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে সাইফুল ইসলাম বলেন, ঘটনার পর এলাকাবাসী যখন শিশুটিকে খুঁজছিল, তখন অভিযুক্ত জাকিরও তাদের সঙ্গে ছিল। এমনকি পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকার সময়ও সে মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছে। তিনি বলেন, আমরা সকলে এলাকায় গিয়েছি, আমি নিজে গিয়েছি। থানার নারী-পুরুষ সব সদস্য গিয়েছি, আমরা চেষ্টা করেছি, মানুষের সঙ্গে মিশে ঘটনার রহস্য উদঘাটন করতে। সেও (জাকির) চালাক প্রকৃতির। সেও আমাদের সঙ্গে মিশে মিশে এই ঘটনাগুলো সে দেখেছে।

সংবাদ সম্মেলনে আরো জানানো হয়, অভিযুক্তের দেখানো মতে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত চাদর ও ব্রিফকেস উদ্ধার করেছে পুলিশ। এসব আলামত জব্দ করে তদন্তের অংশ হিসেবে পরীক্ষা করা হবে।

মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, এখন পর্যন্ত সরাসরি অন্য কারো সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত থাকলে তাকেও আইনের আওতায় আনা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, এ ঘটনায় হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। মেডিক্যাল রিপোর্ট পাওয়ার পর ধর্ষণের অভিযোগ যুক্ত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। দ্রুত সময়ের মধ্যে তদন্ত শেষ করে আদালতে পুলিশ প্রতিবেদন জমা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানান।

ইরান যুদ্ধে ৩৯টি মার্কিন বিমান ধ্বংস

ফ্লাইট পরিচালনা করেছে। এই বিশাল সংখ্যক অভিযানের মধ্যে ৩৯টি বিমান পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে এবং আরও ১০টি বিমান বিভিন্ন মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির তালিকায় ইরানের আকাশসীমার ভেতরে একটি অত্যাধুনিক 'এফ-৩৫এ লাইটনিং ২' যুদ্ধবিমান আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া এবং একটি 'বোয়িং ই-৩ সেন্ট্রি' বিমান ধ্বংস হওয়ার মতো গুরুতর দাবি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানে হামলা চালালে এই সংঘাতের সূত্রপাত হয়। এর জবাবে তেহরান ইসরায়েল এবং পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন মিত্রদের ওপর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেয়। প্রায় পাঁচ সপ্তাহব্যাপী রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় গত ৮ এপ্রিল একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। তবে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত কূটনৈতিক আলোচনা কোনো স্থায়ী চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হওয়ায় অঞ্চলে এখনো চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।

বর্তমানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা ছাড়াই এই যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়িয়েছেন। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে বড় ধরনের যুদ্ধ বন্ধ রয়েছে, তবুও সংঘাতের প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির এই চিত্র মার্কিন রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, বড় বড় যুদ্ধবিমান হারানোর এই তথ্য ওয়াশিংটনের সামরিক কৌশলে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে। বর্তমানে যুদ্ধ স্থায়ীভাবে অবসানের লক্ষ্যে নেপথ্যে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত থাকলেও দুই দেশের মধ্যকার আস্থার সংকট এখনো কাটেনি।

দুষ্টু মহিষের নাম নেতানিয়াহু

ও চুলের মিল থাকায় ভাইরাল হয় একটি একই জাতের একটি মহিষ। এরই ধারাবাহিকতায় এবার আলোচনায় এসেছে 'নেতানিয়াহু'।

অ্যালবিনো জাতের এই মহিষের ওজন ৭৫০ কেজির বেশি। আচরণেও দেখা যায় যুদ্ধ মনোভাব। শুধু আচরণ নয়; এই মহিষর চুল ও চোখে ইসরাইয়েলের প্রেসিডেন্ট বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সঙ্গে মিল রয়েছে বলে জানালেন দর্শনার্থী ও খামারিরা।

ঘুরতে আসা এক দর্শনার্থী বলেন, মহিষটি এখানে আছে এমন খবর শুনে দেখতে এসেছি। শুনেছি নেতানিয়াহু যেভাবে বিশ্ব নিয়ে খেলা করে, মহিষটিও সেইরকম দুষ্টু প্রকৃতির। খামারি ভাইরা যখন খাবার দিতে যায়, পানি দিতে যায় সেটি খেলা করে, গুঁতো দিতে চায়। শিং নাড়িয়ে সবসময় আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে থাকে। তাকে কেউ আদর করতে চাইলে তাদের দিকেও তেড়ে আসে।

খামার কর্তৃপক্ষ জানায়, এই 'নেতানিয়াহু'র খাবারের তালিকাও রাজকীয়। ঘাস-ভুষির পাশাপাশি তাকে খেতে দেওয়া হয় পুষ্টিকর খাবার। দিনে দুই বেলা গোসল করিয়ে তাকে রাখা হয় ফিটফাট। তবে তার মেজাজটা সবসময় গরম থাকার কারণে রাখালরা একটু দূরত্ব বজায় রেখে তার খেয়াল রাখেন।

এস এস ক্যাটেল ফার্মের একজন রাখাল জানান, ইসরাইয়েলের প্রসিডেন্ট বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু চুল ও চোখের আকৃতি যেমন আমাদের মহিষটাও দেখাতে তেমন। মহিষটি খুব দুষ্টামি করে এবং তার খুব দুষ্টু বুদ্ধি। ওকে আমরা খাবার দিতে গেলেও সে গুঁতো দেয়; ফোঁস ফোঁস করে।

এস এস ক্যাটেল ফার্মের ব্যবস্থাপক মেহেদি বলেন, এটি মূলত অ্যালবিনো জাতের একটি মহিষ। এইরকম ৬টি মহিষ আছে আমাদের খামারে। যারা সবাই দুষ্টু প্রকৃতির। তাই তাদের নাম রাখা হয়েছে 'নেতানিয়াহু- ওয়ান', 'টু' এভাবে করে 'নেতানিয়াহু-সিক্স' পর্যন্ত নাম রাখা হয়েছে। মহিষগুলো দেখতে প্রতিদিন অনেক লোকজন আসছেন।

সৌরঝড়ের ঝুঁকিতে পৃথিবী

পোস্ট ডেস্ক : সূর্যের বুকে শক্তিশালী বিস্ফোরণের পর তৈরি হয়েছে বিশাল এক গহ্বর, আর সেই ঘটনাকে ঘিরেই বাড়ছে বৈশ্বিক উদ্বেগ। পৃথিবীর দিকে ঘুরে আসা সক্রিয় সানস্পট অঞ্চল 'এআর৪৪৩৬' ঘিরে মহাকাশ আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মধ্যে নতুন করে শঙ্কা তৈরি করেছে।

বিজ্ঞানীরা সতর্ক করছেন, বিস্ফোরণের ফলে ছড়িয়ে পড়া চার্জযুক্ত সৌর পদার্থ পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে। এতে পৃথিবীর বুকে প্রলয়ঙ্করী সৌরঝড়ের ঝুঁকি থাকলেও তাৎক্ষণিক বড় ধরনের ঝড়ের শঙ্কা কম, তবুও আগামী কয়েক দিন পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিস্ফোরণের ফলে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়া চার্জযুক্ত সৌর পদার্থ পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রকে স্পর্শ করতে পারে। যদিও বড় ধরনের সৌরঝড়ের সম্ভাবনা কম, তবুও পরিস্থিতির ওপর নিবিড় নজর রাখা হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আরও শক্তিশালী সৌরঝড় পৃথিবীর দিকে আঘাত হানতে পারে।

ভারতীয় মিডিয়া ইন্ডিয়া টুডে বলছে, গত ১০ মে ইউটিসি সময় ১৩:৩৯ মিনিটে অর্থাৎ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩৯ মিনিটে সূর্যের এআর৪৪৩৬ নামে সানস্পট অঞ্চল থেকে শক্তিশালী এম৫.৭ শ্রেণির একটি সৌর বিস্ফোরণ ঘটে। আর এই বিস্ফোরণে সূর্যের বাইরের বায়ুমণ্ডলে বিশাল গহ্বর তৈরি হয়। নাসার সোলার ডাইনামিকস অবজারভেটরি (এসডিও) ধারণ করা অতিবেগুনি চিত্রে সেই গর্ত স্পষ্টভাবে দেখা গেছে।

বিস্ফোরণের সঙ্গে মহাকাশে ছিটকে যায় করোনাল মাস ইজেকশন (সিএমই) নামে পরিচিত চৌম্বকীয় সৌর প্লাজমার বিশাল মেঘও। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, সিএমইটি অল্পের জন্য পৃথিবীকে এড়িয়ে যাবে। তবে ১৩ মে এই সৌর পদার্থ পৃথিবীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সামান্য ভূ-চৌম্বকীয় প্রভাব দেখা দিতে পারে বলে সতর্ক করেছেন তারা।

সোলার অ্যান্ড হেলিওস্ফেরিক অবজারভেটরির (সোহো) তথ্যভিত্তিক মডেল অনুযায়ী, সিএমইয়ের মূল অংশ পৃথিবীর পাশ কাটিয়ে যাবে। তবে বিস্ফোরণের ফলে ছড়িয়ে পড়া চার্জযুক্ত আন্তঃগ্রহীয় গ্যাসের তরঙ্গ পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রকে স্পর্শ করতে পারে। এতে মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি ভূ-চৌম্বকীয় অস্থিরতা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঘটনায় বড় ধরনের ভূ-চৌম্বকীয় ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে পৃথিবীর দিকে ঘুরে আসা এআর৪৪৩৬ অঞ্চলটি ভবিষ্যতে আরও বড় হুমকি হয়ে উঠতে পারে। মহাকাশ আবহাওয়া পর্যবেক্ষকদের ভাষায়, 'এ ধরনের সক্রিয় অঞ্চলগুলোর ওপর খুব সতর্ক নজর রাখা হয়। কারণ পরবর্তী বিস্ফোরণ হয়তো পৃথিবীকে এড়িয়ে যাবে না।'

উদ্বেগের আরেকটি কারণ হলো, গত সপ্তাহে সূর্যের উল্টো পাশে অবস্থান করেও এআর৪৪৩৬ অন্তত পাঁচটি উল্লেখযোগ্য সিএমই তৈরি করেছিল। এতে বোঝা যাচ্ছে, অঞ্চলটি অত্যন্ত অস্থিতিশীল এবং জটিল চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

আগামী কয়েক দিনে সূর্যের ঘূর্ণনের কারণে এই সক্রিয় অঞ্চলটি পৃথিবীর আরও সরাসরি মুখোমুখি অবস্থানে চলে আসবে। ফলে পৃথিবীমুখী সৌর বিস্ফোরণ ও সিএমইয়ের ঝুঁকি দ্রুত বাড়ছে।

মূলত সৌর বিস্ফোরণ বা সোলার ফ্লেয়ার হলো সূর্যের চৌম্বকীয় শক্তির আকস্মিক নিঃসরণ থেকে তৈরি তীব্র তড়িৎচৌম্বকীয় বিকিরণ। আর সিএমই তুলনামূলক ধীরগতির হলেও অনেক বেশি প্রভাব ফেলতে পারে। এগুলো পৃথিবীর দিকে এলে উপগ্রহ, রেডিও যোগাযোগ, জিপিএস ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ গ্রিডে বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

বর্তমানে সূর্য 'সোলার সাইকেল ২৫'-এর সর্বোচ্চ সক্রিয় পর্যায়ের কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে। এই সময়ে সূর্যে চৌম্বকীয় তৎপরতা ও বিস্ফোরণের ঘটনা বেড়ে যায়। এছাড়া গত এক বছরে কয়েকটি শক্তিশালী সৌরঝড়ের কারণে পৃথিবীর তুলনামূলক নিচু অক্ষাংশেও দৃষ্টিনন্দন অরোরা দেখা গেছে। একই সঙ্গে কিছু সময়ের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও বিঘ্ন ঘটে।

এখন বিশ্বের বিভিন্ন মহাকাশ আবহাওয়া সংস্থা এআর৪৪৩৬ অঞ্চলটির ওপর নিবিড় নজর রাখছে। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, এই সানস্পট একইভাবে সক্রিয় থাকলে খুব শিগগিরই পৃথিবী আরও শক্তিশালী সৌরঝড়ের সরাসরি আঘাতের মুখে পড়তে পারে।

ইরানে এক রাতে ৯ বার ভূমিকম্প

পোস্ট ডেস্ক : ইরানের রাজধানী তেহরানের কাছে মাত্র এক রাতের ব্যবধানে টানা নয়বার মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে, যা বিশেষজ্ঞ এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে বড় ধরনের ভূমিকম্পের আশঙ্কা নতুন করে জাগিয়ে তুলেছে।

বুধবার (১৩ মে) ইরানের মেহের নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদনে জানানো হয়, তেহরানের পূর্বাঞ্চলীয় পারদিস এলাকায় এই সিরিজ কম্পন আঘাত হানে। যদিও এসব কম্পনে কোনো হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। তবে ঘনঘন এই ভূকম্পন রাজধানীর নিচে জমে থাকা ভূত্বকীয় চাপ এবং সক্রিয় ফল্ট লাইনগুলোর সক্রিয়তা নিয়ে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

এই কম্পনগুলো তেহরান থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মোশা ফল্ট লাইনের কাছাকাছি অনুভূত হয়েছে, যা ইরানের অন্যতম সক্রিয় ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই ফল্ট লাইনটি রাজধানীর নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি হিসেবে বিবেচিত।

রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, আঘাত হানা কম্পনগুলোর মধ্যে একটির মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৪.৬। সাধারণত এই অঞ্চলে মাঝেমধ্যে কম্পন অনুভূত হলেও, এক রাতের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে এতগুলো ভূকম্পন হওয়া বেশ বিরল ঘটনা।

ভূ-তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ মেহেদি জারে এই পরিস্থিতি নিয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছেন। তিনি জানান, এটি কি জমে থাকা শক্তি নির্গত হয়ে ভবিষ্যতে বড় কোনো ঝুঁকি কমিয়ে দিচ্ছে, নাকি বড় কোনো বিপর্যয়ের আগাম সংকেত দিচ্ছে, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

তবে তিনি সতর্ক করেছেন যে তেহরানের জনঘনত্ব, অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং ভঙ্গুর অবকাঠামোর কারণে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পও বিশাল বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। বিশেষ করে সরু রাস্তা ও ঘিঞ্জি পরিবেশের কারণে জরুরি উদ্ধার কাজ পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়বে।

প্রায় ১ কোটি ৪০ লাখ মানুষের আবাসস্থল এই তেহরান মহানগরী উত্তর তেহরান, মোশা এবং রে-এর মতো একাধিক সক্রিয় ফল্ট লাইনের ওপর বা তার খুব কাছে অবস্থিত। ইরানের বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘ সময় ধরে সতর্ক করে আসছেন যে, তেহরানের সন্নিকটে বড় কোনো ভূমিকম্প হলে তা হবে স্মরণকালের অন্যতম ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়।

২০০৩ সালে বাম শহরে ভয়াবহ ভূমিকম্পে ৩০ হাজার মানুষের মৃত্যুর ক্ষত এখনো ইরানবাসীর মনে টাটকা, আর তাই বর্তমানের এই ধারাবাহিক কম্পনগুলো নতুন করে আতঙ্কের সৃষ্টি করছে।

পবিত্র হজ : ইখলাসপূর্ণ ও রিয়ামুক্ত ইবাদত

গাজী মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম জাবির

তাকওয়া চর্চার গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম কর্মশালা হচ্ছে হজ। মহান আল্লাহ তায়ালা তার সুবিশাল পাঠশালায় ছড়িয়ে রেখেছেন নানামুখী শিক্ষার মহাসমারোহ। সেসব শিক্ষা থেকে তাকওয়া অর্জন করতে পারলে হজ পালন হয়ে ওঠে স্বার্থক ও কল্যাণময়। হজের সেসব কল্যাণমুখী শিক্ষার প্রধানতম বিষয়গুলো হলো- শরিয়তের প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ: দ্বিধাহীন আনুগত্যের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হলো হজ। হজের সব বিধানেই সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে শরিয়তের সব বিধি-বিধানের প্রতি প্রত্যেক মুসলমানের নিঃসংকোচ আনুগত্যের জীবন্ত উপমা। আমাদের চিন্তা-চেতনা ও আমলসমূহ আল্লাহমুখী করা ও আল্লাহর আনুগত্যে সমৃদ্ধ করা ঈমানি চেতনার এক অনিবার্য দাবি। এদিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, 'তোমার রবের কসম। তারা মোমিন হবে না- যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তারা তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করবে; তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব করবে না এবং পূর্ণ সম্মতিতে তা মেনে নেবে।' (সুরা নিসা : ৬৫)।

হজের সেই পবিত্র ভূমিসমূহে আজও তাই সম্মানিত হাজিদের আগমন ঘটে দ্বিধাহীন আনুগত্যের সে মহড়া দেওয়ার জন্যই। হযরত ওমর (রা.) হাজরে আসওয়াদকে চুমো দিতে গিয়ে এ দৃষ্টিভঙ্গিরই স্বার্থক প্রতিধ্বনি করেছেন এ কথা বলে, 'নিশ্চয়ই আমি জানি তুমি একটি পাথর, তুমি কোনো ক্ষতিও করতে পারো না এবং কোনো উপকারও করতে পারো না: রাসুল (সা.) তোমাকে চুম্বন করেছেন। এটা যদি আমি না দেখতাম, তাহলে তোমাকে চুম্বন করতাম না।' (বোখারি: ১৪৯৪)। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেন, 'হযরত ওমর (রা.)- এর এ উক্তির মধ্য দিয়ে দ্বীনি ব্যাপারে শরিয়তের বোধগম্য না হওয়া বিষয়েও শরিয়তের সুন্দর অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হলো। রাসুল (সা.) যা করেছেন, যদি তার অন্তর্নিহিত মর্ম ও উদ্দেশ্য বোঝা না-ও যায়, তবু তার আনুগত্য ও অনুসরণের অপরিহার্যতার ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে শরিয়তের মহান মূলনীতি।' (ফাতহুল বারি: ৩/৪৬৩)।

একত্ববাদের চর্চা ও প্রতিষ্ঠা : মহান হজব্রতের সব বিধান ও কর্মকা-ই তাওহিদ তথা একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের চিন্তা-চেতনা ও কর্মে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করাই হজের অন্যতম লক্ষ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা হজ ও ওমরা আল্লাহর জন্য সম্পন্ন করো।' (সুরা বাকারা : ৯৬)। তাওহিদের চিরন্তন ধারাকে অভ্রান্ত ও নির্ভেজাল রাখার জন্যই সুরা হজে মহান আল্লাহ তায়ালা শিরক তথা তাওহিদবিরোধী সব কর্মকা- সম্পর্কে এভাবে সতর্ক করেন, 'আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক না করে তোমরা মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে বিরত থাকো এবং মিথ্যা কথা পরিহার করো।' (সুরা হজ : ৩০-৩১)।

হজের মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাওহিদকেই প্রিয় নবী (সা.) তার জীবনের মধ্যমণি বানিয়েছেন। এর জন্যই সর্বস্ব উৎসর্গ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, হাজিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো, তালবিয়া পাঠ। আর সেই তালবিয়ার শব্দমালায় এক আল্লাহর সান্নিধ্যে হাজিরা দেওয়া ও তাঁর লা শরিক হওয়ার ঘোষণাই বারবার উচ্চারিত হয়। এর মূল কথাই হলো, তাওহিদযুক্ত আর শিরকমুক্ত ইবাদত পালন। হযরত জাবের (রা.) বলেন, তাওহিদ দিয়েই রাসুল (সা.) তালবিয়া শুরু করলেন ও বললেন, 'আমি হাজির

হে আল্লাহ! আমি হাজির। আমি হাজির, তোমার কোনো শরিক নেই, আমি হাজির। নিশ্চয়ই সব প্রশংসা, নেয়ামত ও রাজত্ব তোমার। তোমার কোনো শরিক নেই।' (মুসলিম: ১২১৮)।

ইখলাস ও ঐকান্তিকতা : ইবাদত পালনে ইখলাস ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা অর্জন হজের বড় একটি শিক্ষা। অর্থাৎ ইবাদত পালনে রিয়া ও লোক দেখানো মনোভাব থেকে যেন দূরে থাকা যায়, সেজন্য মহান রবের দরবারে আকুতি-মিনতি করাও ইখলাস ও তাওহিদমুখিতারই বহিঃপ্রকাশ। এ প্রসঙ্গে আনাস (রা.) সূত্রে একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: রাসুল (সা.) দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ! এমন হজ করার তৌফিক দাও, যা হবে রিয়া বা লোক দেখানো থেকে মুক্ত।' (সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৮৯০)।

ধৈর্য ও অবিচলতা : কোরবানির ঘটনা থেকেই ধৈর্য, অবিচলতা এবং ত্যাগ ও আত্মত্যাগের শিক্ষা লাভ করা সম্ভব। তিনি বলেছিলেন, 'বাবা। আপনাকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আপনি সেটাই করুন। ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন।' (সুরা সাফফাত : ১০২)।

আল্লাহর নিদর্শন ও সীমারেখার প্রতি সম্মান : মহান আল্লাহ তাঁর যেসব নিদর্শন ও নির্ধারিত সীমারেখার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলোকে যথার্থভাবে পালন করাই আল্লাহর নিষ্ঠাবান বান্দা হওয়ার জন্য শর্ত এবং কল্যাণ অর্জনের সোপান। পবিত্র কোরআনে হজের কিছু বিধান উল্লেখ করার পর আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার সম্মান রক্ষা করে, তার রবের কাছে তা উত্তম।' (সুরা হজ : ৩০)। অন্য আয়াতে এসেছে, 'যারা আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে সম্মান করে, তা তাদের হৃদয়ের তাকওয়ার অন্তর্গত।' (সুরা হজ: ৩২)।

উল্লেখ্য, নির্ধারিত সীমারেখা বলতে আগের আয়াতে বর্ণিত হজের কাজগুলোকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে সম্মান প্রদর্শনের অর্থ হলো, সেগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, ভালোবাসা পোষণ ও সেগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইবাদত সঠিকভাবে পালন। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন, 'ইবাদতের প্রাণ হলো, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। যখন এর কোনো একটি অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, তখন ইবাদতটি নষ্ট হয়ে যাবে।' (মাদারিজুস সালিকিন: ২/৪৯৫)।

অন্যদিকে আল্লাহর নিদর্শনগুলোর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন ও তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করা থেকেও কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। বাইতুল্লাহ শরিফে পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কঠিন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'যে ব্যক্তি এতে পাপ কাজ করার ইচ্ছে করবে, আমি তাকে বেদনাদায়ক শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাব।' (সুরা হজ : ২৫)। অন্য আয়াতে এসেছে, 'এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। যারা আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করে, বস্তুত তারাই জালেম।' (সুরা বাকারা : ২২৯)।

মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত হয়ে বিপরীত কাজ : রাসুল (সা.) তার হজের সময় অত্যন্ত সচেতনভাবে মুশরিকদের উল্টো কাজ করতেন। হজ কর্মে ইবরাহিম (আ.)-এর আদর্শের অনুসরণ করতেন। যেসব হজ কর্মে রাসুল (সা.) ইচ্ছাকৃতভাবে মুশরিকদের বিপরীত কাজ করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ক. মুশরিকরা তালবিয়া পড়তে গিয়ে শিরকের ঘোষণা দিত। তারা বলত, 'তবে তোমার একজন শরিক আছে; যার তুমিই মালিক এবং তার যা কিছু রয়েছে, তারও।' (মুসলিম : ২০৩২)। রাসুল (সা.) এসে তালবিয়ায় নির্ভেজাল তাওহিদের ঘোষণা দিলেন। ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করলেন। আর প্রবলভাবে শিরক থেকে দায়মুক্তির অমোঘবাণী উচ্চারণ করলেন 'লা শারিকা লাকা' বলে।

খ. রাসুল (সা.) আরাফার খুতবায় জাহেলি যুগে মুশরিকদের কৃত যাবতীয় শিরকি ও হারাম কার্যকলাপ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার ও দায়মুক্ত হওয়ার যুগান্তকারী ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, 'জাহেলি যুগের সবকিছু আমার দু'পায়ের নিচে দলিত হলো। জাহেলি যুগের সব হত্যা বাতিল বলে ঘোষিত হলো।' (মুসলিম : ১২১৮)।

তাকওয়া অর্জন নিশ্চিত করা : হজ তাকওয়া অর্জনের একটি সমৃদ্ধ পাঠশালা। তাকওয়ার মূল মর্ম হচ্ছে, আল্লাহর সব নির্দেশ রাসুল (সা.)-এর সুন্নাহর আলোকে পালন করা এবং সব নিষেধাজ্ঞা রাসুল (সা.)-এর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী বর্জন করা। হজের ছোট-বড় কাজকর্মের মধ্য দিয়ে তাকওয়ার সে মর্ম গভীরভাবে উপলব্ধি করা সহজ হয়। বরং বলা চলে, হজের সব আমলই মূলত তাকওয়া অর্জনের এক কার্যকরী পদ্ধতি। যেমন-কোরবানি করাও হজের একটি বিশেষ আমল। আর আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'কোরবানির গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না; বরং তোমাদের তাকওয়াই শুধু তাঁর কাছে পৌঁছে।' (সুরা হজ : ৩৭)। আমাদের হজসহ যাবতীয় ইবাদত- বন্দেগী মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করুন, আমিন।

পশু জবাইয়ে বিসমিল্লাহ্ বলার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মুফতি মুহাম্মাদ ইয়াসীন

ইসলামী শরিয়তে হালাল-হারামের বিধান অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রেও এ বিধান কঠোরভাবে প্রযোজ্য। বিশেষ করে জবাইকৃত প্রাণীর গোশত হালাল হওয়ার জন্য কিছু নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করা অপরিহার্য। ফকিহগণের সর্বসম্মত অভিমত হলো, প্রাণী জবাই করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা একটি মৌলিক শর্ত। জবাইকারী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলাবশত 'বিসমিল্লাহ' বলা পরিত্যাগ করে, তাহলে সেই প্রাণীর গোশত হালাল থাকে না; বরং তা হারাম হয়ে যায়। অতএব, যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে কোনো প্রাণী জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা হয়নি, তা সে ইচ্ছাকৃত হোক বা গাফিলতির কারণে তাহলে ওই গোশত ভক্ষণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। এই বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সমাজে এ ব্যাপারে দুঃখজনকভাবে ব্যাপক উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়।

বড় আকৃতির পশু, যেমন গরু বা ছাগল জবাইয়ের সময় আমরা অনেকেই যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করি এবং গুরুত্বের সাথে 'বিসমিল্লাহ' বলি। কিন্তু এর বিপরীতে ছোট প্রাণী বা পাখি, যেমন মুরগি, কবুতর ইত্যাদি জবাইয়ের ক্ষেত্রে সেই গুরুত্ব প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে। যেন বিষয়টি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। এমন একটি মনোভাব অজান্তেই গড়ে উঠেছে। বর্তমান সময়ে বাজারের মুরগির দোকানগুলোতে এ অবহেলা আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে। অনেক দোকানে একসাথে বিপুল পরিমাণ মুরগি জবাই করা হয়, বিশেষ করে হোটেল, রেস্টুরেন্ট বা বিবাহ-শাদীর মতো বড় আয়োজনের জন্য। এইসব ক্ষেত্রে দ্রুততার সাথে কাজ সম্পন্ন করার চাপে 'বিসমিল্লাহ' বলার বিষয়টি প্রায়ই উপেক্ষিত হয়।

দুঃখজনক হলেও সত্য, অনেক কর্মচারী শরীয়তের মৌলিক মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কেই অজ্ঞ। তারা 'বিসমিল্লাহ' বলার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত নয়, আবার তা না বলার ভয়াবহ পরিণতিও তাদের জানা নেই। ফলে দেখা যায়, কউ জবাইয়ের সময় কিছুই উচ্চারণ করে না, কেউ বা অস্পষ্টভাবে কিছু বলে, আবার কেউ শুধু 'আল্লাহু আকবার' বলেই দায় সারে।

এমনও দৃশ্য চোখে পড়ে যে, কেউ মুখে বিড়ি বা সিগারেট নিয়ে জবাই করছে, কেউ মুখে মাস্ক পরে সম্পূর্ণ নীরব অবস্থায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কখনো দেখা যায়, একজন জবাই করছে আর অন্যজন 'বিসমিল্লাহ' বলছে, যা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি অনেক সময় ঠোঁট না নাড়িয়ে কেবল মুখে কিছু আওড়ানোর ভান করা হয়, যা প্রকৃতপক্ষে কোনো গুরুত্ব বহন করে না।

এসব চিত্র আমাদের জন্য নিঃসন্দেহে গভীরভাবে চিন্তার বিষয়। হালাল খাদ্য গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য শুধু একটি সাধারণ কর্তব্য নয়; বরং এটি ঈমান ও আমলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমরা যা খাই, তা আমাদের দেহ-মন এবং ইবাদতের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। তাই হালাল-হারামের ব্যাপারে উদাসীনতা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ প্রেক্ষাপটে আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব, প্রথমত নিজে সচেতন হওয়া এবং দ্বিতীয়ত সমাজের অন্যদের মাঝেও সচেতনতা সৃষ্টি করা। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে বাজারভিত্তিক জবাই প্রক্রিয়ায় যেসব ত্রুটি ও অবহেলা দেখা যায়, তা সংশোধনের জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। আমরা যদি নিজ নিজ অবস্থান থেকে সামান্য সচেতন হই, তাহলে এ সমস্যার অনেকাংশই দূর করা সম্ভব।

বাজার থেকে মাংস ক্রয়ের সময় জবাই প্রক্রিয়া সম্পর্কে যতটা সম্ভব খোঁজ নেওয়া, বিক্রেতাদেরকে বিষয়টির গুরুত্ব বোঝানো এবং প্রয়োজনে শরীয়তের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা আমাদের নৈতিক ও দ্বীনি দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আমরা শুধু নিজের জন্য হালাল খাদ্য নিশ্চিত করবো না, বরং সমাজের সামগ্রিক পরিবেশকেও পবিত্র রাখতে সহায়তা করবো। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বাস্তবধর্মী ও কার্যকর উদ্যোগগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:

১. বিক্রেতা ও মালিককে সচেতন করা : মুরগি বা অন্যান্য প্রাণী বিক্রেতা দোকানদারদেরকে আন্তরিকভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, যেন তারা জবাইয়ের জন্য এমন কর্মচারী নিয়োগ দেন, যারা শরীয়তের বিধান সম্পর্কে অবগত এবং গুরুত্ব সহকারে 'বিসমিল্লাহ' বলে জবাই করে। এ বিষয়ে তাদেরকে বোঝাতে হবে যে, এটি শুধু ধর্মীয় দায়িত্বই নয়, বরং ক্রেতাদের আস্থা অর্জনের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২. জবাইয়ের সময় উপস্থিত থাকা : সম্ভব হলে মুরগি বা অন্য কোনো প্রাণী কেনার সময় নিজে উপস্থিত থেকে জবাই করানো যেতে পারে। এ সময় জবাইকারীকে স্পষ্টভাবে 'বিসমিল্লাহ' বলতে অনুরোধ করা উচিত। এতে একদিকে নিজের দায়িত্ব পালন হয়, অন্যদিকে জবাইকারীও সচেতন হয়ে ওঠে।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
১৫.০৫.২৬ শুক্রবার	3:56	5:17	01:45	6:12	8:45	10:15
১৬.০৫.২৬ শনিবার	3:53	5:14	01:30	6:13	8:47	10:15
১৭.০৫.২৬ রবিবার	3:52	5:54	01:30	6:14	8:48	10:15
১৮.০৫.২৬ সোমবার	3:49	5:12	01:30	6:15	8:50	10:15
১৯.০৫.২৬ মঙ্গলবার	3:48	5:11	01:30	6:16	8:51	10:15
২০.০৫.২৬ বুধবার	3:45	5:09	01:30	6:16	8:53	10:15
২১.০৫.২৬ বৃহস্পতিবার	3:43	5:07	01:30	6:17	8:55	10:15

নামায শুপ্পর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক জয়

পোস্ট ডেস্ক : উদযাপনের উপলক্ষ্য আগেই তৈরি করেছিল বাংলাদেশ। বাকি ছিল শেষ উইকেটটি পড়ার। মিরপুরে সেই কাজটা নাহিদ রানা সারতেই আনন্দে মেতে উঠলো বাংলাদেশ দল। এতে প্রথম টেস্টে ১০৪ রানের ঐতিহাসিক জয় পেয়েছে নাজমুল হোসেন শান্তর দল। শাহিন শাহ আফ্রিদিকে আউট করে ইনিংসে দ্বিতীয়বারের মতো ৫ উইকেটের কীর্তিও গড়েছেন বাংলাদেশি পেসার।

মিরপুরের জয়টি বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম জয়। আর সবমিলিয়ে প্রতিপক্ষের বিপক্ষে একটা টেস্ট জয়ের খোঁজে থাকা বাংলাদেশের এটি হ্যাটট্রিক জয়। ২০২৪ সালের আগস্টে রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে প্রথম জয় পেয়েছিল বাংলাদেশ। সেই সফরে দুই টেস্টের সিরিজে পাকিস্তানকে

ধবলধোলাইও করেছে বাংলাদেশ।

মঙ্গলবার নিজেদের চাওয়া অনুযায়ী লক্ষ্যটা পেয়েছিল পাকিস্তান। কেননা গতকাল দিন শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসে সালমান আলী আগা জানিয়েছিলেন, ২৭০ রানের মতো লক্ষ্য দিলে জয়ের লক্ষ্যেই মাঠে নামবে পাকিস্তান। সালমানরা ২৬৮ রানের লক্ষ্যটা পেলেও শেষ হাসি মোহাম্মদ আশরাফুলের মুখেই দেখা মিলল।

সোমবার বাংলাদেশের ব্যাটিং কোচই জানিয়েছিলেন, প্রতিপক্ষকে ২৬০ রানের লক্ষ্য দিয়ে যদি ৭৫ ওভার বোলিং করার সুযোগ মেলে তাহলে বাংলাদেশ জিতবে।

গুরুর চাওয়া আজ পূর্ণ করেছেন নাহিদ-তাসকিন আহমেদরা। ৭৫ নয়, ৫২.৫ ওভারে পাকিস্তানকে ১৬৩ রানে অলআউট করেছেন তারা। এর মধ্যে শেষ ৭ উইকেট তো ১ ঘণ্টা ৫০ মিনিটে নিয়েছে বাংলাদেশ। তাতে নেতৃত্ব দিয়েছেন নাহিদই।

প্রতিপক্ষের শেষ ৭ ব্যাটারের চারজনকেই শিকার করেছেন তিনি। তার পেস তোপে তাসের ঘড়ের মতো ভেঙে পড়েছে পাকিস্তানের ইনিংস।

পাকিস্তান শেষ ৭ উইকেট হারিয়েছে মাত্র ৪৪ রানে। প্রতিপক্ষের পরাজয় আরও অনেক আগেই হতে পারত যদি না তিনে নেমে ৬৬ রানের ইনিংস খেলতেন আব্দুল্লাহ ফজল। প্রথম ইনিংসেও ফিফটির দেখা পেয়েছেন এই টেস্টেই অভিষেক হওয়া বাঁহাতি ব্যাটার।

অন্যদিকে সবমিলিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন নাহিদ। ২০২৪ সালের নভেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে কিংস্টোনে ৬১ রানে প্রথমবার ৫ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। এবার রান খরচ করেছেন ৪০। অর্থাৎ, পাকিস্তানের বিপক্ষে ক্যারিয়ারসেরা বোলিংটাও করলেন 'চাঁপাইনবাগঞ্জ এক্সপ্রেস'। তবে ম্যাচসেরা হয়েছেন শান্ত। প্রথম ইনিংসের ১০১ রানের বিপরীতে দ্বিতীয় ইনিংসে ৮৭ রান করেন বাংলাদেশের অধিনায়ক।

মঙ্গলবার ৩ উইকেটে ১৫২ রানে শেষ দিন শুরু করেছিল বাংলাদেশ। তবে শুরুটা ভালো করতে পারেননি গতদিনের দুই অপরাজিত ব্যাটার শান্ত ও মুশফিকুর রহিম। দলীয় খাতায় ১২ রান যোগ হতেই ভেঙে যায় তাদের জুটি। ব্যক্তিগত ২২ রানে মুশফিক আউট হতেই নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারায় বাংলাদেশ। তাতে ৯ উইকেটে ২৪০ রান হতেই বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা করেন অধিনায়ক শান্ত।

এর আগে শান্তর সেঞ্চুরি ও মমিনুল হক-মুশফিকের জোড়া ফিফটিতে প্রথম ইনিংসে ৪১৩ রান করে বাংলাদেশ। বিপরীতে অভিষিক্ত আজান ওয়াইসের সেঞ্চুরি ও তিন ফিফটিতে ৩৮৬ রানে থামে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস।

সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট আগামী ১৬ মে শুরু হবে সিলেটে।

বিশ্বকাপের প্রাথমিক দল ঘোষণা আর্জেন্টিনার, মেসি কি আছেন

পোস্ট ডেস্ক : লিওনেল মেসি ফুটবলপ্রেমীদের অপেক্ষায় রাখলেও লিওনেল স্কালোনি রাখলেন না। মেসিকে রেখেই আজ ৫৫ সদস্যের বিশ্বকাপের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশন।

অর্থাৎ, বিশ্বকাপে খেলছেন মেসি। আর্জেন্টিনার অধিনায়ককে অনেকবারই জিজ্ঞেস করা হয়েছে, বিশ্বকাপে খেলবেন কিনা।

প্রতি উত্তরে ৮ বারের ব্যালন ডি'অর জয়ী ক্রীড়ামোদীদের রাখেন অপেক্ষায়। শুধু জানান, ফিট থাকলে খেলবেন তিনি। স্কালোনির প্রাথমিক তালিকায় তার নাম থাকায় তাই বলা যায়, ইন্টার মায়ামির অধিনায়কের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে আর শঙ্কা নেই। নিশ্চয়ই আজ দল ঘোষণার আগে তার কাছ থেকে সম্মতি নিয়েছেন আর্জেন্টিনার কোচ।

মেসিকে অনিশ্চয়তা কাটলেও স্কোয়াডে জায়গা হয়নি পাওলো দিবালার। তবে উদীয়মানরা ঠিকই জায়গা করে নিয়েছেন। তরুণ প্রতিভাবানদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন-আলহান্দ্রো গারনাচো, ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো, ক্লদিও এচেভেরি।

এই স্কোয়াড থেকেই আগামীতে ২৬ সদস্যের দল বাছাই করবেন স্কালোনি। আর সেটা অবশ্যই ফিফার বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যেই। চূড়ান্ত দল ঘোষণার শেষ সময় হচ্ছে ২ জুন।

আগামী ১১ জুন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা 'জে' গ্রুপে পড়েছে। বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের প্রতিপক্ষ আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া ও জর্ডান। আগামী ১৭ জুন আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করবে তিনবারের

বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

আর্জেন্টিনার প্রাথমিক দল :

গোলরক্ষক : এমিলিয়ানো মার্তিনেজ (অ্যাস্টন ভিলা), জেরোনিমো রুলি (অলিম্পিক মার্শেই), হুয়ান মুসো (আতলেতিকো মাদ্রিদ), ওয়াল্টার বেনিতেজ (ক্রিস্টাল প্যালেস), ফাকুন্দো কাম্বেসেস (রাসিং ক্লাব), সান্তিয়াগো বেলট্রান (রিভার প্লেট)।

ডিফেন্ডার : অগুস্তিন গিয়াওয়াই (পালমেইরাস), গনজালো মন্টিয়েল (রিভার প্লেট), নাহুয়েল মলিনা (আতলেতিকো মাদ্রিদ), নিকোলাস কাপালদো (হামবুর্গ), লিওনার্দো বার্লেদি (অলিম্পিক মার্শেই), ক্রিস্তিয়ান রোমেরো (টটেনহাম হটস্পার), কেভিন ম্যাক অ্যালিস্টার (ইউনিয়ন সেন্ট জিলয়েস), লুকাস মার্তিনেজ কুয়ার্তা (রিভার প্লেট), মার্কোস সেনেসি (বোর্নমাউথ), লিসান্দ্রো মার্তিনেজ (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), নিকোলাস ওতামেন্দি (বেনফিকা), হের্মান পেজেয়া (রিভার প্লেট), লাউতারো দি ললো (বোকা জুনিয়রস), জাইদ রোমেরো (গেতাফে), ফাকুন্দো মেদিনা (অলিম্পিক মার্শেই), মার্কোস আকুনা (রিভার প্লেট), নিকোলাস তাগলিয়াফিকো (অলিম্পিক লিওঁ), গাব্রিয়েল রোহাস (রাসিং ক্লাব)।

মিডফিল্ডার : মাক্সিমো পেরোনে (কোমো ১৯০৭), লিয়ান্দ্রো পারেদেস (বোকা জুনিয়রস), রদ্রিগো দি পল (ইন্টার মায়ামি), এক্সেকুয়েল পালাসিওস (বায়ার লেভারকুসেন), এনজো ফার্নান্দেজ (চেলসি), অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার (লিভারপুল), গিদো রদ্রিগেজ (ভ্যালেন্সিয়া), আনিবাল মোরেনো (রিভার প্লেট), মিল্টন দেলগাদো (বোকা জুনিয়রস), অ্যালান ভারেলা (পোর্তো), এজিকুয়েল ফার্নান্দেজ (বায়ার লেভারকুসেন), জিওভানি লো সেলসো (রিয়াল বেতিস), নিকোলাস দোমিঙ্গেজ (নটিংহাম ফরেস্ট), এমিলিয়ানো বুয়েন্দিয়া (অ্যাস্টন ভিলা), ভ্যালেন্টিন বার্কো (রাসিং ক্লাব ডি স্ট্রাসবার্গ)।

ফরোয়ার্ড : লিওনেল মেসি (ইন্টার মায়ামি), নিকোলাস পাজ (কোমো ১৯০৭), ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়ানো (রিয়াল মাদ্রিদ), থিয়াগো আলমাদা (আতলেতিকো মাদ্রিদ), তমাস আরান্দা (বোকা জুনিয়রস), নিকোলাস গনজালেজ (আতলেতিকো মাদ্রিদ), আলেহান্দ্রো গারনাচো (চেলসি), জুলিয়ানো সিমিওনে (আতলেতিকো মাদ্রিদ), মাতিয়াস সুলে (রোমা), ক্লদিও এচেভেরি (গিরোনা), জিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ানি (বেনফিকা), সান্তিয়াগো কাস্ত্রো (বোলোনিয়া), লাউতারো মার্তিনেজ (ইন্টার মিলান), হোসে ম্যানুয়েল লোপেজ (পালমেইরাস), হুলিয়ান আলভারেজ (আতলেতিকো মাদ্রিদ), মাতেও পেলেগ্রিনো (পার্মা)।

টানা দ্বিতীয়বার ফ্রান্সের বর্ষসেরা

পোস্ট ডেস্ক : চোট ও মাঠের লড়াই-সব বাধা জয় করে টানা দ্বিতীয়বারের মতো ফরাসি লিগ ওয়ানের বর্ষসেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হলেন প্যারিস সেইন্ট-জার্মেইয়ের (পিএসজি) উসমান দেম্বেলে। সোমবার রাতে প্যারিসে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে তার হাতে এই ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে জ্লাতান ইব্রাহিমোভিচের (২০১৪) পর পঞ্চম খেলোয়াড় হিসেবে টানা দুই বছর এই সম্মান জেতার বিরল নজির গড়লেন ২৮ বছর বয়সী দেম্বেলে।

গত বছর কিলিয়ান এমবাপ্পের উত্তরসূরি হিসেবে প্রথমবার এই মুকুট পরিধান করেন দেম্বেলে। এবারও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেন তিনি। ট্রফি হাতে নিয়ে আবেগপ্লুত দেম্বেলে বলেন, 'এটি ব্যক্তিগত অর্জন মনে হলেও, আমার এই সব সাফল্যের মূলে রয়েছে পুরো দল। দলের সতীর্থদের সহযোগিতা ছাড়া আজকের এই সম্মান অর্জন করা সম্ভব হতো না।' এবারের মৌসুমটি দেম্বেলের জন্য খুব একটা সহজ ছিল না। চোটের কারণে অনেকটা সময় মাঠের বাইরে কাটাতে হয়েছে তাকে। গত মৌসুমে যেখানে ২০টি ম্যাচে শুরুর একাদশে ছিলেন, সেখানে তিনি এবার লীগে মাত্র ৯টি ম্যাচে শুরুর সুযোগ পেয়েছেন। মাঠে কাটিয়েছেন স্রেফ ৯৬০ মিনিট। তবে অল্প সময়ের মধ্যেই ১০টি গোলের পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন আরও ৬টি গোল।

দেম্বেলের এই সাফল্যের দিনে পিএসজিও লীগ শিরোপার একদম দ্বারপ্রান্তে। গত রোবিবার ব্রেস্তকে ১-০ গোলে হারিয়ে টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে থাকা লসের চেয়ে ৬ পয়েন্ট এগিয়ে গেছে লুইস এনরিকের শিষ্যরা। আগামীকাল লসের বিপক্ষে হার এড়াতে পারলেই টানা পঞ্চম এবং শেষ ১৪ বছরে দ্বাদশবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করবে প্যারিসের ক্লাবটি।

আর্সেনালের কৌশল ঠেকাতে নতুন নিয়ম আনছে ফিফা

পোস্ট ডেস্ক : পেনাল্টি বক্সের ভেতরে খেলোয়াড়দের অতিরিক্ত ধাক্কাধাক্কি, টানা-হেঁচড়া ও জড়িয়ে ধরার প্রবণতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ফিফা। বিশ্বকাপে এমন পরিস্থিতিতে রেফারিরা আরো কঠোর হবেন বলে জানিয়েছেন ফিফার টেকনিক্যাল স্টাডি গ্রুপের প্রধান পাসকাল জুবারবুহলার।

সাবেক সুইস গোলরক্ষক জুবারবুহলার বলেছেন, সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষ করে প্রিমিয়ার লিগে আর্সেনালের ম্যাচে এই ধরনের ঘটনা বেড়েছে। তবে বিশ্বকাপে দায়িত্ব পাওয়া রেফারিরা বিষয়টি শক্ত হাতে সামলাতে পারবেন বলে তার বিশ্বাস।

তিনি বলেন, 'আমরা বিশেষ করে আর্সেনালের ম্যাচগুলোতে এই প্রবণতা দেখেছি। এটা এখন এক ধরনের ট্রেন্ড হয়ে গেছে। তবে আমার বিশ্বাস, বিশ্বকাপে থাকা সেরা রেফারিরা এসব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।'

সম্প্রতি আর্সেনালের বিপক্ষে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের একটি বিতর্কিত গোল বাতিলের ঘটনায় নতুন করে আলোচনায় আসে বিষয়টি।

স্টপেজ টাইমে ওয়েস্ট হ্যামের সমতাসূচক গোলটি বাতিল করেন রেফারি ক্রিস কাভানাঘ। তার সিদ্ধান্ত ছিল, গোলের আগে আর্সেনালের গোলরক্ষক ডেভিড রায়াকে ফাউল করেছিলেন ওয়েস্ট হ্যামের পাবলো।

তবে ওয়েস্ট হ্যামের দাবি ছিল, কর্নার নেওয়ার সময় আর্সেনালের কয়েকজন খেলোয়াড়ও প্রতিপক্ষকে টেনে ধরা ও জড়িয়ে ধরার কাজ করছিলেন।

যদিও ইংল্যান্ডের সাবেক তারকা ওয়েইন রুনির মতো অনেকেই রেফারির সিদ্ধান্তকে সমর্থন দিয়েছেন,

তবু ফিফার বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন-এ ধরনের পরিস্থিতিতে আরও দ্রুত ও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।

জুবারবুহলার বলেন, 'গোলরক্ষকদের বিপক্ষে ছোট ছোট অনেক ফাউল হয়, যা রেফারিদের খেয়াল করতে হয়। পেনাল্টি বক্সে অনেক খেলোয়াড়ের ভিড়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ নয়। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, বিশ্বকাপের রেফারিরা এসব পরিস্থিতি ভালোভাবেই সামলাবেন। শুরু থেকেই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।'

এদিকে আন্তর্জাতিক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ড (আইএফএবি) মাঠে অতিরিক্ত টানা-হেঁচড়া ও জড়িয়ে ধরার বিষয়টি ঠেকাতে নতুন নিয়ম নিয়ে আলোচনা করছে বলে জানা গেছে।

তবে সম্ভাব্য নিয়ম পরিবর্তন বিশ্বকাপের পর কার্যকর হতে পারে। ফলে এবারের বিশ্বকাপে ফিফা নির্বাচিত রেফারিদেরই কঠোরভাবে বর্তমান নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

উল্লেখ্য, কর্নারের সময় বক্সে গোলরক্ষকদের ঘিরে ধরা, জায়গা তৈরি করার উপায় খুঁজে বের করা এবং সেট-পিস থেকে গোল করা আর্সেনালের নতুন কৌশলে পরিণত হয়েছে। এই মৌসুমে গানারদের ৬৮টি লিগ গোলের মধ্যে ২১টিই এসেছে এই পথ ধরে।

বিশ্বকাপে ব্রাজিলের প্রাথমিক দলে বাদ পড়লেন যারা

পোস্ট ডেস্ক : শেষ পর্যন্ত সব শঙ্কা পেছনে ফেলে ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি ঘোষিত ২০২৬ বিশ্বকাপের ৫৫ সদস্যের প্রাথমিক দলে জায়গা করে নিলেন নেইমার জুনিয়র। এদিকে চোটের কারণে ছিটকে গেছেন ব্রাজিলের উদীয়মান ফরোয়ার্ড এস্তেভাও। আনচেলত্তির ঘোষিত দলে জায়গা হয়নি চেলসির এই তরুণ তারকার। ইএসপিএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সোমবার ফিফার কাছে জমা দেওয়া ব্রাজিলের প্রাথমিক স্কোয়াডে নেইমারের নাম থাকলেও এস্তেভাওকে রাখা হয়নি। গত ১৮ এপ্রিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচে ডান উরুতে পেশির চোট পান এস্তেভাও।

শুরুর দিকে আশা করা হয়েছিল, ১৯ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড বিশ্বকাপের আগে সুস্থ হয়ে উঠবেন। তবে ব্রাজিল ও চেলসির মেডিক্যাল দল শেষ পর্যন্ত তার শতভাগ ফিটনেসের নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। প্রতিবেদন অনুযায়ী, এস্তেভাও নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন যে বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা খুব কম।

গত সপ্তাহে চিকিৎসার জন্য সাবেক ক্লাব পালমেইরাসে যাওয়ার সময় তাকে বেশ হতাশ দেখাচ্ছিল বলেও জানা গেছে।

ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, ১১ মে'র মধ্যে সব দলকে ৫৫ সদস্যের প্রাথমিক স্কোয়াড জমা দিতে হয়। যদিও এই তালিকা প্রকাশ করা হয় না, তবে এখান থেকেই চূড়ান্ত ২৬ সদস্যের দল নির্বাচন করতে হয়। এদিকে ৩৪ বছর বয়সী নেইমার আবারও বিশ্বকাপে ফেরার পথে বড় এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। ব্রাজিলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা এই ফরোয়ার্ডকে প্রাথমিক দলে রেখেছেন আনচেলত্তি।

আনচেলত্তি দায়িত্ব নেওয়ার পর দলের হয়ে ৭৯ গোল করা নেইমার কোনো স্কোয়াডেই ছিলেন না। ফলে তার প্রত্যাবর্তন নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু : বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

তাহমিনা আখতার টফি

অটিজম, বর্তমানে 'অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার' (এএসডি) হিসাবে পরিচিত; একটি বিকাশগত সমস্যা, যা শিশুর মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশ এবং কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং পরিসংখ্যানগত তথ্য অনুযায়ী, সারা বিশ্বে অটিজম আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৭৮ মিলিয়ন। সাম্প্রতিক গবেষণা তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতি ১০ হাজার জনে গড়ে ১৭ জন (বা প্রতি ৫৮৯ জনে একজন) শিশু অটিস্টিক।

বর্তমানে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের অধীনে ১৪টি চিকিৎসা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসাসেবা পরিচালনা করছে; কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সুবিধা প্রদান এবং বিশেষ স্কুলগুলোতে নিয়োজিত শিক্ষকদের ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী শিশুর পিতামাতাকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এসব শিশুর জন্য বিদ্যালয়মুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। অটিজম শিশুদের চিকিৎসা, থেরাপি এবং শিক্ষাসংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার যথেষ্ট অভাব রয়েছে এবং গ্রামীণ পর্যায়ে একেবারেই অপ্রতুল ও নগণ্য। এ ছাড়া গ্রামীণ পর্যায়ে ল্যাংগুয়েজ থেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি কিংবা ফিজিওথেরাপির প্রচণ্ড অভাব রয়েছে। মেন্টাল অ্যাবিলিটির ওপর লক্ষ রেখে এসব শিশুর জন্য আর্লি এডুকেশনাল প্রোগ্রাম, প্রি-স্কুল এডুকেশন প্রোগ্রাম, স্পেশাল এডুকেশন প্রোগ্রাম এবং ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা উচিত, যা একেবারেই অপর্যাপ্ত রয়েছে। বিশেষায়িত শিক্ষাব্যবস্থা চালুর জন্য বিশেষায়িত ডিগ্রিধারী শিক্ষক প্রয়োজন; কিন্তু বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এ ধরনের বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হাতেগোনা ২-৪টি রয়েছে। বেশির ভাগ 'বিশেষ স্কুলে' কিছু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক রয়েছে; আনুষ্ঠানিক সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ডিগ্রিধারী স্বল্পসংখ্যক শিক্ষক রয়েছে। এছাড়া অটিজম শিশুদের জন্য পরিচালিত স্কুলগুলোতে অধিকাংশ শিক্ষক এমপিওভুক্ত নয় এবং এসব শিক্ষক নিয়মিত বেতন পান না। সাধারণ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে এসব শিশুর প্রবেশগম্যতার অধিকার দিলেও বেশির ভাগ স্কুলে অটিজম শিশুদের ভর্তি করতে স্কুল কর্তৃপক্ষ অনীহা প্রকাশ করে। কারণ এসব শিশুর পড়াশোনার জন্য আলাদা বিশেষায়িত শিক্ষক নেই; তাছাড়া অন্যান্য শিশুর সঙ্গে 'বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু' মিশতে পারে না, বরং বুলিংয়ের শিকার হয়ে থাকে।

পিতামাতার কাজ হলো তাদের বিশেষত্বগুলো চিনে তাদের জন্য উপযুক্ত সহায়তা প্রদান করা। যেমন-তাদের ভাষাগত এবং সামাজিক দক্ষতা বাড়ানোর জন্য উপযুক্ত থেরাপি প্রোগ্রাম তৈরি করা, সামাজিক পরিবেশে তাদের মানিয়ে চলার জন্য সহায়তা করা এবং তাদের নিজস্ব আত্মবিশ্বাস এবং সক্ষমতা গড়ে তোলার সুযোগ প্রদান করা

অটিজমের প্রকৃতি এবং তার কারণ সম্পর্কে এখনো বেশকিছু গবেষণা চলছে, অটিজমের সঠিক কারণ এখনো পুরোপুরি জানা যায়নি। তবে বলা যায়, অটিজমের জন্য বিভিন্ন জেনেটিক এবং পরিবেশগত উপাদান দায়ী হতে পারে। কিছু গবেষক মনে করেন, গর্ভাবস্থায় মায়ের স্বাস্থ্য সমস্যা, সঠিক খাদ্যাভ্যাস না থাকা, ভুল ওষুধ সেবন, চিকিৎসা এবং যত্নের অভাবে শিশুর গর্ভাবস্থায় বিকাশের অসুবিধা হতে পারে।

সাধারণত প্রথম তিন বছরের মধ্যে শিশুর মধ্যে এর লক্ষণ প্রকাশ পায়; তবে এ অবস্থা কখনো কখনো বড় হওয়ার পরও ধরা পড়ে। অটিজমের লক্ষণ প্রতিটি শিশুর আলাদা হয়ে থাকে। কিছু শিশু খুব কম কথা বলে বা কথা বলার ক্ষেত্রেও ত্রুটি থাকে, আবার কিছু শিশুর আচরণে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়; যেমন একই কাজ বারবার করা, একঘেয়ে শব্দ বা বাক্য পুনরাবৃত্তি করা। এ ছাড়া সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় সমস্যা, যেমন অন্যদের সঙ্গে কথা না বলা বা চোখের সংযোগ না করা, সাধারণত অটিজমের প্রধান লক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত হয়। অনেক অটিজম শিশুর মধ্যে বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা থাকতে পারে বা বহুমাত্রিকতা নিউরো ডেভেলপমেন্টাল সমস্যা থাকতে পারে। এসব শিশুর মাত্রা ভিন্নতা থাকতে পারে।

অটিজম চিহ্নিত করতে আগে দেখা হয় শিশু বা ব্যক্তির চোখে চোখ কম রাখা, নামে সাড়া না দেওয়া, কথা-ইশারায় ভাব প্রকাশে অসুবিধা বা অন্যদের সঙ্গে স্বাভাবিক যোগাযোগে সমস্যা আছে কিনা। এর সঙ্গে একই কাজ বারবার করা, একই রুটিনে জোর দেওয়া, হাত নাড়া/দুলানো বা শব্দ-আলো-স্পর্শে অস্বাভাবিক সংবেদনশীলতা আছে কিনা সেটাও লক্ষ করা হয়। এ ধরনের লক্ষণ ছোটবেলা থেকেই বারবার দেখা গেলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টের মূল্যায়ন জরুরি, কারণ নিশ্চিত চিহ্নিতকরণ পেশাগত পরীক্ষার মাধ্যমেই হয়।

অটিজমের কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা না থাকলেও সঠিক সময়ে থেরাপি এবং চিকিৎসা শুরু করা শিশুর বিকাশে সহায়ক হতে পারে। অটিজমে আক্রান্ত শিশুর জন্য বিভিন্ন ধরনের থেরাপি ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে ভাষাগত থেরাপি, আচরণগত থেরাপি, সামাজিক দক্ষতা উন্নয়নমূলক থেরাপি এবং অ্যাকটিভিটিস অব ডেইলি লিভিং (এডিএল)। এ থেরাপিগুলোর মাধ্যমে শিশুর ভাষাগত দক্ষতা বাড়ে, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া শক্তিশালী হয় এবং তাদের একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

অটিজমের বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য অটিজমে আক্রান্ত শিশুর দৈনন্দিন জীবনযাপনকে আরও চ্যালেঞ্জিং করে তোলে। এখানে পিতামাতার দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। শিশু অটিজমে আক্রান্ত হলে তাদের পিতামাতা প্রথমে তাদের সন্তানকে বুঝতে চেষ্টা করবেন এবং তাদের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করবেন। পিতামাতার কাজ হলো তাদের বিশেষত্বগুলো চিনে তাদের জন্য উপযুক্ত সহায়তা প্রদান করা। যেমন-তাদের ভাষাগত এবং সামাজিক দক্ষতা বাড়ানোর জন্য উপযুক্ত থেরাপি প্রোগ্রাম তৈরি করা, সামাজিক পরিবেশে তাদের মানিয়ে চলার জন্য সহায়তা করা এবং তাদের নিজস্ব আত্মবিশ্বাস এবং সক্ষমতা গড়ে তোলার সুযোগ প্রদান করা।

শিশুর মানসিক সামর্থ্য এবং দক্ষতা বিবেচনা করে এসব শিশুর বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। এসব শিশু কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে খুবই পারদর্শী হয়ে থাকে; যেমন-কেউ অঙ্কে, কেউ কম্পিউটারে, আবার কেউবা অঙ্কনচিত্রে, আবার কেউ খেলাধুলায়। পিতামাতার এ দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা একদিকে যেমন তাদের সন্তানের উন্নয়নে সহায়ক, তেমনি এটি সমাজে অটিজম নিয়ে যে ভুল ধারণা রয়েছে, তা ভাঙতে সহায়তা করে। তাদের সাহস, ধৈর্য এবং সঠিক দিকনির্দেশনা অটিজম আক্রান্ত শিশুদের জীবনে একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে।

অন্যদিকে সরকারকে এসব বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু বা এনডিডি শিশুদের জন্য সঠিক মেডিকেল অ্যাসেসমেন্ট, ডায়াগনসিস, দক্ষ জনবল সৃষ্টি, সেবার পর্যাপ্ততা রাখতে হবে। এসব শিশুর জন্য প্রতিটি বিভাগে ন্যূনতম ২০০ জন এনডিডি শিশু থাকতে পারে এমন আবাসন ব্যবস্থা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনসংবলিত কেন্দ্র চালু করতে হবে। দেশের প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে স্নায়বিক বিকাশজনিত সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের সুচিকিৎসা নিশ্চিতকল্পে একটি করে বিশেষায়িত 'হাসপাতাল কর্নার' স্থাপন করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে এ শিশুদের সঠিক সেবা ও পরিচর্যা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ জনবল কাঠামো তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি।

এছাড়া সরকারি উদ্যোগে বিশেষায়িত স্কুলের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার যেহেতু প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজগুলোতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ব্যয় ও শিক্ষকদের বেতনভাতা ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে; তাই অনতিবিলম্বে এসব বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর জন্য বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিভাগী পর্যায়ে খুলতে পারে এবং এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ দেওয়া দরকার।

সর্বোপরি, অনেক পিতামাতা তাদের এসব বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর জন্য ভবিষ্যতে কার তত্ত্বাবধানে রেখে যাবেন-এ নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত। গবেষণালব্ধ তথ্যে দেখা গেছে, অনেক মা-বাবা তাদের সন্তানের সম্পত্তির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে দিতে চায়; এ কারণে যাতে তাদের মৃত্যুর পর সেই সম্পত্তির মাধ্যমে তাদের সন্তানদের সেবা যথাযথ চিকিৎসা ও পুনর্বাসন করা হয়। সরকার বিভিন্ন বেসরকারি এতিমখানায় বার্ষিক অনুদান দিয়ে থাকে; আবার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এতিম, দুস্থ-অসহায় শিশুদের জন্য সরকারি শিশু সদন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। আর এরাও শিশু, বরং অত্যন্ত স্পর্শকাতর, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, যারা তাদের অধিকারের কথা বলতে পারে না, মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না, বৈষম্য বঞ্চনা আর অপাংক্তেয় হয়ে যাদের বেঁচে থাকতে হয়-তাদের জন্য বর্তমান জনবান্ধব সরকার কিছু করবে এবং একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে-এটাই বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসের প্রত্যাশা।

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Big moment for Wes Streeting

Post report : The State Opening of Parliament is the most British of occasions - and today it had the most British of ingredients: royals, regalia and rain.

But it had more than a splash of unconventional ingredients too.

Well before the King arrived in Parliament, the health secretary, Wes Streeting, was having coffee with the prime minister in Downing Street.

It was a swift visit - Streeting was in and out of the No10 door in just 17 minutes.

What happened in there? We don't know, but business was clearly conducted swiftly.

What we have been told is that the health secretary's allies expect him to challenge Sir Keir Starmer as soon as tomorrow.Alongside the plotting today, the pomp too, with the King's arrival in Parliament, where - from the throne in the House of Lords - he outlined the government's proposals for 37 bills and draft bills.

The State Opening is meant to be a day grounded in the government's plans for the next year or so.

But the government is led by a man whose longevity in power could be considerably shorter.

The King's Speech was scheduled for this week precisely because the government anticipated the need for a post elections refresh.

The prime minister told MPs it represented a "radical agenda", setting a "new direction for Britain".

Asked how the speech reflected the bold change that Sir Keir promised after last week's election drubbing, the prime minister's official spokesman said "what you've heard from the prime minister over the last few days is his commitment to change".

So, a reboot? But it is getting the boot the prime minister now fears.

Once he had finished in the House of Commons, Sir Keir started putting in the hard yards of persuasion. He and supportive cabinet ministers worked the tearoom. He invited MPs into his office in Parliament.

The message was clear: he is up for the fight, he will stand in any contest - but he believes the very idea of a leadership challenge is irresponsible. He has always seen himself as the antidote to the chaos he railed against during the latter years of the Conservatives in government.

He argues a leadership debate will paralyse the government and cause chaos within the Labour Party. Can this argument shrink the potential support for Streeting or any other potential challengers?

But the prime minister also knows that a significant number of his MPs now think he is a loser - and a major factor in the scale of Labour's defeats in elections in England, Scotland and Wales last week.

For those wannabe challengers, the challenge is trying to set out a distinctive and attractive alternative Labour agenda, that can appeal to MPs and party members - and convince them they would be more popular than Keir Starmer.

There is a big moment coming in the next 24 hours: for Wes Streeting, deciding to go for it or not, and the tone and tenor of any launch that he is planning.

Starmer warns against leadership contest in pleas to ministers and MPs

Embattled Sir Keir Starmer has warned his ministers and MPs a challenge against his leadership could "plunge us into chaos", after attempting to win them over with what he called a "radical" plan to change the country.

Sir Keir sought to rally his quarrelling MPs behind a package of new laws, which he said would "end the status quo that has failed working people".

He promised reforms to areas including health, housing and immigration, before meeting ministers and MPs in Parliament.

Sir Keir is battling to save his job after four ministers quit and dozens of Labour MPs urged him to resign, with Health Secretary Wes Streeting thought to be plotting a leadership challenge.

Supporters of Streeting told the BBC they expected the health secretary to challenge Sir Keir for the Labour leadership as soon as Thursday.

Streeting would need the support of 81 MPs to trigger a leadership contest under the Labour Party's rules.

Streeting met the prime minister in No 10 Downing Street for less than 20 minutes on Wednesday morning, after days of intense speculation that he is preparing a bid to replace him.

The prime minister's spokesman said Sir Keir had "full confidence" in Streeting but would not comment on the details of their meeting.

On Wednesday evening, Sir Keir held a series of meetings with Labour MPs and ministers in Parliament, telling colleagues: "We cannot let a leadership contest plunge us into chaos - a challenge would 100% do that."

The BBC has been told there were two meetings, one with ministers of state and one with more junior ministers, and they lasted about 15 minutes.

Ministers told Sir Keir the government needed to act more like insurgents and govern differently, and the prime minister accepted he needed to change.Streeting and Starmer met shortly before the Labour government set out its legislative programme in the King's Speech, which marked the start of a new parliamentary session.

The legislation announced by King Charles III in the House of Lords included plans to abolish NHS England, to introduce digital ID, limit trials by jury and end the leasehold system in England and Wales.

There were also proposals to nationalise British Steel, fast-track green energy infrastructure, forge closer trading ties with the EU, and invest in major improvements to rail services in northern England.

Outlining the bills in the House of Commons, Sir Keir said the King's Speech was an "agenda of radical reform across our major public services".

He said he was leading an "urgent, activist, Labour government" that "tilts power back to workers, renters and the less fortunate, gives voice to the working class, and all those that the status quo has repeatedly ignored and dismissed".

The language echoes Sir Keir's attempted reset speech on Monday, when the prime minister said "incremental change won't cut it" and promised to "face up to the big challenges" the country faced.

Sir Keir is battling to save his job after four ministers quit and dozens of Labour MPs urged him to resign, with Health Secretary Wes Streeting thought to be plotting a leadership challenge

UK local elections 2026 and the perils of a single issue campaign!

BY K S T Qureshi

The local elections held on 7 May 2026 across England, alongside devolved contests in Wales and Scotland, have delivered a stark verdict on the state of British politics. According to early results and analysis, Reform UK, led by Nigel Farage, achieved significant gains, securing over 1,300 council seats and control of multiple authorities, largely by placing the issue of illegal migration at the absolute centre of its platform.

While voter frustration with record Channel crossings and perceived failures in border control is understandable and legitimate, the dominance of this one topic has overshadowed a broader range of pressing national challenges.

The Conservative Party and Labour, for their part, appeared trapped in the same narrow debate, offering variations on enforcement and rhetoric without convincing solutions or a compelling vision on other fronts. The result is a democratic conversation that feels truncated, leaving voters with limited choice on the economy, education, skills, international security, and the erosion of traditional working-class employment.

Reform UK effectively weaponised the illegal migrant issue, tapping into deep public anger over small boat arrivals, strained public services, and the sense that successive governments have lost control of the borders. With illegal crossings reaching grim milestones, this focus resonated strongly in traditional Labour heartlands in the North and Midlands, as well as Conservative areas. Farage described the outcome as a "historic shift," and the numbers back up the momentum.

The mainstream parties' response has been inadequate, as it is a known fact that the illegal immigration issue cannot be resolved unless it is dealt with at source. The boats carrying illegal migrants to the British Isles depart from EU countries, particularly France, and those countries must take proactive measures to prevent these illegal Channel crossings. Furthermore, high-skilled migration is detrimental to the country's future as it prevents the development of homegrown skills and talent. Therefore, both illegal immigration and high-skilled migration should be addressed with the same urgency. Both the Tories and Labour have spent considerable energy on migration rhetoric and policy tweaks, ranging from deterrence measures to processing backlogs, but without delivering the "satisfactory conclusion" voters demand.

Labour, now in government, has struggled to differentiate itself meaningfully from either Reform's hard line or the Conservatives' previous record. This convergence on one issue has allowed Reform to set the terms of debate, while broader economic pressures, such as stagnating real wages, sluggish growth, and the offshoring of jobs, received far less sustained attention during the campaign.

Critical issues have been sidelined. The economy continues to face headwinds, with productivity challenges and cost-of-living concerns affecting families. Education standards, particularly in literacy, numeracy, science, ICT and vocational training, require urgent focus to prepare the next generation. International security, from NATO commitments to regional instabilities, demands strategic thinking. Traditional British working-class jobs in manufacturing and related sectors have been moving overseas for decades, exacerbating regional inequalities and community decline. These are not secondary matters; they define the long-term prosperity and cohesion of the nation.

Local elections are inherently about councils, bins, potholes, and care services, but national issues inevitably shape the mood. When the national conversation narrows excessively to one emotive topic, it risks polarising politics and depriving voters of a holistic choice. Reform's success highlights genuine discontent, but it also underscores the vacuum left by the two main parties. Labour and the Conservatives must now broaden their offer. They need credible, detailed plans on growth, industrial strategy, education reform, housing, and skills, areas where differentiation is possible and necessary.

Voters deserve the opportunity to decide on a full spectrum of policies, not a referendum-by-proxy on migration alone. The fragmentation seen in these results, with Greens also advancing on the left, signals a multi-party future. For the centre-right and centre-left to remain relevant, they must escape the single-issue trap and re-engage with the multifaceted realities facing modern Britain.

The 2026 locals serve as a warning, ignoring the wider electorate's concerns in favour of tactical positioning on the hottest button issue may yield short-term tactical gains for insurgents, but it does little to solve the country's complex problems. It is time for the major parties to lead with vision across the board and trust the people to decide.

Asia	Cow	Cow Share	Sheep
Bangladesh	£560	£80	£135
Pakistan	£385	£55	£135
Kashmir	£385	£55	£135
Afghanistan	£385	£55	£135
Rohingya (Burma)	£560	£80	£135
Sri Lanka	£385	£55	£135
India	£175	£25	£135

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah **Sadaqah** **Zakat** **Fitra**
Fidya **Kaffara** **Qurbani**

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324

UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 23 ♦ Issue: 1083 ♦ Friday 15 May - Thursday 21 May 2026

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

ব্রিটিশ সরকারের রূপরেখা দিলেন রাজা চার্লস

পোস্ট ডেস্ক : রাজা তৃতীয় চার্লস বুধবার ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সরকারের নতুন নীতিগত পরিকল্পনা তুলে ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছেন। ঐতিহ্যগত "কিংস স্পিচ"-এ তিনি আগামী বছরের জন্য সরকারের অগ্রাধিকার, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলের রূপরেখা উপস্থাপন করেন তিনি।

ভাষণে দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার, জীবনযাত্রার ব্যয় কমানো এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সরকার জানিয়েছে, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও অবকাঠামো খাতে বড় বিনিয়োগ আনা হবে, যাতে দীর্ঘমেয়াদে বিদ্যুৎ খরচ কমানো এবং কর্মসংস্থান বাড়ানো সম্ভব হয়।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে রাজা বলেন, ইউক্রেন যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতার কারণে বৈশ্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি বদলে গেছে। এ কারণে যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরা হয়।

স্বাস্থ্যখাতে এনএইচএস সংস্কার, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং জনসেবার মান বাড়ানোর প্রতিশ্রুতিও ছিল ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পাশাপাশি অভিবাসন ও আশ্রয় নীতিতে আরও কঠোর অবস্থানের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

সরকারের প্রস্তাবিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইনের মধ্যে রয়েছে ভোটের বয়স ১৬ বছরে নামিয়ে আনা, স্বেচ্ছাসেবী ডিজিটাল আইডি ব্যবস্থা চালু করা এবং রেলসহ কিছু খাতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ভাষণ বর্তমান সরকারের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ সাম্প্রতিক রাজনৈতিক চাপের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার তাঁর প্রশাসনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে নতুন মাইলফলক রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশের জ্বালানি খাতে সূচিত হলো এক ঐতিহাসিক অধ্যায়। বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর পথে বড় মাইলফলক হিসেবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রথম ইউনিটের রিঅ্যাক্টর কোরে সফলভাবে ফ্রেশ পারমাণবিক জ্বালানি লোডিং সম্পন্ন হয়েছে।

এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চূড়ান্ত ধাপে প্রবেশ করল। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. জাহেদুল হাসান এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। প্রকল্প সূত্র জানায়, গত ২৮ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে জ্বালানি লোডিং কার্যক্রম শুরু হয়। --১৭ পৃষ্ঠায়

দেশে করোনার চেয়েও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে হাম

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ফারজানা-হেলাল দম্পতির বিয়ের ১১ বছর পর কোলজুড়ে আসে শিশু তাজিম। শিশুটি পৃথিবীতে আসার পর পরিবারটি সবসময় উৎসবমুখর ছিল। কিন্তু আট মাস বয়সী চাঁদপুরের শিশু তাজিম গত ২২ এপ্রিল হামে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। নিমিষেই পরিবারটিতে শোকের ছায়া নেমে আসে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মৃত সন্তান --১৭ পৃষ্ঠায়

দুষ্টু মহিষের নাম নেতানিয়াহু

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দুই শিংয়ের মাঝখানে সিতির ভাজ, চোখের চাহনি তীক্ষ্ণ। কেউ সামনে গেলেই তেড়ে আসছে ফোঁস ফোঁস করে। খামারিদের ভাষ্য, এমনকি প্রতিদিন তাকে খাইয়ে দাইয়ে যারা আদর যত্ন করে রাখে, তাদেরও গুঁতোয় এই মহিষ। স্বভাবে মিল থাকায় ইসরাইয়েলের প্রেসিডেন্ট বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সঙ্গে মিলিয়ে কোরবানির জন্য প্রস্তুত করা এই মহিষের নাম রাখা হয়েছে 'নেতানিয়াহু'।

নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার দাসেরগাঁও এলাকার 'এস এস ক্যাটেল ফার্মে' দেখা মিলছে এই অ্যালবিনো জাতের এই মহিষের। তাকে দেখতে গত কয়েকদিন ধরে সেখানে ভিড় করছেন এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই সেই খামারে ভিড় করছেন নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ।

খামারি ও দর্শনার্থীরা জানান, কোরবানির ঈদ সামনে রেখে এই মহিষকে দেখাতে জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে হইচই। প্রতিদিন ভিড় করছে শত শত মানুষ। সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জে একটি খামারে 'ডোনাল্ড ট্রাম্পের' সঙ্গে চেহারা --১৭ পৃষ্ঠায়

ইরান যুদ্ধে ৩৯টি মার্কিন বিমান ধ্বংস

পোস্ট ডেস্ক : ইরানের সঙ্গে চলমান সংঘাতের জেরে মার্কিন বিমান বাহিনী বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। মঙ্গলবার (১২ মে) মার্কিন সিনেটের এক শুনানিতে জানানো হয়েছে যে, যুদ্ধের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র অন্তত ৩৯টি বিমান হারিয়েছে। তুরস্কের সংবাদ সংস্থা আনাদোলু এজেন্সির প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের একটি রিপোর্টের বরাতে বিরোধী দল ডেমোক্রেটিক পার্টির আইনপ্রণেতা এড কেস এই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আনেন।

সিনেট শুনানিতে এড কেস জানান, প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংবাদ সংস্থা 'দ্য ওয়ার জোন'-এর প্রায় এক মাস আগের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী এই ৩৯টি বিমান ধ্বংসের তথ্য পাওয়া গেছে। ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ইরানের সঙ্গে সংঘাত চলাকালে মার্কিন বিমান বাহিনী প্রায় ১৩ হাজার --১৭ পৃষ্ঠায়

সিলেটে ধর্ষণের পর শিশু হত্যা

সিলেট অফিস : ইয়াবাসেবী জাকিরের লালসার বলি শিশু ফাহিমা। জগতের ভালোমন্দ বুঝার আগেই নির্মমতার শিকার হয়ে পাড়ি জমালো পরপারে। চাঞ্চল্যকর এ ঘটনা এখন মানুষের মুখে মুখে। পুলিশও আড়ালে থাকা হত্যাকারীকে খুঁজতে সন্দেহভাজনদের ডাটা সংগ্রহে নামে। এদের মধ্যে মাদকাসক্ত বা পূর্বে এ ধরনের কাজের অভিযোগ রয়েছে এমন কেউ। সংঘটিত ঘটনা এলাকার ৩ জনের নাম উঠে আসে সন্দেহভাজনদের তালিকায়। এদের মধ্যে গত সোমবার রাতে জাকিরকে সদর উপজেলার কান্দিগাঁও ইউনিয়নের সোনাতলা গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের জালালাবাদ থানা পুলিশ।

গত মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের (এসএমপি) উপকমিশনার (উত্তর) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম আটককৃত জাকিরকে সন্দেহ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলেন, আমাদের প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল এলাকার কেউ এ ঘটনা ঘটিয়েছে। তাই এলাকার প্রতিটি মানুষের তথ্য

আমরা সংগ্রহ করছিলাম। এলাকায় আমরা তিনজন সন্দেহভাজনকে শনাক্ত করি। যারা মাদকাসক্ত বা পূর্বে এধরনের কাজের অভিযোগ রয়েছে। তাদের মধ্যে জাকিরকে আটক করলে হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করে সে।

নিহত ফাহিমার প্রতিবেশী ও সম্পর্কে চাচা হত্যাকারী জাকির। ফাহিমা সিলেট সদর উপজেলার কান্দিগাঁও ইউনিয়নের সোনাতলা গ্রামের দিনমজুর রাইসুল হকের মেয়ে। রাইসুল হক স্থানীয় বাজারে শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন একটি দোকানে। শিশু ফাহিমাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যৌন নির্যাতনের পর হত্যা করে জাকির। আটক জাকির একই এলাকার মৃত তোতা মিয়ার পুত্র। গত ৬ মে সকালে ফাহিমাকে একটি দোকান থেকে সিগারেট এনে দিতে পাঠানো হয়। শিশুটি সিগারেট এনে দেওয়ার পর তাকে নিজের ঘরে ডেকে নেয় জাকির। ওই সময় তার স্ত্রী বাড়িতে ছিলেন না। ঘরের দরজা বন্ধ করে শিশুটিকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়। একপর্যায়ে শিশুটি অজ্ঞান হয়ে গেলে তাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়। এরপর লাশ প্রথমে ঘরের ভেতরে একটি ব্রিফকেসে লুকিয়ে --১৭ পৃষ্ঠায়

Asia	Cow	Cow Share	Sheep
Bangladesh	£560	£80	£135
Pakistan	£385	£55	£135
Kashmir	£385	£55	£135
Afghanistan	£385	£55	£135
Rohingya (Burma)	£560	£80	£135
Sri Lanka	£385	£55	£135
India	£175	£25	£135

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk